

আল আন আনতা আবুন গ্রন্থের অনুবাদ

বাবা

আদর্শ সন্তানের কারিগর

ড. করিম আশ-শাযলী

মাওলানা সাইফুল ইসলাম
অনূদিত

বাবা

আদর্শ সন্তানের কারিগর

মূল
কারিম আশ-শায়িলি

অনুবাদ
মাওলানা সাইফুল ইসলাম

ফাযেল : জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, ঢাকা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

কুরআনী উপদেশের চুখকাংশ

যারা ঈমান এনেছে আর তাদের বংশধরগণও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের বংশধরকেও তাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবো। আর তাদের কর্মফলও কিছুমাত্র কমাবো না।-সূরা আত-তুর : ২১।

নূরের ফস্তু ধারা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বান্দাকে আল্লাহ কারও উপর দায়িত্বশীল বানান, অতঃপর সে মৃত্যুর সময় নিজ অধীনস্তের উপর খেয়ানত করে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।-সহীহ মুসলিম।

একটুখানি জ্ঞানের ঝলক

তোমার সন্তানদের শৈশবে শিষ্টাচারিতার প্রতি উৎসাহিত করো, যেন বড় হলে তাদের দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল হয়। শৈশবের উষালগ্নে যে শিষ্টাচারিতা সঞ্চয় করো, তার উপমা হলো পাথরে খোদাই করা নকশার মতো।

এটা এমন রত্নভাণ্ডার, যার মজুদ বাড়তেই থাকে। কালের ঘূর্ণিপাকে তার কোনো আশঙ্কা নেই।

শিষ্টাচারী ব্যক্তির যখন পা পিছলে যায়, তখন সে রেশমের বিছানা ও সিংহাসনে গিয়ে পড়ে।

মানুষ দুই প্রকার, এক প্রকার বিদ্যান, আরেক প্রকার শ্রবণ ও সংরক্ষণকারী। বাকি সব অনর্থক, অকেজো।

-আলি ইবনে আবু তালিব রাদি।

সূচিপত্র

ভূমিকা -----	০৯
কেন সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দেবেন?-----	১৩
প্রতিপালনকারীর গুণগুলো কী?-----	১৫
আপনার সন্তান কোথা থেকে শিক্ষা লাভ করবে?-----	২২

৪৩ সূত্র : যা সন্তান গড়তে

আপনার সহায়ক হতে পারে

সন্তান থেকে কী চান, তা নির্দিষ্ট করুন -----	২৯
তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দিন-----	৩১
তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিন এবং তার মূল্য বুঝিয়ে দিন -----	৩২
কী জন্য শাস্তি দিচ্ছেন সন্তানকে জানিয়ে দিন-----	৩৩
হুমকি দেওয়ার পূর্বে একটু থামুন -----	৩৩
তার মায়ের সাথে শিক্ষানীতির উপর একমত হোন-----	৩৫
সন্তানের মাকে সম্মান করুন -----	৩৬
সন্তানকে প্রহার করবেন কি?-----	৩৮
নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করুন -----	৪১
শাস্তি সম্পর্কিত কয়েকটি কথা-----	৪১
বাবা! আমার সাথে আলাপ করুন প্লিজ-----	৪৩
ভেবে দেখুন, সন্তান আপনাকে কেমন দেখছে -----	৪৪
সন্তানের আদর্শগুলো ঐকে দিন-----	৪৭
তার বিবেক তৈরীতে সাহায্য করুন -----	৪৯
আপনার শিশু কি আইনস্টাইন ও চার্লিলের মতো সমস্যায় পড়েছে? -----	৫১
সোহাগপ্রাপ্ত শিশু -----	৫৫
খেলনাগুলো তৈরীই হয়েছে ভাগ্যের জন্য -----	৫৭
আপনার শব্দগুলোই সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন করে-----	৬০
নীতির সমালোচনা করুন; ব্যক্তির নয় -----	৭৩
পুরস্কার -----	৬৪
কখন পুরস্কার বিপদজনক হবে?-----	৬৫
সন্তানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন-----	৬৭
আপনি কী কারণে সন্তানকে ভালোবাসেন?-----	৬৮
ভুলে যাবেন না আপনি একজন মানুষ -----	৭০
আদেশ-নিষেধ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করুন -----	৭১
প্রতিভা খোঁজে-----	৭২

সমতা রক্ষা করুন -----	৭২
তার কল্পনা ও উচ্চাভিলাসের সহযাত্রী হোন -----	৭৪
তার প্রশ্নে বিরক্ত হবেন না -----	৭৬
সন্তানের সাথে আপনিও আক্রান্ত হোন -----	৮০
তার অনুভূতিগুলো বুঝুন -----	৮১
দুঃখিত.. আগে আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন -----	৮৩
জীবনের বিভিন্ন দক্ষতাগুলো শিক্ষা দিন -----	৮৫
হে বৎস, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন -----	৮৭
আমাদের ঘরেই আছে প্রতিভা -----	৯০
সন্তানকে কারও সাথে তুলনা করবেন না -----	৯৭
অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো -----	৯৮
তাকে আত্মবিশ্বাস গঠনে সাহায্য করুন -----	১০১
শিশুকে পাঠে অভ্যস্ত করুন -----	১০৩
আচরণবিধি নির্ধারণে সন্তানকেও শরিক করুন -----	১০৭
জিনের সাথে তার সম্পর্ক কমান -----	১০৮
আমাদের গৃহে একজন কিশোর -----	১১১
সাবালকত্ব -----	১১৫
বড়দের উপদেশ -----	১১৯
পরিশিষ্ট -----	১২৭

ভূমিকা

আপনি একজন বাবা।

এটি এমন বাস্তব বিষয়, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো আপনার পদতলে পড়ে থাকা শিশুটির চিৎকার এবং তার সেই সীমাহীন অস্থির করা মুহূর্তগুলো, যা পার হয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, এখন আপনি একজন বাবা...

এখন আপনার সঞ্চিত সম্পদগুলোর মাঝে সেই মুচকি হাসিটিও অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে কাজে যাওয়ার সময় আপনার ছোট্ট শিশুটি আপনাকে বিদায় জানিয়েছিল। তার সেই পূর্ণ হাসিটিও, যা আপনার সাথে খেলা করার সময় উপহার দিয়েছিল এবং সেই চিৎকার, যা আপনি তাকে না নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্টি করেছিল।

এখন আপনি একজন বাবা...

যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার ছোট্ট ছেলে মুহান্নাদকে দান করলেন, তখন আমার দু'কানে এ শব্দগুলোই সবচেয়ে বেশি গুঞ্জনিত হতে লাগল। যা আমার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন খুব গাম্ভীর্যের সাথে আমাকে বলত এবং তার সাথে সাথে আমার বাহ্যিক বেশ-ভূষা সুন্দর করা এবং জীবনের ব্যাপারে আরও অধিক যত্নশীল হওয়ার জন্যও বিভিন্ন উপদেশ থাকত। আমি জানি না, কে যেন তাদের এ মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল যে, আমি আমোদ-ফুর্তি ও স্কেটিং এর মধ্যে সময় কাটাই। যদিও তাদের কেউ এমন একটি উপদেশও আমার কানে দেয়নি, যার মাধ্যমে আমি এ নতুন মেহমানের শিক্ষা-দীক্ষার পাথেয় লাভ করতে পারি।

যেন শিক্ষা-দীক্ষা ছোট্ট ও হালকা একটি বিষয় আর শিশুর অন্য-বস্ত্র ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনোপকরণ যোগান দেওয়াই সবকিছুর মূল।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাহলো আমি কীভাবে আমার সন্তানকে প্রতিপালন করবো? আমি কীভাবে আশ্বস্ত হবো যে, এ প্রতিপালনটিই বিশুদ্ধ প্রতিপালন?

একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাই, আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এমনকিছু ভুল প্রতিপালননীতি পেয়েছি, যেগুলো আমাদের মন-মানসে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আমাদের চিন্তা-চেতনায় সেই নীতি অবিচ্ছেদ্য অংশ

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, আমরা সর্বসাধ্য আমাদের সন্তানদের উপর এগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করি।

আমরা যদি বিশুদ্ধ প্রতিপালননীতি চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে ভুল প্রচলনগুলোর একটা সীমা টানতে হবে, তাকে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে এবং তার ব্যর্থতা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে পেছনে ছুড়ে ফেলতে হবে। আমাদের পারিবারিক সীমালঙ্ঘন, অতিরিক্তি বিধি-নিষেধ আরোপ ও মতবিনিময় না থাকার সমস্যাগুলো বুঝতে হবে। অধিক কঠোরতা বা অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া এবং সন্তানদের মাঝে প্রকাশ্য বে-ইনসানি ও এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়ার সমস্যাগুলোও অসুস্থান করে বের করতে হবে।

সারকথা, আমাদের এখন এটা জানা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধ প্রতিপালননীতি কি এবং কীভাবে আমরা তা প্রয়োগ করবো?

আমি বিশ্বাস করি এবং মনে করি যে, বিশুদ্ধ ও সচেতন প্রতিপালননীতিই এ মৃতপ্রায় জাতির সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। কারণ, আজ সকল জাতির মাঝে ঐশ্বর্যের মানদণ্ড হলো, সে জাতি কী পরিমাণ মানব সম্পদ, অনন্য প্রতিভা, দক্ষতা ও অত্যাধুনিক কল-কারখানার মালিক।

সাম্প্রতিক কালের কোরিয়া, জাপান, মালেশিয়া ও এশিয়ার বাঘ হিসাবে খ্যাত অন্যান্য এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতা এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান বিশ্বসমাজে উন্নতির শীর্ষে উঠার মাধ্যম হলো এমন কতিপয় নতুন উপাদান; যার সারকথা হচ্ছে মূল্যবোধ, আদর্শ ও সামাজিক উন্নতি। অথচ বর্তমানে প্রকৃত মূলধন হয়ে গেছে মানুষের উচ্চাভিলাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রযুক্তিক ও মানবিক দক্ষতা।

এখন কোনো দেশেই মূলধনের অভাবকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাধা মনে করা হয় না। নিকট অতীতে যে জাপান খাবারের লবণটুকু পর্যন্ত অন্য দেশ থেকে আমদানি করত, এখন সে জাপানই শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রে বিশাল শক্তিদ্র হয়ে গেছে। অথচ আমরা জানি যে, এই জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। আপনি চাইলে চীন, মালেশিয়া, কোরিয়া ও সেসকল দেশগুলো থেকেও শিক্ষা অর্জন করতে পারেন, যারা মাত্র ত্রিশ বছর আগেও তাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রসামগ্রীর জন্য ধনী রাষ্ট্রগুলোর দরজায় ধর্না দিত।

তাই কোনো জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে প্রকৃত অক্ষমতা হলো তার প্রতিভার ঘাটতি অথবা আমাদের আরব রাষ্ট্রগুলোর অবস্থার আলোকে বলতে পারি

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

প্রতিভা হত্যা। এ অপরাধটিই আমাদের মুসলিম জাতির নেতৃত্ব-শূন্যতার প্রধান কারণ।

আদর্শ প্রতিপালনের শক্তিশালী প্রভাবের ব্যাপারে আমার বিরাট আস্থা রয়েছে। এটাই যেকোন উন্নয়নশীল জাতির উন্নতির গোপন রহস্য, যারা প্রতিযোগিতার মাঠে অবতরণ করার দৃঢ় সংকল্প করে।

এজন্যই সম্মানিত পিতা, আমি এ ক'টি লাইন লিখলাম। যাতে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারি, গড়ে তুলতে পারি এবং যুগোপযুগী প্রতিপালনের মাধ্যমে আমাদের গোটা জীবনকে আচ্ছন্নকারী এই লাঞ্ছনার ছায়া কিছুটা হলেও দূর করতে পারি।

কীভাবে সন্তানদের প্রতিপালন করতে হবে, তা জানা এবং এ পথে পরিশ্রম করা আমাদের উপর আবশ্যিক। বাপ-দাদার সূত্রে আমাদের মন-মানসে যা বদ্ধমূল হয়ে আছে, শুধু তার প্রতিই ঝুকে থাকা উচিত নয়; বরং তার থেকে যা কল্যাণকর তা গ্রহণ করবো আর যা আমাদের সময়, যুগ ও যে সমাজে আমরা বসবাস করি তার উপাদানগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা পরিত্যাগ করবো।

আমরা উত্তম প্রতিপালননীতির উপর যে মহাগুরুত্বারোপ করছি, এতে হয়ত কারও মনে প্রশ্ন জাগবে যে, সে নতুন প্রতিপালননীতিটা কী?

আমি বলছি, বর্তমান যুগের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাতকারী মাত্রই অবলোকন করবেন যে, বর্তমানে বাস্তবতা পাল্টে গেছে, জটিল হয়ে গেছে। গতকাল যেখানে একজন মধ্যমস্তরের ডিগ্রী অর্জনকারী সমাজে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হত, সেখানে আজ উচ্চস্তরের ডিগ্রী অর্জনকারী ব্যক্তিরাও এমন একটি কর্ম পাচ্ছে না, যার মাধ্যমে এক লোকমা খাবার জুটাতে পারে বা সর্বনিম্নমানের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

বর্তমানে অন্যের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময় করার বিশেষ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। আর ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে অগ্রহী লোকদের স্বাগতম জানানোর জন্যও অনেক দরজা উন্মুক্ত দেখা যায়।

পূর্বে মূর্খ ব্যক্তিও কম-বেশি অভিজ্ঞতা ও কর্মের মাধ্যমে সম্পদশালী ও বিত্তবান হতে পারত। কিন্তু বর্তমানে যে কম্পিউটারের ভাষা বুঝে না, ইন্টারনেটের পরিভাষাগুলো জানে না, তার জন্য বহুমুখী কর্মের ময়দানে কোনো স্থান নেই।

এখন যদিও এ সকল নিরক্ষরদের নিম্নমানের সাধারণ কাজকর্মে স্থান আছে, কিন্তু কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, অচিরেই এমন সময় আসছে, যখন তারা

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

এ কাজগুলোও পাবে না। অথচ উচ্চাভিলাসী ও সচেতন লোকগণ নিজেদের জন্য বা নিজেদের সন্তানদের জন্য এমন বাস্তবতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

উল্লেখিত কারণে এ কঠিন যুগে যে শিশুকে আমরা স্বাবলম্বী হিসাবে জীবনযাপন করার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে না পারবো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অবস্থা হবে সমাজের এক কোণে অধীনস্ত হিসাবে জীবনযাপনকারীদের ন্যায়; যারা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। যারা শুধু গ্রহীতা হতে পারে, দাতা হতে পারে না। এমনকি হতে পারে এভাবে আমরা এমন একটি প্রজন্ম তৈরী করবো, যারা অন্যের নিকৃষ্ট আহারে পরিণত হবে।^১

সম্মানিত পিতা! এ বইটি কোনো নতুন প্রতিপালননীতি নয় কিংবা প্রতিপালন কার্যক্রমের ভূমিকা স্বরূপও এটা লিখিনি; বরং এটা হলো প্রচলিত প্রতিপালননীতির কিছু বিষয়ের ব্যাপারে নতুন চিন্তা-ভাবনা, যা আমরা পূর্ব হতে আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আসছি। সুতরাং এটা হলো সেই আন্ডারলাইনের ন্যায়, যা উপরের কথার প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য কিংবা তার বিচ্যুতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য লিখা হয়। এতে আমি অনেক বাবা ও প্রতিপালনকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে সাহায্য নিয়েছি, যারা দীর্ঘজীবন প্রতিপালন করে ক্লান্ত হয়েছেন। আর আমার চারপাশের সমাজে অনুসন্ধান করেও অনেক তথ্য পেয়েছি।

আর কিছু স্থানে আমি নিজে কিছু বলতে ব্যর্থ হয়ে মহান উস্তাদগণের মধ্য থেকে কারও মতামতকে দলিল হিসাবে পেশ করেছি, যাদের এ ময়দানে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

একটি কথা বলা বাকি রয়ে গেলো, তা হলে এ বইয়ে আপনি যা কিছু পাবেন, সবই একটি মানব প্রচেষ্টা। এর মধ্যে অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেগুলো আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কখনো তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছি আর কখনো আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তবে সর্বোপরি সত্যের দিকে ফেরাই আমার লক্ষ্য ইনশাআল্লাহ। সুতরাং কারও যদি কোনো ভুল-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে বইয়ের শেষে উল্লেখিত ওয়েব লিংকে আমার সাথে যোগাযোগ করার এবং নিজ ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ রইল। নিশ্চয়ই সত্যই একমাত্র অনুসরণীয়।

১. মিন আজলি ইনতিলাকাতি হাযারিয়াতিন শামিলাতিন।- ড. আব্দুল কারিম বাক্বার।

কেন সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দেবেন?

যেহেতু আপনি কিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন, কারণ আপনি একজন পিতা হিসাবে আপনার ঘাড়ে দু'টি চিত্তার বোঝা বহন করেন, ১. নিজ সন্তার চিন্তা, তথা নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার চিন্তা, ২. নিজের পরিবারের চিন্তা, তথা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করার চিন্তা। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

হে মুমিনগণ! নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোনো হুকুমের অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।^২

একজন মুমিনের ঘাড়ে নিজ সন্তার ও নিজের পরিবারের গুরুভার থাকে। কারণ, সে ও তার পরিবার আগুনের সম্মুখীন হবে, কিন্তু তার একা নিজ সন্তা থেকে ও নিজের পরিবার থেকে এ আগুন ঠেকাতে হবে, যে আগুনের মধ্যে মানুষ পাথরের কাজে ও পাথরের স্থলে ব্যবহৃত হবে। মুমিনের কর্তব্য হলো সর্বপ্রথম নিজ ঘর ও পরিবারকে দাওয়াত দেওয়া। মুমিনের কর্তব্য হলো দুর্গকে ভেতর থেকে নিরাপদ করা। তার কর্তব্য হলো, তাকে দূরে ডেকে নেওয়ার মাধ্যমে দুর্গের ছিদ্রগুলো অতিক্রম করার পূর্বেই তা বন্ধ করে দেওয়া।^৩

ইমাম ইবনুল কাইয়িমিল জাওযিয়া রহ. বলেন, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতাআলা পিতাকে তার সন্তান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন। ফলে যে নিজ সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করল এবং তাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ছেড়ে দিল, সে অত্যন্ত মন্দ কাজ করল। অধিকাংশ সন্তানরা নষ্ট হয়ে যায় পিতাদের কারণে। পিতাগণ দ্বীনের ফরজ ও সুন্নাতসমূহের শিক্ষা না দিয়ে তাদের ব্যাপারে অবহেলা করে। আপনার দায়িত্বের মধ্যে এটাও পড়ে যে, আপনি আপনার সন্তানকে এমন সফল চাল-চলন শিক্ষা দেবেন, যার মাধ্যমে সে কঠিন জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। বিশেষত,

২. সূরা তাহরিম, ৬।

৩. ফি যিলালিল কুরআন-সাইয়িদ কুতুব।

আমাদের অধিকাংশ সামাজিক আবেগ-অনুভূতির উপর বস্তুবাদের অতিরিক্ত প্রভাব, আমাদের জীবনকে কঠোরতা ও রুক্ষতার এক নিকৃষ্ট পোষাক পরিয়ে দিয়েছে। আমাদের জীবন হয়ে গেছে যুদ্ধ ও সংগ্রামের অমঙ্গল মাঠ।

এ জন্য আমরা যদি আমাদের সন্তানদের চতুর্মুখী দক্ষতার অস্ত্রে সজ্জিত না করি এবং সেই মূল্যবোধ, আদর্শ ও মৌলিক নীতিমালার মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে না তুলি, যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দ ও হারাম-হালালের মাঝে পার্থক্য করতে পারে, তাহলে আমরা তাদের প্রতি বড় জুলুম করলাম। আমরা ওই ব্যক্তির ন্যায় হলাম, যে একটি নিষ্পাপ শিশুকে এমন খাচায় রেখেছে, যাতে সিংহ ও নেকড়ে বাঘেরা বসবাস করে।

বুদ্ধিমান বাবা বুঝতে পারেন যে, জীবনের কষ্ট-ক্লেশ একটি বাস্তব বিষয়, যেটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আর ভেতরের উপযুক্ত গঠন ব্যতীত বাইরের চাপ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।^৪ অপরদিকে ঘরের প্রভাব ব্যাপক, কিন্তু শিশুর জন্য থাকেন শুধু পিতা, তাই বিষয়টি সহজ নয়। তাই তার প্রভাবটিই সবচেয়ে গভীর ও শক্তিশালী। বিদ্যালয়, মহাসড়ক, টেলিভিশন ও সমাজের সমষ্টিগত প্রভাব থেকেও শক্তিশালী। তাদের স্মৃতিপটে যে সকল সাময়িক বা স্থায়ী ঐতিহ্য বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তার থেকেও অধিক শক্তিশালী। এমনকি মহাসড়কে শ্রুত ভাষণ থেকেও অধিক শক্তিশালী, যদিও উক্ত ভাষণ তার মনে ব্যাপক ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না কেন।

সাইয়িদ কুতুব রহ. বলেন, আমি জ্ঞানের শক্তির কথা স্বীকার করি, সংস্কৃতির শক্তির কথা স্বীকার করি। কিন্তু আমি তার চেয়ে অধিক স্বীকার করি প্রতিপালনের শক্তির কথা। হ্যাঁ, আদর্শ প্রতিপালনই আমাদের সন্তানদের জন্য জীবন সমুদ্রে সফলতার চাবিকাঠি এবং জাগতিক ও ঐশ্বরিক সফলতার পথনির্দেশিকা। বিশেষত, যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, মানবীয় গুণাবলী ও ভুল-সঠিকের মানদণ্ডগুলো শিশুর জন্মের সাথে সাথে জন্ম নেয় না; বরং সে এগুলো তার চারপাশ ও পরিবার থেকে শিখে। শিশু চিন্তা, নৈতিকতা ও উপলব্ধি শিখে প্রতিপালন থেকে এবং পারিবারিক ও সামাজিক মেলামেশা থেকে। মানুষের বাচ্চা তখনই মানুষ হয়, যখন তাকে প্রতিপালন করে কোনো মানুষ। আর এ থেকেই বুঝে আসে ঘর-বাড়িতে মা'দের ঘাড়ে অর্পিত দায়িত্বের মহত্ব।^৫

৪ কাইফা নারতাকি বিফিকরি আবনাইনা : ড. আব্দুল করিম বাক্বার।

৫. হাকায়্যা তাকুনুল উম্মাহাত : ড. আব্দুল করিম বাক্বার।

প্রতিপালনকারীর গুণগুলো কী?

প্রত্যেক মানুষই বাবা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষ নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী সচেতন প্রতিপালনকারী হতে পারে না। এ জন্য আমি চাইলাম, একজন প্রভাব সৃষ্টিকারী পিতার মাঝে যেসকল গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়, তার ব্যাপারে একটু আলোকপাত করি।

তবে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তির ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, যা অনেক পিতাদের হয়ে থাকে। তাহলো, তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলা। কারণ, আমার সন্তানকে আমার তত্ত্বাবধান করার অর্থ হলো, তার পোষাক, খাবার ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনোপকরণ যোগান দেওয়া। পক্ষান্তরে আমার তাকে প্রতিপালন করার অর্থ হলো, তাকে ভুল-সঠিক, হালাল-হারাম এবং কোনটা করা সঠিক নয় আর কোনটা করা তার কর্তব্য তা শিক্ষা দেওয়া।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা অনেক এমন পিতাকে বলতে শুনি, জীবন-যুদ্ধে যাদের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে, নিজ সন্তানদের ব্যাপারে বলছে, আমি তাদের জন্য এমন এমন করেছি, যা কোনো বাবা করেনি। তাদের আরাম-আয়েশ ও উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করেছি। তাকে সবচেয়ে উন্নত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছি এবং সে যত অর্থ চেয়েছে দিয়েছি। তাহলে কেন তার ব্যাপারে আমার আশা ব্যর্থ হবে?

এ বেচারী বাবা ধারণা করেছে, এ অর্থগুলোই তাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে। সে বুঝেনি যে, তার হৃদয়, তার কান ও তার সময় তার সন্তানের ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে। অথচ এগুলো অর্থ, পোষাক ও খাবার থেকে শতগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জনৈক জ্ঞানী লোক আমার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, জেদা অঞ্চলে আমার একজন বন্ধু ছিল। সে বর্তমান ঘুণেধরা সামাজিক মূল্যবোধের চেয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। একদা সে আমাকে তার একটি ঘটনা শোনাল, তার সমগ্র জীবনে যে ঘটনাটির বিরাট প্রভাব রয়েছে। উক্ত বন্ধুর বক্তব্য, একদিন একটি ঘটনা ঘটল, আমি আমার বিদ্যালয়ের দায়িত্বগুলো পালনের জন্য একটি খাতা ক্রয় করতে চাইলাম। কিন্তু বাবাকে বলতে ভুলে গেলাম। আমাদের পরিবারের নিয়ম ছিল, আমাদের সকল বিষয়গুলো বাবা দেখাশোনা করতেন। আমি ঘুমিয়ে গেলাম। জাগ্রত হয়ে দেখি বাবা তার কাজে চলে গেছেন। তখন খাতার মূল্য আমার থেকে চাওয়া ব্যতীত কোনো

উপায় পেলাম না। ফলে আমরা আমাদের খাতার মূল্যের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণে টাকা দিয়ে বললেন, অবশিষ্ট টাকা যেন মাদরাসা থেকে ফেরার পর তাকে ফেরত দেই। আর ফেরত দেওয়ার আগে বাবাকে অবহিত করি। কিন্তু ঘটল এই যে, মাদরাসা থেকে আসার পর আমি বিষয়টা বেমালুম ভুলে গেলাম এবং দীর্ঘ ক্রান্তিময় দিন পার করে ঘুমিয়ে গেলাম।

অতঃপর আমার পিতা আসলেন। তার একটি নিয়ম ছিল, যা এখন আমি বুঝতে পেরেছি। তা হলো, তিনি আমার ও আমার পাঁচ ভাইয়ের পোষাক অনুসন্ধান করতেন, পাছে তাতে আমাদের কারও ধুমপানের বা অসৎ চলা ফেরার কোনো চিহ্ন পেয়ে যান। ওই সময় বাবা খাতা কেনার পর অবশিষ্ট টাকাটা পেলেন। যা আমার মতো ছোট্ট ছেলের জন্য বিরাট অংক হিসাবে গণ্য। তিনি জানেন যে, তিনি আমাকে এ টাকা দেননি। তাই তিনি শান্তভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর আমার নিকটবর্তী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! আমি তো আজ তোমাকে কোনো টাকা দেইনি। তাহলে তুমি এ টাকা কোথা থেকে পেলে?

ছেলে বলছে, তখন আমি আমার ক্রান্ত চোখের অবশিষ্ট ঘুম ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, বাবা! তুমি কি সকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারছিলে না? তখন তার বাবা তাকে বললেন, বৎস, আমি কখনোই এটা পারবো না। তুমি যদিও ঘুমাতে পারবে, কিন্তু আমার দু'চোখে সারা রাত কিছুতেই ঘুম আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জানতে না পারি যে, তুমি কোথা থেকে এ টাকা পেলে? তখন ছেলে বলল, আমার একটি খাতা কেনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তোমার কাছে টাকা চাইতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমরা আমাকে এ টাকা দিয়েছেন। আমি ক্রান্ত হয়ে ফিরে তোমাকে না জানিয়েই ভুলে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

তখন বাবার কপালের ভাজ দূর হলো। তিনি আমাকে বাহুতে জড়িয়ে বলতে লাগলেন, সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তোমার ব্যাপারে আমার ধারণাকে ব্যর্থ করেননি, আমার পরিশ্রমকে বৃথা যেতে দেননি। হে বৎস, এবার ইচ্ছেমত ঘুমাও। এখন আমাদের সকলেরই প্রশান্ত চোখে ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়েছে।

আমি মনে করি, এ ঘটনাটির সাথে আর কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। পাঁচ সন্তানের বাবা। জীবন নদীর স্রোত তাকে তাদের প্রতিপালন, দেখাশোনা ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব ভুলিয়ে দেয়নি। এমন একজন বাবা,

যিনি মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। একজন সৎ আদর্শবান মানুষ গড়ে তোলার নামই তো প্রতিপালন।

এ জন্যই প্রতিপালনকারীর সে গুণগুলো জানতে হবে, যার মাধ্যমে সে নিজ কলিজার টুকরার মন-মানসিকতায় গভীর ও শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টিকারী হতে পারবে।

এ সকল গুণগুলোকে আমরা সংক্ষেপে এক কথায় নিয়ে আসতে পারি। তা হলো, একজন সফল পিতাকে সর্বপ্রথম সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী হতে হবে। এ প্রকৃতিই অসুন্দর থেকে সুন্দরটা, কল্যাণ থেকে অকল্যাণটা এবং বাতিল থেকে হকটাকে পৃথক করতে পারবে।

যে প্রকৃতি তার কাছে যা আছে, তার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, সে যে সত্যের উপর প্রতিপালিত হয়েছে, তা বাতিলের সমষ্টিগত শক্তি থেকেও অধিক শক্তিশালী এবং পৃথিবী যত কঠিন ও জটিলই হয়ে যাক না কেন, তা মোকাবেলা করার একমাত্র পথ হলো ইসলামী প্রতিপালননীতি। তাই সে তার মাঝেই আশ্রয় নেয় এবং তাকেই নিজের পথ ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে।

এবার অন্যান্য গুণগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো প্রতিপালন বিশেষজ্ঞগণ সারনির্যাস হিসাবে পেয়েছেন এবং একজন প্রতিপালনকারীর জন্য তাতে সজ্জিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন,^৬

এক. সন্তান এটা অনুভব করতে হবে যে, পিতা তার থেকে উপরে এবং (স্বভাবতই) সে তার থেকে গ্রহণ ও আহরণকারীর পর্যায়ে

এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, যা অন্তরের ভেতরে কাজ করে। কেননা, পিতার ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই শিশুর ব্যক্তিত্ব থেকে বড় হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা যায়, যখন বাচ্চা কৈশোরে পৌঁছে। কেননা, বাচ্চা যতই বড় হতে থাকে, ততই তার প্রয়োজন হয় বাবাকে আরও উঁচু স্তরে দেখার। কিন্তু এখানেই অনেক বাবা পরীক্ষায় নিচে পড়ে যায়। হয়ত তাদের ব্যক্তিত্ব সন্তানদের ব্যক্তিত্ব থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বড় না হওয়ার কারণে, অথবা একেবারেই বড় না হওয়ার কারণে। কদাচিৎ এমনও হয় যে, বাচ্চা অনুভব করে যে, তার ব্যক্তিত্ব তার বাবার ব্যক্তিত্ব থেকে বড়। তখনই সন্তান বাবা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত হয়ে যায় এবং তার অবাধ্যতা করে।

৬. দেখুন- উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুবের মানহাজুত তারবিয়াতুল ইসলামিয়াহ বই এ।

দুই. সন্তান এ উপলব্ধি করতে হবে যে, তার বাবার নিকট তার সামনে পরিবেশন করার মতো কিছু আছে

অন্যথায় ছেলের অন্তরে পিতার ব্যাপারে কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি হবে না। তখন সে গ্রহণ করার জন্য অন্য কাউকে অন্বেষণ করতে থাকবে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, বাবাকে ছেলের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে বাবার নিকট অবশ্যই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রতিপালনের এমন জ্ঞান থাকতে হবে যা তার সন্তানকে দিতে পারে।

এমনিভাবে বাবাকে ছেলের মন-মানসিকতা বুঝতে হবে, যেন তার শিশুসুলভ প্রয়োজনগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে পারেন। অনেক সময় বাবাগণ এ ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হন। ফলে দেখা যায়, ছেলের প্রাথমিক বছরগুলোতে খুব কঠোরতা করেন, যেটা ছিল খেলাধুলা ও আদর-সোহাগের কাল। আর ওই বছরগুলোতে তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন ও সীমিতরিজ্ঞ আস্থা রাখেন, যে সময়গুলো ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও পথপ্রদর্শনের বছর। সন্তানও চায় কিশোরকালেই সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলতে। ফলে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়।

বাবার এই আচরণ সন্তানের মাঝে এই অনাস্থা সৃষ্টি করে যে, বাবার নিকট তাকে দেওয়ার মতো কোনো জ্ঞান বা তার উপর প্রয়োগ করার মতো কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তাই সে নিজে যা দেখে বা যা পড়ে বা যা অন্যের থেকে শোনে, তাই তাকে মানতে হবে।

তিন. পিতাকে উত্তম দাতা হতে হবে

আপনার শিশুকে পরিবেশন করার মতো কোনো কিছু থাকা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা সুন্দর ও আকর্ষণীয় পন্থায় পেশ না করবেন। উদ্দীপনামূলক পন্থায় পেশ করতে হবে। ভীতির পন্থায় নয়। আর এটার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ভালোবাসা। যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু এটা উপলব্ধি না করবে যে, তার বাবা তাকে ভালোবাসে এবং তার কল্যাণ কামনা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার থেকে তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। যদিও সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ রয়েছে। এমনকি যদি সে নিশ্চিতভাবে এটাও জানে যে, তার নিকট ব্যতিত কোথাও থেকে সে এ কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, তবুও গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। আসলে ভালোবাসা ব্যতিত কোন কল্যাণটা বাস্তবায়িত হয়?

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

তবে ভালোবাসার অর্থ এটা নয় যে, আপনি তার রশি তার কাধে ছেড়ে দেবেন বা তাকে শাস্তি ও চাপ প্রদান করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখবেন। এমনটা হলে তো এটা শিক্ষায়-দীক্ষায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বরং এখানে ভালোবাসার অর্থ হলো, যা পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করেছে, কর্কশ ভাষী ও কঠোর হৃদয় না হওয়া। তবে কোমলতার সাথে অনমনীয়তা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে থাকো। অতঃপর তুমি যখন কোনো বিষয়ে মনস্থির করে সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করো।^৭

দান করার ন্যায় দানের পদ্ধতিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা ভালোবাসা, কোমলতা ও অনমনীয়তায় সুমিশ্রিত হবে এবং ভালোবাসার স্থায়ী মূলনীতি হিসাবে কোমলতা ও কঠোরতার স্থানগুলোও মেনে চলবে।

৪. শিক্ষাদানের মর্যাদা মূল্যায়ন করা

আমেরিকান লেখক ডগপেইন তার ইন্সাহ আমালিয়াতুন লাইসাত মু'কাদাতুন নামক বইয়ে বলেন, আমি দেখেছি, অনেক সাধারণ মূর্খ লোক, যারা কেনো শিক্ষাগ্রহণ করেননি, কিন্তু তারা নিজেদের শিশুদের গড়ে তোলার কাজটিকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন, ফলে নিজ শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাদের সফলতার সমৃদ্ধ ডায়েরি তৈরী হয়েছে।

অনেক পিতা নিজ সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দেয় না, এ কারণে নয় যে, তারা পর্যাপ্ত সময় পান না বা তাদের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে বা তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের বেশি ভালোবাসা নেই। এর কোনটাই নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি স্বাভাবিক বাবাই তার সন্তানদের ভালোবাসেন এবং তাদের ব্যাপারে ভালো ও শুভ ইচ্ছা রাখেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা নিজেদের ক্লান্ত করতে চান না। শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন হয় পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠা। আর এটা খুবই কম লোকই পারে।

বিশ্বজগতে এমন কিছু কি পাওয়া যাবে, যার জন্য সন্তানকে শিক্ষাদানের মতো পরিশ্রম করা উচিত? এমন কোনো কৃতিত্ব আছে কি, যা একজন

৭. সূরা আলে ইমরাম : ১৫৯।

পূণ্যবান পুরুষ বা গুণবতী নারী গড়ে তোলার কৃতিত্বের মতো হতে পারে, যারা জীবিতাবস্থায় আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে এবং মৃতাবস্থায় আপনার প্রতি রহমত প্রেরণ করবে?

শিক্ষাদান হলো মানবজাতির জন্য অবধারিত পরিশ্রমের একটি অংশ, যা আপনাকে পৃথিবীতে করতেই হবে। আর সন্দেহাতীতভাবে এ পরিশ্রমটি মানুষের কাছে তখনই প্রিয় হয়ে দেখা দেয় যখন মানুষ তার পরিশ্রমের ফলগুলো দেখতে পায় এবং তা হাতের নাগালেই পেয়ে যায়।^৮

একজন বাবা প্রভাব সৃষ্টিকারী হওয়ার জন্য আবশ্যিক হলো, বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করা যে, শিক্ষাদান একটি জিহাদ। আর জিহাদ মানেই তো কষ্ট ও পরিশ্রম। বিশেষত যে যুগে আমরা বাস করছি, পিতাকে এ বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি যে সন্তানকে শিক্ষাদানের জন্য পরিশ্রম করলেন, সে সন্তান একটু পরেই রাস্তায় যাবে, তারপর অনেক ময়লা-আবর্জনা নিয়ে ফিরে আসবে, যা পরিস্কার করার প্রয়োজন পড়বে। সে বিদ্যালয়ে যাবে এবং অনেক অসাধু শব্দ ও অভ্যাসে কদমাজ্ঞ হয়ে ফিরে আসবে। এমনকি যখন আপনি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবেন, তখনও মূর্খতার স্ফুলিঙ্গগুলো আপনার ঘর পর্যন্ত চলে আসবে। যেমন রাস্তায় বা মূর্খ প্রতিবেশি শিশুরা যে সকল গালির শব্দ উচ্চারণ করবে। এতকিছু সত্ত্বেও আপনাকে হিসাব করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, আপনার ভূমিকা ও কাজ হলো নিজ শিশুকে তার মূলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তার সঙ্গে যা লেগে গেছে তা পরিস্কার করা। আল্লাহর শপথ, এটি কোনো সহজ বা হালকা কাজ নয়। কিন্তু এটি ছাড়া পথ নেই। আল্লাহ ডক্টর মোস্তফা সিবায়ির প্রতি রহম করুন, তিনি বলেন, আল্লাহর নিকটই এ অভিযোগ জানাচ্ছি যে, আমরা ঘরে আমাদের সন্তানদের জন্য কত পরিশ্রম করি, কিন্তু বিদ্যালয় ও রাস্তা তা ধুয়ে নিয়ে যায়।^৯

৫. পিতাকে পর্যবেক্ষণ ও গাইডলাইনে সক্ষম হতে হবে

একজন ব্যক্তির জন্য সর্বদা পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা প্রয়োজন। মুহাম্মদ কুতুব বলেন, শিক্ষাদান একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এতে ক্ষণিকের উপদেশ যথেষ্ট নয়। চাই ব্যক্তিগতভাবে তিনি যতই একনিষ্ঠ ও সঠিক হোন না কেন।

৮. পূর্বোল্লিখিত উৎস।

৯. হাকায়্যা আল্লামাতনিল হায়াতু।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

বিষয়টির জন্য প্রয়োজন অব্যাহত পর্যবেক্ষণ ও গাইডলাইন। এখানে গ্রহণকারী হলো মানবহৃদয়; কোনো এমন যন্ত্র নয়, যার বাটনে একবার ক্লিক করে ছেড়ে দিয়ে অন্যটাতে মনোযোগ দিলেও তা আপন অবস্থায় চলতে থাকে। শুধু নতুন উদ্ভূত অবস্থায়ই গাইডলাইন প্রয়োজন এমন নয়; বরং নতুন নতুন গাইডলাইন প্রয়োজন। যে অবস্থা পূর্বে একবার বা একাধিকবার ঘটেছে এবং এক বা একাধিকবার গাইডলাইন দিয়েছেন, সেটাই চূড়ান্ত আর কোনো গাইডলাইনের প্রয়োজন নেই, এমনও নয়!!

মানব ময়দা হলো স্টিকি ময়দা, যার জন্য সার্বক্ষণিক পরিচর্যা প্রয়োজন। আপনি একবার তা মজবুত হাঁচে রাখলেই সবসময়ের জন্য নিয়ামানুবর্তী হয়ে যাবে, তা নয়।

তবে অব্যাহত গাইডলাইনের অর্থ প্রতিটি ভুল-ত্রুটির হিসাব নেওয়া নয়। কারণ, এটা বিরক্ত করে তোলবে; শিক্ষা দিবে না। প্রজ্ঞাবান প্রশিক্ষক হলো, যিনি মাঝে মাঝে না দেখার ভান করেন। অনেক সময় একটা ত্রুটি অপছন্দ করা সত্ত্বেও তা না দেখার ভান করেন। কারণ তিনি বুঝেন যে, লাগাতার সতর্ক করা কখনো গ্রহণকারীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে যেমনিভাবে পীড়াপীড়ি করা ক্ষতিকর, তেমনি সতর্ক করা ছেড়ে দেওয়াও ক্ষতিকর। প্রতিপালনকারীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাই তাকে বলে দিবে, কোন সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ভালো হবে আর কোন সময় উপদেশ দেওয়া ভালো হবে।^{১০}

৬. নিজেকে স্ব-শিক্ষায় অভ্যস্ত করা

প্রতিপালনকারীকে বুঝতে হবে যে, তিনি শিক্ষা-দীক্ষার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যাননি এবং শিশুর জন্য শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, তার নিজের জন্যও তার প্রয়োজনীয়তা কম নয়।

হ্যাঁ, আমাদের এ উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন যে, আমরা পাকা হয়ে যাইনি। এই উপলব্ধি থাকলেই আমরা প্রতিটি শিক্ষণীয় বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারবো এবং আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো অর্জন করতে পারবো।

আমরা বুঝমান হিসাবে আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া। নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতাকে পূর্ণতার বিশেষণে ভূষিত না

১০. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া : উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব।

করা। ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা আসলে সর্বদাই হাটি হাটি পা পা করে পূর্ণতার সিঁড়িগুলো মাড়াতে থাকে।

যে প্রশিক্ষক চিন্তা-ভাবনা, ব্যবহার, সমালোচনা মেনে নেওয়া, নতুনের সাথে খাপ খাওয়া এবং যখনই সঠিক থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তখনই ফিরে আসা-ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে না পারে, সে তো এমন প্রশিক্ষক, যে অনুভূতিশক্তি হারানোর স্তরে পৌঁছেছে।”

আপনার সন্তান কোথা থেকে শিক্ষা লাভ করবে?

আমার প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন কোন জায়গা থেকে আপনার সন্তান তার আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ ও আদর্শগুলো গ্রহণ করবে?

প্রথমত : গৃহ

প্রতিপালন ও শিশু-মন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ঘরই হলো শিশুর আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিশালী প্রভাবক। এখান থেকেই সে তার আদর্শ, মূল্যবোধ ও অভ্যাসগুলো গ্রহণ করে। যেহেতু এর সাথেই শিশু দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুক্ত থাকে, এখানেই দীর্ঘ সময় কাটায় এবং যেহেতু ঘরই সর্বপ্রথম শিশুর কাঁচামালটি গ্রহণ করে ও তার গঠনে প্রভাব সৃষ্টি করে।

এর সাথে সাথে, পারিবারিক বন্ধন শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিজেকে নিজে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। রিডার ডাইজিষ্ট পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে, ৬০% পার্সেন্ট শিক্ষার্থী, যারা সপ্তাহে কমপক্ষে ৪বার পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে উঠাবসা করে, তারাই এমন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, যারা নিজ সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান লাভ করেন। এমনিভাবে পরিবারও শক্তিশালী বন্ধন ও সম্পর্কপূর্ণ হয়।

সন্তানের উপর প্রভাবশালী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগীতা করবে, আপনার মাঝে ও তার মাঝে দৃঢ় গভীর সম্পর্ক। যখন একজন শিশু তার পিতামাতার নিকট প্রিয় হয়, তাদের সন্তুষ্টির বাঁধনে জড়িয়ে থাকে, তখন তার অনুভূতির মধ্যে ঘরের ভার রাস্তার ভারের চেয়ে বেশি হয়। তখন রাস্তা তার যা কিছু নষ্ট করে

১১. মিন আজলি ইনতিলাকাতি হাযারিয়াতিন শামিলাতিন : ডক্টর আব্দুল কারিম বাক্বার।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

দিয়েছিল, ঘর তা সংশোধন করতে পারে। আল্লাহ তাওফিক
দিলে পুরোটো, অথবা কিছুটা।^{১২}

এটা আমাদের ঘাড়ে মুরব্বি বা প্রশিক্ষক হিসাবে গৃহের অভ্যন্তরে আমাদের
কার্যক্রমগুলোর প্রতি নজর রাখার আমানত অর্পণ করে। কেননা শিশু যে
জিনিস দেখে বা যার সাথে সম্পর্কিত থাকে, তার প্রতিফলন ঘটায় অনেক
বেশি। আমরা যতটা আশা করি, তার থেকেও অনেক বেশি। সেখান থেকেই
সে তার স্থায়ী আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত : বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের প্রভাবের বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কখনো শিশুর উপর
প্রভাবের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রথম স্থানই দখল করে নেয়, যখন গৃহ তার
প্রশিক্ষণমূলক ভূমিকা পালন না করে। বিদ্যালয়ের গুরুত্ব এখান থেকেই
অনুমেয় যে, সেখানে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ থাকেন, যারা সভ্যতা-
সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বীজ বপন করার ক্ষেত্রে পিতামাতার
চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধবও থাকে, যারা
শিশুর মানসিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া যেহেতু
শিশু বিদ্যালয়ে এমন একটা সময় কাটায়, যা কম নয়।

আমি মনে করি, পিতার জন্য কর্তব্য হলো, নিজ কলিজার টুকরোকে
বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ ছেড়ে না আসা; বরং তার কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা, তার
বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়া, তার উস্তাদদের সাথে বসা, তার পড়াশোনার
মান নিয়ে তাদের সাথে পর্যালোচনা করা, তাকে গড়ে তোলার বিষয়ে তাদের
সাথে কথাবার্তা শেয়ার করা, তার দক্ষতা ও ত্রুটির বিষয়গুলো এবং তার
সক্ষমতার সীমাগুলো তাদের জানানোও কর্তব্য। কখনো কখনো শিশু
বিদ্যালয় থেকে যে ভুল-ত্রুটিগুলো শিখে ফেলে, তা সংশোধন করে দেওয়ার
চেষ্টা করা। চাই তা তার বন্ধুদের থেকে শিখুক, অথবা পরিতাপের সাথে
বলতে হয়, তার এমন কতিপয় শিক্ষক থেকেই শিখুক, যারা শিশুদের বেড়ে
উঠার ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব বুঝেন না।

১২. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া।

তৃতীয়ত : সমাজ

শিশুর উপর প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় এড়িয়ে যাওয়া যায় না, তন্মধ্যে এটি একটি। যদিও আমরা গৃহের ভেতরে নিজেদের পছন্দমত পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু সমাজ ও তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাস্তা, যে দুটোর সাথে আমাদের চলতে হয়, তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, সেখানে আমাদের অপছন্দনীয় বিষয় আছে। এটার কারণে আমরা আমাদের শিশুদের ব্যাপারে আশঙ্কা করে থাকি। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কী করবো? এটা কি সঠিক হবে যে, আমরা আমাদের শিশুদের উন্মুক্ত ছেড়ে দিব। তারা সমাজের সকল সমস্যা ও প্রতিটি চক্ষুস্মানের নিকট জানাশোনা ব্যাধিগুলো নিয়েই সমাজের ভেতর ঢুকে পড়বে, নাকি আমরা তাদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিব এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য তাদের দেয়াল দিয়ে আটকে রাখব?

আমাদের বুঝতে হবে যে, শিশুকে বাঁধা দেওয়া ও অবরুদ্ধ করে রাখা বড় ভুল। এটা মানুষের সাথে সুন্দরভাবে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে তার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ করে ফেলবে এবং তার মানসিক, সামাজিক ও উপলব্ধিগত উন্নতিতে বাঁধা সৃষ্টি করবে। অনেক সময় তাকে একঘরে ও হীনমন্য করে ফেলবে এবং তার আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে করে দিবে।

হ্যাঁ, সমাধান হলো, তারা সমাজের ভেতর ঢুকবে, মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে। চাই তা আমাদের নিকট যতই কঠিন ও উদ্বেগজনক মনে হোক। তবে আপনার কর্তব্য হবে, আপনি তাকে তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও স্বভাব-চরিত্র দ্বারা সজ্জিত করবেন, যার মাধ্যমে সে সমাজের সাথে আচার-আচরণ করবে এবং কখনো তার মাঝে যে ত্রুটিগুলো যুক্ত হয়ে যেতে পারে, তা দূর করবে।

অবশ্যই শিশুর জন্য অধিক শ্রম দিতে হবে। অধিক উপদেশ দিতে হবে। অধিক দিকনির্দেশনা দিতে হবে। কল্যাণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। অবসর সময়গুলো অধিক পরিমাণে পুণ্যকাজে ব্যয় করাতে হবে। উন্নত গুণাবলীর উপর অধিক পরিমাণে উৎসাহ দিতে হবে এবং জরুরি হয়ে পড়লে অধিক পরিমাণে শাস্তি দিতে হবে।^{১৩}

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

শুধু তাই নয় প্রিয় বাবা! আপনি উত্তম আদর্শগুলোকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে মন্দ আদর্শগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তার সামনে ব্যাখ্যা করে বুঝাবেন যে, কীভাবে যে শিশুটি গালি দেয়, হৈ চৈ করে তাকে কেউ ভালোবাসে না, সকলে তাকে ঘৃণা করে এবং কীভাবে অমুক প্রসিদ্ধ মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ জেলখানায় গেল এবং শাস্তির সম্মুখীন হলো।

এভাবেই আপনি আপনার শিশুর মাঝে আপনার পরিচর্যা ও শিক্ষাদানের প্রভাব দেখতে পাবেন। কারণ খুব শীঘ্রই আপনি দেখতে পাবেন, সে আপনার রোপন করা মাপকাঠিতেই মন্দকে মন্দ এবং ভালোকে ভালো হিসাবে দেখছে। এটা হলো মুমিনের নগদ সুসংবাদ এবং অধ্যাবসায়ী পিতামাতার চোখের শীতলতা।

চতুর্থ : টেলিভিশন

হ্যা, এ বিস্ময়কর বাক্সটি শিশুর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টিকারী। ছোট্ট একটি বাটনে ক্লিক করলেই সমগ্র বিশ্ব শিশুর সামনে ভেসে উঠে। সকল কদর্য চেহারা সহ ভেসে উঠে। শয়নকক্ষগুলো প্রকাশ্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। চরিত্র, মূল্যবোধ, ধর্মের অপরিবর্তনীয় মৌলিক বিধানগুলো, এমনকি সম্পূর্ণ মানবতা বিরহে কাঁদতে থাকে এই যাদুময়ী যন্ত্রটির স্ক্রিনের উপর।

এ যন্ত্রটি কী ভয়াবহ জিনিস তার সামনে পরিবেশন করছে, তার ব্যাপারে কোনো ভ্রক্ষেপ না করে আমরা নির্দিধায় শিশুকে এই স্ক্রিনটির সামনে ফেলে রাখি।

পরিসংখ্যান নিশ্চিত করে যে, এ যন্ত্রটি বড় ও ছোটদের বিশাল সময় গ্রাস করে ফেলে। পরিসংখ্যানের ঘটনাগুলো বলে, মানবজীবনের বার্ষিক কমপক্ষে ৬০০ থেকে ৭০০ ঘন্টা টেলিভিশন দেখার পিছনে নষ্ট হয়। আর টেলিভিশন দর্শনার্থীদের মাঝে সে সকল শিশুদের হারটাই বেশি, যারা এখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়সে পৌঁছেনি। তাদের টেলিভিশন দেখার পরিমাণ সপ্তাহে গড়ে ২২.৯ ঘন্টা পর্যন্ত। অপরদিকে ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুরা সপ্তাহে প্রায় ২০.৪ ঘন্টা সময় টেলিভিশন দেখে কাটিয়ে দেয়।

শুধু তাই নয়, অন্যকিছু সমীক্ষা প্রকাশ করে যে, সপ্তাহে ৫৪ ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় টেলিভিশন দর্শনে কাটায় ওই সকল শিশুরা, যারা এখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে পৌঁছেনি। গবেষকগণ দীর্ঘ টেলিভিশন দর্শন ও শিক্ষার্জনের

মান অবনতির মাঝে সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট'-এর পরিচালিত নতুন চারটি সমীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, টেলিভিশন দর্শন ও শিক্ষার্জনের মাঝে অত্যন্ত শক্তিশালী নেতিবাচক সম্পর্ক আছে।

শিশুদের মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে টেলিভিশন দর্শনের নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো, শিশুরা খেলার সময়গুলো থেকে বঞ্চিত হয়। টেলিভিশন দেখার সময়গুলো শিশুদের খেলার সময়গুলোর উপর অবিচার করে, যেটা শৈশবের প্রধান কাজ। যেটাকে অনেক জ্ঞান আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং সমাজের একজন সদস্য হিসাবে সফল হওয়ার জন্য সমাজের অত্যাবশ্যকীয় রীতি-নীতিগুলোতে অভ্যস্ত হওয়া ও উন্নতি ঘটানোর উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়।^{১৪}

আমরা যদি সময়ের পরিমাণটি বিবেচনা করি, যা শিশুরা টেলিভিশনের সামনে কাটায় এবং যে ধরনের প্রোত্সাহগুলো দেখে, তাহলে অনুমান করতে পারবো যে, টেলিভিশন দেখা ও শিশুদের আচরণের মধ্যকার সম্পর্কটি অবশ্যই পিতা ও শিশু-মন বিশেষজ্ঞদের নিকট উদ্বেগজনক। বিশেষত, এসব প্রোত্সাহের মাধ্যমে নিয়মিত সহিংসতা বাড়ছে। যে সহিংসতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কোনোটা সংকটের ফলে, কোনোটা সংকট সমাধান করতে গিয়ে, কোনোটা শুধুমাত্র অস্থিরতা সৃষ্টি বা সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও সংবাদ প্রচারণার মধ্যে অনেক সহিংসতা থাকে।

এ বিষয়ক অনেকগুলো সমীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, শিশুরা প্রোত্সাহসমূহে বারবার সহিংসতার চিত্রগুলো দেখার ফলে ধীরে ধীরে এ বিশ্বাসের প্রতি ঝুকে পড়ে যে, সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সহিংসতাই হলো দ্রুত ও সহজ উপায়। কখনো সে সহিংসতা দেখে তা হতে শিখে ও অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এমনভাবে তাদের মাঝে জীবনে সহিংসতা মেনে নেওয়ার উপলব্ধি সৃষ্টি হয় এবং অন্যদের বেদনায় কম অনুভূতিশীল হয়ে পড়ে।^{১৫}

এ ছাড়া, টেলিভিশন অনেক মূল্যবোধ ও অলঙ্ঘনীয় নীতিসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছে এবং অনেক ভ্রান্ত চিন্তাধারার দিকে পরিচালিত করেছে।

১৪. আত তারবিয়াতুত তালফাজিয়াতি বায়নাল ইজাবাতি ওয়াস সালবিয়াতি : ডক্টর খালিদ সা'দ আন-নাজ্জার- শাবাকাতু সাইদিল ফাওয়য়িদ।

১৫. তানমিয়াতুল মাহারাতিল ইজাবিয়াতিন নাকিদাতি লিত তালফিজিউনা ইনদাল আতফাল : ডক্টর বাহিয়াহ আল-জাইশি।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

যেহেতু 'টেলিভিশন যন্ত্রটি ধ্বংস করে দাও' সবার ক্ষেত্রে এরকম এক কথায় এটার সমাধান সম্ভব নয়, তাই আমাদের কর্তব্য হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের টেলিভিশন দেখার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া এবং নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা হতে দূরে সরিয়ে নেওয়া।

টেলিভিশনের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরুন

১. আমাদের সন্তানদের সামনে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, কীভাবে টেলিভিশনের প্রোচামগুলো প্রস্তুত ও প্রচার করা হয় এবং কীভাবে সহিংসতার চিত্রগুলো তৈরী করা হয়। যাতে শিশু টেলিভিশনকে যাদুর মতো মনে না করে এবং তার দ্বারা বিস্মিত ও প্রভাবিত না হয়।
২. টেলিভিশনে যা পরিবেশন করা হচ্ছে তার সমালোচনা করা। যখন অপছন্দনীয় কোনো কিছু অতিক্রম করে, তখন তার সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও তার দোষ-ত্রুটিগুলো স্পষ্ট করতে হবে।
৩. বিজ্ঞাপনগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ জিনে পরিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে এগুলোই সর্বাধিক মন্দ। শিশুর উপর তার প্রভাব অত্যধিক। তাই আপনার কর্তব্য হলো, তার নিকট এই বিজ্ঞাপনগুলোর প্রকৃত বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা এবং কীভাবে অনেক সময় এগুলোতে অতিরঞ্জিত বার্তা পরিবেশন করা হয় এবং এগুলো পণ্যের প্রচারের জন্য তৈরী করা হয়েছে; সত্যিকার উপদেশ প্রচারের জন্য নয়, তা বুঝানো।
৪. হে প্রিয় বাবা! টেলিভিশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম সমাধান হলো, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা। হ্যাঁ... এর জন্য প্রয়োজন ক্লান্তিকর পরিশ্রম। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে এই ট্যাক্স স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে পরিশোধ করতে হবে।

একটি বাস্তব ঘটনা

এটি একটি বাস্তব ঘটনা, যা মিশরের দিময়াত শহরে ঘটেছে। অনেক পত্রিকায় এসেছে। সংবাদ রিপোর্টারগণের বর্ণনা, শিশু আব্দুল্লাহ তার বুকে উঠার সময় থেকেই সিনেমার হিট ফিল্মগুলোতে আসক্ত হয়ে পড়ে। সেগুলো দেখা ও সর্বদা বাহাদুরের সাথে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে।

তার সকল স্বপ্নগুলো এর উপর কেন্দ্রীভূত হয় যে, সে ফিল্মে যাদের দেখে তাদের মতো একজন বাহাদুর হবে। সকল কঠিনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

পরিশেষে বিজয় অর্জন করবে। সে একদা তার খালার বাড়িতে বেড়াতে গেল। তার সমবয়স্ক শিশুদের সাথে ছাদে উঠল। তাদেরকে জানালো, সে সিনেমার ফিল্মে যাদের দেখে, তাদের মতো একজন বাহাদুর হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে। তাদেরকে আরও জানালো যে, সে খুব ভালোভাবে তাদের চরিত্রগুলো অভিনয় করতে পারে। তাদেরকে বললো, তারা যেন লক্ষ্য করে, সে এমন একজন বাহাদুরের চরিত্রে অভিনয় করবে, যে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে মুক্ত হয়ে সকল অশুভকে পরাজিত করেছে।

অতঃপর পাজামার ফিতা খুলে ছাদের উপর রাখা মুরগির বাসার সাথে তা বাঁধল। একটি ফাঁসির কাষ্ঠ তৈরী করে সেখানে তার মাথাটি রাখল। সে যে কাঠের উপর দাড়িয়েছিল, তা পড়ে গেল। রশি তার গলায়। ফলে তার ভাড়ি ওজন তাকে রক্ষা পেতে দিলো না। ইঙ্গিতে অন্যান্য শিশুদের তাকে মুক্ত করার আবেদন করল। কিন্তু তারা এ ধারণা করে হাত তালি দিতে লাগল যে, সে খুব নিপুণভাবে চরিত্রটি অভিনয় করেছে। কয়েক মুহূর্ত চলে গেল। শিশু বাহাদুরের স্পন্দন সম্পূর্ণ থেমে গেল। শিশুরা অপেক্ষায় আছে, সে দৃশ্য শেষ করবে এবং তাদের নিকট ফিরে এসে পুনরায় ফিল্মের বীরদের বর্ণনা দিতে থাকবে। কিন্তু এটা আর ঘটেনি। শিশুদের একজন নিকটে এসে তাকে ডাকল। কিন্তু সাড়া মিলল না। শক্তি দিয়ে টান দিলো। কিন্তু কোনো জবাব পেল না। শিশুরা দ্রুত তার খালার নিকট গেল। তাকে ঘটনা জানালো। তিনি দ্রুত মুরগির বাসার নিকট আসলেন। দেখলেন তার ভাগ্নে একটি ঝুলন্ত দেহ, যেন মুক্তির জন্য আর্তনাদ করছে।

একজন গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারকে সংবাদ দেওয়া হলো। তারা নিজেদের সাথে একজন ডাক্তার নিয়ে আসল। জানা গেল, শিশুটি নিজের জীবন দিয়ে হিট ফিল্মের ভালোবাসার মূল্য পরিশোধ করেছে!'^৬

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

৪৩ সূত্র : যা সন্তান গড়তে

আপনার সহায়ক হতে পারে

শিশু নিজ পিতার আদর্শের উপর বেড়ে উঠে, যেমন শিকড়ের উপর গাছ বেড়ে উঠে।

১. সন্তান থেকে কী চান, তা নির্দিষ্ট করুন।

আমি চাই সে ডাক্তার হবে.. আমি চাই সে প্রকৌশলী হবে.. আমি চাই সে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হবে।

যখনই আমি আমার বন্ধুদেরকে এ প্রশ্নটি করি, তুমি তোমার সন্তান থেকে কী চাও, তখন এ উত্তরগুলোই শুনি।

অথচ মৌলিকভাবে এ বিশেষ শাখাগুলো সন্তানের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এগুলো কারও কোনো প্রভাব ছাড়া সে নিজে নিজেই নির্বাচন করতে হবে। আপনার ভূমিকা হবে শুধু দিকনির্দেশনামূলক। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা চাই সন্তানরা আমরা যেমন পছন্দ করি, তেমন হোক; তারা যেমন পছন্দ করে তেমন নয়।

আমেরিকান লেখক ডগপেইন বলেন, আপনার শিশুর জীবনের গতিপথ আপনি নির্বাচন করবেন না; বরং আপনি তার জন্য তার পথটি আলোকিত করে তুলুন, তার সামনে অনেকগুলো অপশন তুলে ধরুন, তারপর তাকেই নির্বাচন করতে দিন।^{১৭}

মোটকথা, আপনি আপনার সন্তানের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্দিষ্ট করে দিন। কিন্তু যে উপায়টি গ্রহণ করে এই গন্তব্যে পৌঁছবে তা নির্দিষ্ট করবেন না। আর সর্ববৃহৎ গন্তব্য, যার জন্য মুসলিমগণ পরিশ্রম করে, তা হলো এমন একজন পুণ্যবান সন্তান গড়ে তোলা, যে নিজের দ্বীনের জন্য বেঁচে থাকে এবং সত্যের পথে আহ্বানকারী ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক হয়।

প্রতিটি উচ্চাভিলাসি বাবার নিকট এ বিশ্বাসটি বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যিক। হ্যাঁ... যখন আমার সন্তান দুনিয়াতে মর্যাদাবান হবে, তখন আমি গর্ববোধ করবো, তবে শর্ত হলো এ মর্যাদা মানুষকে আল্লাহর দিকে পথ দেখানোর মাধ্যম হতে হবে। মুসলিমের হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে হবে যে, পাক্কা ঈমানদার হলে একজন মূর্থ আমলদারও আল্লাহর নিকট ওই ব্যক্তি

১৭. ইব্রাহীম আমালিয়াতুন লাইসাত সাবাতুন।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

থেকে প্রিয়, যাকে চতুর্দিক থেকে ক্যামেরা ফোকাস করে রাখে এবং সারা বিশ্ব তার নাম শুনে, কিন্তু সে আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব করে না এবং তার সীমা মেনে চলে না।

আমরা এমন দক্ষ ডাক্তার চাই, যার সমযোগ্যতার অধিকারী কেউ নেই, তবে শর্ত হলো মুমিন হতে হবে। আমরা এমন ভূ-তত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ ও পরমাণু বিশেষজ্ঞ চাই, যে স্বীয় বিদ্যার মাধ্যমে ইসলামকে সাহায্য করবে। নিজ মেধা, অভিজ্ঞতা, সুভাষণ ও গভীর জ্ঞানকে এই দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত করবে।

কিন্তু অনেক বাবাকে দেখি, বাহ্যিক দিকটা নিয়ে থাকে; মূলটা নয়। কেউ কেউ এ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে যে, তার পুত্র ডাক্তার হবে, যাতে লোকে বলে, অমুক লোক ডাক্তারের বাবা, অথবা যেন সে সন্তান প্রতিপালনের সফলতায় গর্ব করতে পারে। এ সবে কোনো সমস্যা নেই, তবে শর্ত হলো আপনার সন্তানের নামের পূর্বে যে ড. অক্ষর থাকবে, তার থেকেও উঁচু বিষয়টি তার মাঝে থাকতে হবে... হ্যাঁ, আপনার ছেলেকে অবশ্যই নবীজির বার্তার অধিকারী হতে হবে, আল্লাহর পরিচয় লাভকারী হতে হবে এবং নিজ দ্বীনের খেদমতে জ্বলে উঠতে হবে।

এ বৈশিষ্ট্যটি বদ্ধমূল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগীতা করবে বড় ও উন্নত হওয়ার প্রতি শিশুর তীব্র আগ্রহ। আপনার শিশুর প্রয়োজন, ভালোবাসা উপলব্ধি করা। এ সুযোগে আপনার কর্তব্য হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসার বীজ বপন করে দেওয়া। এ উম্মাহর বড়দের স্মৃতিকথা শুনিবে এবং তাদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জল অধ্যায়গুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত করে দেওয়া। এ সংযুক্তিই তাকে স্বাভাবিকভাবে নিজ জাতির চিন্তায় জড়িত করবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই সে নিজেকে এ উম্মাহর আশার আলো হিসাবে দেখবে।

ফলে তার জীবনের যেকোন অঙ্গনের সফলতাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মহান বার্তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাবে।

২. তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দিন!

প্রতিপালনকারী বাবাকে তার সন্তানের মাঝে বপন করতে হবে এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আত্মনিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য। আত্মনিয়ন্ত্রণের সরল অর্থ হলো, ভবিষ্যতে বড় সুখ লাভ করার উদ্দেশ্যে নগদ সামান্য সুখ বর্জন করা।

আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি যোগ্যতা, যার উপর মানুষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং একটি অভ্যাস, যার উপর অভ্যস্ত হতে হয়। ছোট থাকতে এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে এতে অধিক সক্ষম ও সামর্থ্যবান হয়। ফলে বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনাবলীর সময় নিজ শিরায় এর উপস্থিতি লক্ষ্য করে।^{১৮}

অনেক সময়ই আমরা সেসকল ব্যক্তিদের মাঝে অস্থিরতা দেখতে পাই, যারা নিজেদের আবেগকে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটাই তাদের অসঙ্গত পথে পরিচালিত করে।

প্রিয় বাবা! প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি এ গুণটি আপনার সন্তানের মাঝে বপন করতে পারেন। তার সাথে এ মানসিকতাটি শক্তিশালী করার মতো অসংখ্য উপমা টেনে আনবেন।

উদাহরণ স্বরূপ, তাকে বলতে পারেন, সীমিতরিজ্ঞ মিষ্টান্ন ভোজন বিভিন্ন প্রকার দন্তরোগ সৃষ্টি করে, যেমন অমুকদিন তোমার হয়েছিল। এক ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখা তোমার শিক্ষার্জনে মন্দ প্রভাব ফেলবে। তাহলে তুমি তোমার অমুক বন্ধুর মতো হবে, যে মাসিক পরিক্ষায় নিম্নস্তরের ফলাফল অর্জন করেছে।

পক্ষান্তরে শিশুকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া, তার জন্য কোনো নিয়ম-নীতি ও সীমা নির্ধারণ না করা, এটা অসম্পূর্ণ মানুষ তৈরী করে। কোনো জিনিসের লোভ হলেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধি ব্যতীত তা অর্জনের জন্য উঠেপড়ে লাগবে। একজন মুসলিম স্বভাবতই নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। নিজের প্রয়োজনগুলোকে বশীভূত করতে পারে, যাতে রিসালাতের দাবিগুলো মেনে চলতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে বদ্ধমূল হতে হবে, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এটা অর্জন হবে জীবনের উষাকালে লাগাতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

১৮. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া।

৩. তাকে কিছুটা স্বাধীনতা দিন এবং তার মূল্য বুঝিয়ে দিন

সন্তানকে কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে সে দায়িত্ব বহন ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষা লাভ করতে পারে। একটি ভুল হলো, আমরা সন্তানকে শৃঙ্খলিত করে ফেলি, প্রতিটি পদে পদে তার হিসাব নেই, তাকে শুধু আমাদের আদেশাবলী বাস্তবায়নকারী বানাই, তাকে নির্বাচন ও উত্তম-অনুত্তম বাছাই করার অধিকার দেই না। এটা চামচা কিসিমের লোক তৈরী করে, যারা অন্য মানুষের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে। তারা যা হালাল বলে, তা-ই তার নিকট হালাল আর তারা যা অপছন্দ করে, তা-ই তার নিকট অন্যায়।

উচিত হলো, আমরা তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দিবো। তবে এর সাথে তাকে এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, এ স্বাধীনতা তার প্রতি আমাদের আস্থা থাকার কারণে দেওয়া হলো। যদি এ স্বাধীনতা মন্দ পন্থায় ব্যবহার করা হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং শাস্তিও দেওয়া হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, আমরা তার পোষাক নির্বাচন করার পরিবর্তে তাকে টাকা দিয়ে ছেড়ে দিলাম, যাতে সে নিজেই নির্বাচন করে বা তাকে তার বন্ধুদের সাথে বের হতে কিংবা তাদের সাথে কোনো ভ্রমণ করতে দিলাম। তবে দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করলাম। তারপর যদি দেখি, সে নিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বশীল, তাহলে উৎসাহ দিলাম। আর বিপরীত দেখলে স্বাধীনতা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং পূর্বের কথামত শাস্তি দেওয়া হবে।

এ স্বাধীনতা প্রদান শিশুকে দায়িত্ব বহনের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ স্বাধীন ব্যক্তিই দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিই নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগায়, সর্বদা চিন্তা করে, বিভিন্ন প্রস্তাবনা মনের সামনে উপস্থাপন করে, পরস্পর তুলনা করে এবং তন্মধ্য হতে কোনো একটি নির্বাচন করে।

আমরা যখন আমাদের সন্তানদের দায়িত্ব প্রদান করি, তখন আমরা তাদের মস্তিষ্ক থেকে আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও নিম্ন উপলব্ধির ধারণাগুলো দূর করি। আর এটা তখনই হবে, যখন তাকে নখের কোমলতা থেকেই দায়িত্ব প্রদান করব এবং অবশেষে তা উচ্চস্তরের দায়িত্বানুভূতি পর্যন্ত পৌঁছবে।^{১৯}

৪. কী জন্য শান্তি দিচ্ছেন, সন্তানকে জানিয়ে দিন

যাতে সন্তান তার ভুলের ধরণটি সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারে। কারণ আপনি এমনকিছু দেখেন, যা সে দেখে না। আপনি তাকে শান্তি দেন, কিন্তু সে জানেই না, কেন দেওয়া হলো এ শান্তি।

শুধু তাই নয়, উত্তম হবে তাকে শান্তি প্রদানের আগে তার সাথে কথা বলা এবং তাকে দিয়েই তার ভুল স্বীকার করানো। এতে সামনে একই ভুলে দ্বিতীয় বার পতিত না হওয়ার ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকবে।

আপনি চেষ্টা করুন, যেন সন্তানের নিকট এ বুঝ পৌঁছে যে, এ শান্তি তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অংশ নয়; বরং এর পরিষ্কার ও জানাশোনা কারণ আছে। এমনভাবে যখন শান্তি দিবেন, তখন আনন্দ প্রকাশ করা যাবে না। যাতে সে এ ধারণা না করতে পারে যে, তার ভুলে আপনি খুশি বা আপনি তার কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করছেন; বরং তার নিকট এ উপলব্ধি পৌঁছাতে হবে যে, আপনি দুঃখিত, কারণ আপনার আশা ব্যর্থ হয়েছে, সে ভুলের মধ্যে পড়ে গেছে।

হে প্রিয় বাবা! আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, শান্তির উদ্দেশ্য হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। তাই এটা যখন তার ইতিবাচক ফল না দিবে, তখন আমাদের জন্য এর নেতিবাচক ফল জন্ম নিবে। শিশু কখনো কখনো শান্তির ইতিবাচক দিকটি দেখে না। তাই উত্তম হবে, আমরা শান্তি দেওয়ার পর একটু বিরতি দিয়ে তার সাথে কথা বলে তার ভুলটি স্পষ্ট করে দিবো এবং একটি নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচন করবো, যাতে সে নিজের ভুলটি জানতে পারে এবং তার শান্তির কারণ বুঝতে পারে।

৫. হুমকি দেওয়ার পূর্বে একটু থামুন

সন্তানকে হুমকি দেওয়া প্রজ্ঞার পরিচয় নয়। এটা কখনো করবেন না। অনেক লোক আছে, যাদের জবান সন্তানদের হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগামি হয়ে যায়। যদি না থামো, তাহলে তোমাকে মারবো... এটা করো না, অন্যথায় এরপর আর কখনো আমার সাথে বের হতে পারবে না... দ্বিতীয়বার আর কখনো তোমাকে টাকা দিবো না।

তারপরও শিশু থামল না। আর বাবাও তার হুমকি কার্যকর করলো না। ফলে সন্তানের মাঝে বাবার হুমকির ব্যাপারে অবহেলা সৃষ্টি হয়। কখনো আপনি তাকে এমন একটি জিনিসের হুমকি দিচ্ছেন, যেটার ব্যাপারে সে

নিশ্চিতভাবে জানে যে, আপনি কখনো তা করবেন না। যেমন, যদি এটা করো, তাহলে তোমাকে হত্যা করব। সে বুঝে যে, আপনি অতিরঞ্জন করেছেন, সত্য বলেননি। উচিত হলো, বাবা একটু সময় নিয়ে হুমকির ধরণ নিয়ে চিন্তা করবেন, তিনি কি এটা কার্যকর করতে পারবেন, নাকি না। যদি না পারেন, তাহলে উত্তম হবে চুপ থাকা। আর যদি পারবেন বলে মনে করেন, তাহলে শিশুর দিকে ভর্তসনার কঠিন দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং তাকে হুমকির কথাটি বলবেন। অতঃপর যদি শিশু না থামে, তাহলে বাবা তৎক্ষণাৎ কোনো বিলম্ব ব্যতীত হুমকিটি কার্যকর করবেন, এতে চাই শিশু যতই বাঁধ সাধুক বা কান্না করুক।

অবাধ্যতার বীজ এ ধরণের পরিস্থিতিগুলো থেকেই উৎপন্ন হয়। এজন্য এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যিক। আপনি অকাট্য ও কার্যকর সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে সন্তানের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিবেন। অন্যথায় আপনার হুমকি তার নিকট মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

আরেকটি পয়েন্ট, যখন আপনার সন্তানকে কোনো শাস্তির হুমকি দিবেন, তখন এটা লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক যে, এ শাস্তি যেন অন্যকারও উপর প্রভাব না ফেলে। অর্থাৎ আপনি অন্যায়কারী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে এমন কারও প্রতি জুলুম করে না ফেলেন, যার কোনো অপরাধ নেই। যেমন আপনার সন্তানকে বললেন, তুমি যদি এটা করো, তাহলে আমরা শুক্রবার দিন পার্কে যাবো না। অথবা তুমি যদি বার্ষিক পরিক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারো, তাহলে আমরা এ বছর গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে যাবো না।

এখানে গার্ডেনে বা গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ স্পটে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে তার ভাই বা বোনের দোষ কী? আপনার শিক্ষামূলক সিদ্ধান্তগুলো ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে। কোনো নির্দোষ ব্যক্তি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কিন্তু যদি আপনার জবান দিয়ে এমন কোনো হুমকি বের হয়েই পড়ে, যা আপনি জানেন যে, নির্দোষ ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তখন কী করবেন? তখন তৎক্ষণাৎ কথা থেকে সরে আসা কর্তব্য। আর সরে আসার কারণ স্পষ্ট করে দিবেন। এতে কোনো অসুবিধা নেই। যদিও উত্তম হলো, এমনটা করতে বাধ্য না হওয়া এবং হুমকি দেওয়ার পূর্বে চিন্তা করা।

৬. তার মায়ের সাথে শিক্ষানীতির উপর একমত হোন

সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিস হলো, বাবা ও মা ভিন্ন ভিন্ন দুই চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া। তখন শিক্ষা-দীক্ষা ব্যর্থ হবে। কারণ বাবা শিখাবে, মা তা মুছে দিবে। একইভাবে বিপরীতটাও।

এর থেকেও আরও ভয়ংকর ব্যাপার হলো, ছেলে বাবা-মাকে নিয়ে খেলা করা। কারণ ছেলে জানে যে, তারা ঐকমত্য নন। ফলে বাবার কাছে এমন জিনিস চাইবে, যার ব্যাপারে জানে যে, মা তা দিবে না। আবার মায়ের কাছে এমন জিনিস চাইবে, যার ব্যাপারে জানে যে, বাবা তা এনে দিবে না। ফলে তার মা তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লাভজনক পাতায় পরিণত হবে।

এ কারণেই ইসলাম এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়, যেন স্বামী এমন মুমিনা স্ত্রী নির্বাচন করে, যে চিন্তাগত ও সামাজিক দিক থেকে তার কাছাকাছি অবস্থার। যাতে তাদের জীবনও এক হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিও পরিপূরক হয়।

আর আমি যেখানে সন্তানের শিক্ষানীতি এক করার প্রতি আহ্বান করছি, সেখানে একই সাথে পিতামাতা উভয়ের নিকট সমানভাবে এ আবেদন করছি, যেন তারা উভয়ে এমনভাবে পরিশ্রম করেন, যাতে সন্তানকে এমন কোনো ভুলের মাশুল দিতে না হয়, যে ভুলের জন্য সন্তান দায়ি নয়।

পিতামাতাকে সন্তানের প্রতি নিজেদের দায়িত্বগুলো গুছিয়ে নিতে হবে, যেন সন্তানের এই অনুভব হয় যে, সে নিরাপদ। সন্তান যখন এ অনুভব করবে যে, তার পিতামাতা ঐকমত্য, তখন সে যে ঘরে বসবাস করছে, তার মৌলিকত্ব ও দৃঢ়তা অনুভব করবে।

সন্তান জানতে হবে যে, ঘরের বিষয়গুলো পরিচালনার ব্যাপারে কে দায়িত্বশীল। যেমন ধরুন, সন্তান যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে অবশ্যই পিতার নিকট অনুমতি চাইতে হবে। যদি মায়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তবে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিবে এবং জানিয়ে দিবে যে, এ অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত। অথবা যদি মা এ বিষয়ের দায়িত্বশীল হন, তাহলে সেটাও জানিয়ে দিবেন।

মোটকথা, সন্তানের সাথে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে পিতামাতার মাঝে ঐক্যমত্য থাকতে হবে এবং পুরস্কার বা শাস্তির পন্থাগুলোর ক্ষেত্রেও একটি যৌথ নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

৭. সন্তানের মাকে সম্মান করুন

তার সামনে তার মায়ের সাথে ঝগড়া বা বিতর্ক করবেন না। যখন দেখবেন, দু'জনের মতামত ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বা কোনো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তখন কথাবার্তা থামিয়ে দিন। তারপর নিজেদের রুমে চলে যান। দরজা বন্ধ করে দিন। কারণ সন্তান নিজের পিতামাতাকে ঝগড়া করতে দেখা বা এমন পরিবেশে বেড়ে উঠা, যাকে চতুর্দিক থেকে সমস্যায় ঘিরে রেখেছে, এটা সহজ বিষয় নয়। পিতামাতার মাঝে ঝগড়া সন্তানের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, তার পরিবার ভঙ্গুর এবং নষ্ট হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। এমনিভাবে এতে করে তার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা পিতামাতার মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। আর সবসময় এটা সে পক্ষের দিকেই থাকে, যাকে সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেখে। আর স্বভাবতই এটা হয় মা। কখনো কখনো এর কারণে সে পিতাকে অপছন্দ করে এবং তার থেকে আড়ালে থাকার চেষ্টা করে। এ ছাড়াও এর দ্বারা মানসিক অস্থিরতা ও সংকীর্ণতা প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্য বন্ধুদের সাথে ফুরফুরে মেজাজে কথা বলা বা পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে যুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর সাথে আরও যোগ হয়, দুশ্চিন্তা, ভয়, সর্বদা খিটখিটে ভাব। এমনিভাবে ঘরের বাইরে ভালোবাসা খোঁজতে চাওয়া। আর এর কারণে কখনো কখনো অসৎ বন্ধুর খপ্পরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর কারণে অনেকগুলো শারিরিক বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। যেমন, অনিচ্ছাকৃত প্রশ্রাব করে দেওয়া, দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো, তোতলামি করা। এমনিভাবে সন্তানের উপস্থিতির সময় এই মনে করে নিজেদের নেতিবাচক ভাবগুলো চালিয়ে যাওয়া যে, শিশু এ ভাবগুলো লক্ষ্য করছে না, এটা ভুল ধারণা। কারণ শিশুরা মেধাবী থাকে। তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিনিময়কৃত গোপন দৃষ্টি ও কথাবার্তা বা 'শীতল যুদ্ধ' (যদি এভাবে ব্যাক্ত করা সঠিক হয়ে থাকে, তবে এটা) ও বুঝে।

এর থেকে আরও গুরুতর বিষয় হলো, সন্তান পিতামাতার মাঝে ঝগড়া ও কঠোরতার একটি অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করবে। এটা তার মানসিকতার জন্য অত্যন্ত বিধ্বংসী এবং এমন আঘাত, যা ওই সময় ও তার পরে ধীরে ধীরে তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলবে।

হে প্রিয় পিতা! সন্তান যেন এ ধরনের মানসিক বিধ্বস্ততা থেকে বাঁচতে পারে, তার জন্য সর্বোত্তম কাজ হিসাবে আপনি যা করতে পারেন, তা হলো,

তার সামনে তার মায়ের সাথে গল্প করুন এবং শান্ত ও পরিস্কারভাবে কথা বলুন। এ কথোপকথানের মাঝে যখনই পারস্পরিক সম্মানের পরিমাণটা প্রবল হবে, তখন সন্তানের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে কঠিন যে বাস্তবতাটি আমি উল্লেখ করবো, তা হলো, যে শিশু বিধ্বস্ত পরিবেশে বেড়ে উঠে, তার মাঝে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, সে নিজ ঘরের যে রূপ দেখেছে, এটাই প্রতিটি ঘরের স্বাভাবিক রূপ এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া, ঘৃণা ও ধাক্কা-ধাক্কি সব ঘরেই চলে। আর এ বিশ্বাস তার মাঝে অবিচ্ছেদ্যভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে বিয়ে করে নিজ ঘরেও এরকম আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। অথবা এমন কোনো সুস্থ ঘরের শিক্ষামূলক আদর্শ প্রত্যক্ষ করে, যার প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকে ভালোবাসা ও দয়া। ফলে তার মাঝে দুঃখ ও অনুশোচনা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো সে এর কারণে নিজ পিতামাতার প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরাগী হয়, যাদের থেকে সে বিভিন্ন ধরনের মানিষক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেছে।

পারিবারিক কলহ আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করে, যা পিতামাতা বুঝতেই চান না, তা হলো একাডেমিক কৃতিত্বে নিম্নতার সমস্যা, যা শিশুর সঙ্গে সর্বদাই লেগে থাকে।

শিশু আভ্যন্তরীণ দুশ্চিন্তা অনুভব করে এবং এ আভ্যন্তরীণ দুশ্চিন্তার কারণ নির্ণয় করা ও তার মূল রহস্য উপলব্ধি করাকে চূড়ান্ত কঠিন মনে করে। এটা তার আত্মচিন্তা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এ কারণে কখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাকে দাঙ্গাবাজ, সীমালঙ্ঘনকারী বা অথর্ব-অলস বলে অভিহিত করে। তখন দেখা যায়, সে শুধু বাড়ির এক সমস্যার সম্মুখীন নয়; বরং প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন সমস্যা ও ভয়ের মধ্যে থাকে। পিতামাতা মনে করে, সন্তানের প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতাগুলোর কারণে তাদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভাবে বিষয়গুলো দোষিত গণ্ডির ভিতর একটির মাঝে আরেকটি যুক্ত হয়ে যায়। এমনভাবে পরিবারের অবস্থাও নিচে নেমে আসে। উক্ত পরিবারের সদস্যগুলো একজন থেকে আরেকজন পৃথক হয়ে যায়। বিপদের মুহূর্তগুলোতে প্রত্যেকেই সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়। যে সময় তার এমন কারও তত্ত্ববধানের সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল, যে তার জীবনের উপর প্রভাবশালী হবে।^{২০}

২০. আওলাদুনা মিন তফুলাতি ইলাশ শাবাব : ডক্টর মামুন মাবিজ।

৮. সন্তানকে প্রহার করবেন কি?

এ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার পূর্বে চলুন আপনার সামনে এ সংক্রান্ত একটি জরিপ পেশ করি, যাতে বলা হয়েছে, যারা সন্তানদের মারে, তাদের ৯৫%-ই কোনো গ্রহণযোগ্য শিক্ষামূলক কারণে মারে না; বরং তাদেরকে মারে নিজেদের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য।

এমনিভাবে প্রতিপালন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, যে শিশু সর্বদা শারিরিক শক্তির হুমকির মধ্যে বসবাস করে, সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এর চেয়েও গুরুতর বিষয় হলো, তার সহপাঠীদের সামনে বা নবাগত লোকদের উপস্থিতিতে প্রহার করা বা সে কোনো ভুল করার কারণে লাঞ্চিত করা।

সন্তান প্রতিপালন বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শারিরিক শক্তিকেই মূল হিসাবে গ্রহণ করা ভুল। আর কেউ কেউ তো এমন মত ব্যক্ত করেছেন যে, শারিরিক শক্তি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং প্রহার করাই উচিত নয়। কারণ এটা শিশুকে বন্ধা বানিয়ে দেয় এবং তার মাঝে ভয় ও অনেক ধরনের মানসিক সমস্যার বীজ বপন করে। আমরা দাগ দিয়ে চিকিৎসা করাকে মনে করি, সর্বশেষ চিকিৎসা। অতএব প্রশিক্ষণের সকল উপায় ব্যর্থ হওয়া ব্যতীত প্রহারকে প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অন্যান্য মাধ্যমগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তা খুব কমই ব্যর্থ হয়।

অনেক বাবা প্রহারকে খুব সহজ করে নিয়েছে। যখনই বাচ্চা একটা গালি দেয় বা তার খেলনা ভেঙ্গে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা থাপ্পর দেয়, যাতে ছোট শিশুর শরীরটাই কেঁপে উঠে। এটা আমার দৃষ্টিতে অপরাধ। যারা ধারণা করত, কঠোরতাই নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্য বৃদ্ধি করে, তাদের ধারণা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, কঠোরতা বোকামি, নির্বুদ্ধিতা ও মানসিক বন্ধাত্ব বৃদ্ধি করে।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি কখনো কাউকে মারেননি। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো স্ত্রীকে হাত দ্বারা প্রহার করেননি বা কোনো খাদেমকেও নয়। তিনি নিজ হাতে কাউকেই মারেননি।

ইমাম আলবানি রহ.-এর আল-আদাবুল মুফরাদে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে দু'জন গোলাম নিয়ে আগমন করলেন। তারপর একজনকে আলী রাযি.-কে দিয়ে বললেন, তাকে প্রহার করো না। কারণ নামাজীদের মারতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের নিকট আসার পর থেকেই আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখছি। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রহার করতে নিষেধ করার অর্থ এ নয় যে, পিতা গুরু-গম্ভীর হবেন না। নিজ ঘরের নিয়ন্ত্রক হবেন না এবং তাকে নিয়মিত উপদেশ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যাবেন না। কারণ আমরা দেখতে পাই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, চাবুক ঝুলিয়ে রাখো, যাতে ঘরের লোকজন তা দেখে, ফলে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকে এবং বিলাসি মস্তিষ্ক সঠিক পথে ফিরে আসে।^{২১}

আমি মার দেওয়া বা শারিরিক শাস্তি দেওয়াকে বাহবা দেই না। তবে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু অবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারও করতে পারবো না। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে নামাজের ক্ষেত্রে বা নৈতিক ও বিশ্বাসগত সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে। আমি অনেক সন্তান প্রতিপালন-বিশেষজ্ঞের সাথে দ্বিমত পোষণ করি, যারা প্রহার করাকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ মনে করে। এটাকে শিশুর বন্ধ্যাত্ব ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হওয়ার কারণ মনে করে। আমি মনে করি, এরা অনেকটা আদর্শবাদি (তথা বাস্তববাদি নয়)। প্রকৃতপক্ষে প্রহার বা মারা যদি নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রয়োগ করা হয় এবং বোধগম্য সীমার ভিতর থেকে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই, এটা শিশুর বক্তৃতা সোজা করবে। প্রাচীন আরবগণ বলতেন, যে শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সে বেআদব হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রহারের সময় কয়েকটি বিষয় শর্ত করেন। যেমন, শক্ত প্রহার না হওয়া। সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে দশটির অধিক আঘাত না হওয়া। আঘাত শরিরের বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দেওয়া; একই স্থানে না দেয়া, কারণ এতে ব্যথা তীব্র হয়ে যাবে। চেহারায় আঘাত করবে না। সুতরাং থাপ্পর মারবে না। সর্বোপরি ক্রোধান্বিত অবস্থায় মারবে না। কত পিতাকে দেখেছি, ক্রোধান্বিত অবস্থায় সন্তানদের উপর অন্যায় করে ফেলে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বিভিন্ন শহরের গভর্ণরের

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

প্রতি পত্র মারফত নির্দেশ দিতেন, কুরআনের শিক্ষক যেন তিনের অধিক প্রহার না করে। কারণ সেটা শিশুর জন্য ভীতিকর।

ওমর ইবনুল খাতাব রাযি. শিক্ষককে বলতেন, হাতের বাছ উঁচু করবে না। যাতে প্রহার হালকা হয়।

প্রহারের রূপ ও সীমাকে এভাবে সংক্ষেপ করা যায় যে, এমন কঠোর হবে না, যা নিষ্ঠুরতা হয়ে যায় আবার এমন কোমলও হবে না, যা দুর্বলতা হয়ে যায়। শাস্তির আরও কতগুলো পদ্ধতি আছে, বাবাকে সেগুলো জানতে হবে এবং প্রহারের বিকল্প হিসাবে সেগুলোর সাহায্য নিতে হবে। উদাহরণত তন্মধ্যে একটি হলো, বিভিন্ন রকম পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা। যেন শিশু বুঝতে পারে যে, ভুলের মধ্যে লিপ্ত হওয়া মানে তার জন্য বরাদ্দকৃত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া। বন্ধুদের সাথে বের হতে না পারা কিংবা তার ভালো কার্টুন প্রোথাম দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়া। কম্পিউটার যন্ত্র নিয়ে বসতে না পারা। এর সাথে শাসানো, ধমকানো ও এড়িয়ে চলাও হতে পারে। তবে শর্ত হলো, এ উপায়গুলো এমনভাবে গ্রহণ করা হবে, যা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না হয়। বিপদজনক বিষয় হলো, শিশু শাস্তিতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তার মাঝে প্রহার বা ধমকি কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করা। এটা হয়, যখন পিতা নির্দিষ্ট প্রকার শাস্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে।

এমনভাবে শাস্তি ও তার বিভিন্ন প্রকারগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বের দাবি রাখে। তা হলো এক শিশুর সাথে আরেক শিশুর ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলো বিবেচনায় নেওয়া। কোনো শিশু এমন আছে যে, তার বাবা তার দিকে একটু ভ্রসনার দৃষ্টিতে তাকালে বা তার থেকে বিমুখ হয়ে একটু রুঢ় আচরণ করলেই শিশুর দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে যায়, মন ভেঙ্গে যায়। আর কোনো শিশুর বাবা যখন তার দিকে তাকিয়ে ঙ্খুশ্বিত করে, তখন সে ব্যথিত হয়। আর কতেক শিশু এত অবাধ্য যে, শারিরিক শাস্তি ভোগ করার আগ পর্যন্ত সোজা হয় না। এজন্য পিতার উপর আবশ্যিক হলো, সেই সফল উপায়গুলো বাদ দিয়ে অন্যটার দিকে না যাওয়া। তবে এসবের সাথে এটাও চিন্তায় রাখতে হবে যে, শাস্তি যেন নির্দিষ্ট পরিমাণমত হয়, যেমনটা পূর্বে আলোচনা করেছি। কারণ শাস্তির ক্ষেত্রে ত্রুটি করা যেমন শিশুর জন্য ধ্বংসাত্মক, তেমনি শাস্তি বেশি দেওয়াও তার জন্য ধ্বংসাত্মক।

৯. নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করুন

আপনার প্রশিক্ষণমূলক সিদ্ধান্তগুলো যেন তাৎক্ষণিক না হয়; বরং যেকোন কাজ বাস্তবায়নের পূর্বে চিন্তা করা আবশ্যিক। ডগপেইন বলেন, আপনার শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার সফলতা নির্ভর করে আপনার বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো দমন করার উপর। তাই আপনি নিজের মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে যে পদ্ধতি বা পন্থা অবলম্বন করবেন, তা আপনার শিশুর কল্যাণ পরিপন্থী হতে পারে।^{২২}

পরিতাপের বিষয়! আমাদের মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো আমাদের সিদ্ধান্তগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেককে এমন দেখা যায় যে, দীর্ঘ ক্রান্তিময় দিনের পর ঘরে প্রবেশ করে সন্তানের কোনো এক একটি ভুল দেখতে পায়, অমনি তার উপর গালি ও শাস্তির প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা বাবার বুকে যে সংকটগুলো আছে, তা দূর করার চেষ্টা। অনেক সময় আমাদের অনেকে টেলিফোনে কথা বলে রাগান্বিত হয়। অতঃপর লাইন কেটে দিয়েই নিজ সন্তানের দিকে তাকিয়ে দেখে সে শোরগোল করছে, আর তখনই চিৎকার করে তাকে শাস্তি দেওয়া শুরু করে।

এ কারণে আমি পিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করি, তার শিক্ষামূলক সিদ্ধান্তগুলো, চাই তা পুরস্কার প্রদান হোক বা শাস্তিপ্রদান হোক, তা যেন নিজের মানসিক অবস্থা থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা নিজের মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন, যাতে সন্তানের প্রতি জুলুম না করে ফেলেন।

১০. শাস্তি সম্পর্কিত কয়েকটি কথা

সর্বদা শুধু শিশুকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করার চেষ্টা করবেন না। ছোট অপরাধ আর বড় অপরাধের শাস্তি সমান করে ফেলবেন না, যাতে শিশুর বুঝ এলোমেলো না হয়ে যায়। তাকে এটা বুঝাতে হবে যে, কী কারণে তাকে শাস্তি দিচ্ছেন এবং তাকে প্রদত্ত শাস্তি ন্যায্যসঙ্গত। যখন দেখবেন যে, আপনার শিশু একটি ভুল করে নিজেই গোপনে নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেছে, তখন আপনি এটা প্রকাশ করবেন না, তাকে অপমানিত করবেন না; বরং তাকে তার ভুল সংশোধনে সাহায্য করুন।

২২. ইল্লাহা আমালিয়াতুন লাইসাত মুকাদাতুন।

এমনিভাবে শিশু নেতিবাচক আচরণ থামিয়ে দেওয়াই সত্ত্বাগতভাবে একটি ইতিবাচক আচরণ, তার জন্য তাকে আমাদের পুরস্কার দিতে হবে এবং এর উপর অব্যাহত থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।

অনুরূপ, সন্তানকে তার অতীতের ভুলগুলো ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, তার দ্বারা তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না। আমাদের সন্তানদের ভুলগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কর্মনীতি হওয়া উচিত ফাইল ভাজ করার ন্যায়। যখন সে জীবনের কোনো পর্বে একটি ছোট বা বড় ভুলে পতিত হবে, অতঃপর তা থেকে ফিরে আসবে, তখন আমাদের অবশ্যই এ ভুলগুলো ভুলে যেতে হবে; বরং তাকেও ভুলে যেতে সাহায্য করতে হবে।^{২৩}

শান্তির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তা শুরু হয় শাবাশ দেওয়া বন্ধ করা থেকে, (যারা ইতিপূর্বে শাবাশ পেয়ে আসত, তাদের জন্য এটাই সত্ত্বাগতভাবে একটা শান্তি)। অতঃপর সাময়িক এড়িয়ে চলা, অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, ঙ্গকুঞ্চিত করা, কপাল গুজানো ইত্যাদি পর্যন্ত।

আর শান্তির সবচেয়ে মন্দ প্রকারটির ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। তা হলো মানসিক শান্তি। যেমন ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, তীর্যক কথা বলা। এর ইতিবাচক কোনো ফলাফল নেই; বরং এর বিপরীতে অনেক সময় এমন নেতিবাচক ফল দেয়, যা শিশুকে জীবনভর ভোগ করতে হয়। কখনো এর কারণে পিতার প্রতি অপছন্দনীয়তা সৃষ্টি হয়, যা শিশুর হৃদয় থেকে সহজে দূর করা যায় না।

কখনো ক্রোধের বশে নিজ সন্তানকে এটা বলবেন না যে, আপনি তাকে ভালোবাসেন না। আর সাবধান, শান্তির মাধ্যমকে লাঞ্ছনার মাধ্যমে পরিণত করবেন না। আর আমি আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: শান্তি হলো প্রশিক্ষণের একটি মাধ্যম। তাই যখন এর পিছনে শিক্ষামূলক লক্ষ্য না থাকবে, তখন এটাই আপনার ব্যর্থতা।

১১. বাবা! আমার সাথে আলাপ করুন প্লিজ

একনায়কতন্ত্র ও শিশুর উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ফলে শিশু সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বরূপ উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং দুর্বল আত্মবিশ্বাসী লোক হিসাবে বেড়ে উঠে। এর বিপরীতে সংলাপ ও পর্যালোচনা সন্তানের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং ভয় ও দ্বিধা ছাড়া নিজের অভিমত উপস্থাপন করতে সাহস যোগায়। এ কারণে প্রিয় বাবা, আমি আপনার নিকট আবেদন করবো, নিজ পরিবারের মাঝে পর্যালোচনার আসর বসান, যেখানে মা, কণ্যা, সন্তান সকলে অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেকেই স্বাধীন ও খোলাখুলিভাবে নিজের মত পেশ করবে। সে মতামতগুলো যতই সাদামাটা হোক, কখনো তাকে নির্বুদ্ধিতা আখ্যায়িত করবেন না। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করত বলছি যে, সাধারণ বিষয়, রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় বিষয়ে সংলাপ হবে। এ পন্থায় পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভালোবাসার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। এমনিভাবে একজন পিতা হিসাবে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার সন্তানের সভ্যতা-শিষ্টাচার কতটা উঁচুতে পৌঁছে গেছে। এমনিভাবে আপনি ওই সকল ভুল দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সমাধান ও সংশোধন করে দিতে পারবেন, যা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য গ্রহণ করে থাকতে পারে। আর সেসময় এ সংলাপের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়, যখন সে এমন শিশুদের মাঝে থাকে, যাদের মাঝে জীবন-জগত ও বড়দের কার্যাবলী নিজে নিজে বুঝার মতো সামর্থ্য নেই।

আমাদের সন্তানদের জানাতে হবে যে, এ সংলাপের লক্ষ্য হলো সংলাপের যে বিষয়গুলো কোন পক্ষের নিকট অস্পষ্ট থাকে, সেগুলোর উপর আলোকপাত করা এবং তাদের মাঝে জীবন ও জগত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে একজন আরেকজনের মতামতের প্রতি আশ্বস্ত হওয়া জরুরি নয়। সংলাপ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলোর উন্নতি ঘটায়। নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে সংলাপই জীবন চলার পথ হতে হবে।

প্রিয় বাবা! আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে উপদেশ দিবো। তা হলো সন্তানকে সুযোগ দিবেন, যাতে মার্জিত উপস্থাপনায় আপনার সমালোচনা করতে পারে। আপনার সন্তান আপনার সামনে অনুগত-সভ্য হবে আর আপনার অনুপস্থিতিতে এর উল্টো হবে, এ রকম দ্বিমুখী ব্যক্তিত্ব থাকার চেয়ে এটিই ভালো।

আমাদের ঘর-বাড়িতে চলমান নেতিবাচক সংলাপের কতিপয় রূপ
আধা সংলাপ : এটা হলো সেই সংলাপ, যার গাণ্ডি কিছু বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা
পর্যন্তই। যার মাঝে কোনো শিক্ষামূলক খোরাক নেই। বিক্ষিপ্ত কথা বলে।
ফলে কোনো লক্ষ্য বা অর্থ ছাড়াই তা শুরু ও শেষ হয়ে যায়।

বধিরদের সংলাপ : যেখানে প্রত্যেকপক্ষ নিজ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অপরপক্ষের
মতামত গ্রহণ করতে এবং তার সুপরিচিত ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার আগে
তা মানতে অপ্রস্তুত। যেটা সাধারণত ঝগড়া, ঘৃণা ও বাক-বিতণ্ডা হয়ে
থাকে।

আত্মসমর্পণমূলক সংলাপ : যেখানে একপক্ষ অপরপক্ষের কথায় আশ্বস্ত
হওয়া বা বুঝা ব্যতীতই তার সাথে তাল মিলায় ও সহমত পোষণ করে।
যাতে নিজ মস্তিষ্কে পর্যালোচনার কষ্ট থেকে আরাম দিতে পারে। অনেক
সন্তানরা এমনটাই করে থাকে, যারা নিজ পিতামাতার মাঝে আপন দৃষ্টিভঙ্গির
উপর কঠোরতা দেখতে পায়।

ফেরাউনি সংলাপ : এটা হলো, শোনো এবং কোনো পর্যালোচনা বা বুঝা
ব্যতীতই কার্যকর করো, এমন সংলাপ। এটাই প্রাচীন ও পুরাতন রীতি।
অনেক বাবারা এটা করে আসছেন এবং আমাদের জন্য একটি ঘরকোণো
প্রজন্ম তৈরী করে দিয়ে যাচ্ছেন, যাদের বড় বড় ব্যাপারগুলোতে কোনো
ভূমিকা নেই এবং তারা মহান বার্তা ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী থেকে দূরে
থাকে।

১২. ভেবে দেখুন, সন্তান আপনাকে কেমন দেখছে

তাঁউস একদিন বাকা হয়ে হাটল। তখন তার সন্তানগণও তার চলার ঢং
অনুসরণ করল। তাঁউস জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কী গিলছো? তারা বলল,
আপনি এভাবে গুরু করেছেন, আর আমরা আপনার অনুকরণকারী। তাই
আপনি আপনার বাকা চলা ছেড়ে সোজা হোন। কারণ আপনি সোজা হলে
আমরাও সোজা।

হে বাবা, আপনি কি জানেন না, প্রত্যেক শাখা-ই ওই মূলের পদাঙ্ক অনুসরণ
করে, যে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। আমাদের মধ্যে উদীয়মান তরুণরা
সেভাবেই বেড়ে উঠে, যেভাবে তার বাবা তাকে অভ্যস্ত করেছে। মূলত
আমরা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেরাই শিক্ষা গ্রহণ করি!!

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অনেক মন্দ অভ্যাস, যা আমরা পূর্বে করতাম, কিন্তু এখন এ ভয়ে তা থেকে দূরে থাকা শুরু করেছি যে, পাছে আমাদের সন্তানরা তার অনুকরণ করে। কেনই-বা হবে না, শিশু তো বসে আছে, আপনাকে দেখবে এবং যা দেখে তা কপি করবে।

একটি হাস্যকর বিষয় (আর নিকৃষ্ট বিপদ হলো, যা আপনাকে হাসায়) বাবা সন্তানকে মিথ্যা কথা না বলতে আহ্বান করেন, কিন্তু তারপর কেউ তার সাথে যোগাযোগ করলে তাকে একথা বলতে শিখিয়ে দেয় যে, সে বাহিরে আছে। অথচ সে ভিতরে টেলিভিশন দেখছে। অথবা সন্তানকে চোগলখোরি করতে নিষেধ করে, অথচ সন্তান দেখছে যে, সে জিহ্বা দিয়ে মানুষের নামে বদনাম করছে। অথবা তাকে ধূমপানের ক্ষতিগুলোর ব্যাপারে বক্তব্য দেয়, কিন্তু তারপর তাকেই বলে, তার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে আসতে। অথচ কেউ একটা কাজ থেকে অন্যদেরকে নিষেধ করে নিজেই সেটা করার ব্যাপারে আল্লাহ কত কঠিনভাবে ভর্সনা করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা করো না? আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা করো না।^{২৪}

আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এ ঘৃণ্য নীতির ক্ষতি ও কু-প্রভাবগুলোর প্রতি দ্রুত নজর না করে তা চর্চা করে থাকি। ডক্টর মুস্তফা আস-সিবায়ী বলেন, সন্তান প্রাকৃতিকভাবেই অনুকরণপ্রিয়। আর তার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হলো তার পিতার অনুকরণ করা, অতঃপর মায়ের। তাই ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আপনাকে ঘরে তার সাথে ও তার মায়ের সাথে কেমন দেখছে এবং আপনাকে তার সাথে ও অন্যান্যদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কেমন দেখছে।^{২৫}

শিশুদের আহরণ ক্ষমতা অনেক বেশি, চাই বুঝমান হোক অথবা অ বুঝ হোক। আমরা সাধারণত যা ধারণা করি, তার থেকেও অনেক বেশি। আমরা তার ব্যাপারে ভাবি, সে তো একটি ছোট্ট অস্তিত্ব, কিছু জানে না, কিছু বুঝে

২৪. সূরা আস-সাফ : ২-৩।

২৫. হাকায়্যা আল্লামাতনিল হায়াতু।

না। হ্যা... সে যা কিছু দেখে, সবগুলো বুঝে না। কিন্তু সে সবগুলোর দ্বারাও প্রভাবিত হয়। তার মাঝে অত্যন্ত সম্পর্শকাতর দু'টি যন্ত্র আছে। আহরণ ও কপি করার যন্ত্র। কখনো বুঝতে একটু বা বেশি দেরি হয়, কিন্তু এতে উক্ত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন হয় না। সে কিছু বুঝে বা পরিপূর্ণ না বুঝেও আহরণ করতে পারে। তার আশপাশে যা কিছু দেখে ও যা কিছু শোনে।

আর সন্তান তার পিতামাতা থেকে যে মন্দ অভ্যাসটি আহরণ করবে, এমনকি যদিও পিতামাতা তার সামনে এটা একবারের বেশি করেনি, তথাপি এতটুকুই যথেষ্ট তার মাঝে একটি মন্দ বুঝ জন্মে যাওয়ার জন্য, যা সে সহজে ভুলবে না।

একবার মাত্র মাকে দেখেছে পিতার নিকট মিথ্যা কথা বলতে বা পিতাকে দেখেছে মায়ের নিকট মিথ্যা কথা বলতে বা উভয়কে দেখেছে প্রতিবেশির সাথে মিথ্যা বলতে... একবারই যথেষ্ট তার মনে সততার মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। যদিও এরপর প্রতিদিন প্রতিক্ষণে তার কানে সততার ব্যাপারে শত উপদেশ আওড়াতে থাকে না কেন!

একবার তার মাকে বা বাবাকে দেখেছে একে অপরকে ধোঁকা দিচ্ছে বা উভয়ে অন্য মানুষকে কথায় বা কাজে ধোঁকা দিচ্ছে... একবারই যথেষ্ট তার মনে সরলতার মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিতে, যদিও তারপর তার কানে শত শিক্ষার বারি ঢেলে দেওয়া হয়।

একবার মাত্র এ সকল নিকটাত্মীয়দের কারও মাঝে চুরির একটু নমুনা দেখেছে, এটাই যথেষ্ট তার মনে আমানতদারির মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। এভাবে প্রতিটি মূল্যবোধ ও আদর্শের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য, যার উপর সুষম মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়।^{২৬}

এ অর্থেই উতবা ইবনে আবু সুফিয়ান তার সন্তানের শিক্ষককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমার আমার সন্তানকে গড়া যেন তোমার নিজেকেই গড়া হয়। কারণ তাদের চক্ষুগুলো তোমার চোখের সাথে বাঁধা। তাই তাদের নিকট সেটাই ভালো, যা তুমি ভালো মনে করো। আর তাদের নিকট সেটাই মন্দ, যা তুমি মন্দ মনে করো।

যে উচ্চাভিলাসী নিজের সন্তানকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হিসাবে দেখতে চায়, তার জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত হলো, সন্তানকে মহান ব্যক্তিদের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত করা। আর এটা তখনই হবে, যখন বাবা ওই সকল গুণের প্রতিচ্ছবি

২৬. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়াহ।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

হবেন। ফলে সন্তান নিজ বাস্তবতায় এগুলোকেই আদর্শ হিসাবে দেখে তা অনুসরণ করবে। ফলে সে এমন কথাই মুখে বলবে, যা তার বিশ্বাসে আছে এবং এমন বিশ্বাসই করবে, যা সে মুখে বলে। ইমাম রাফিয়ী কতই না চমৎকার বলেছেন, বড়দের বাহাদুর হিসাবে দেখাই ছোটদেরকে বাহাদুরে পরিণত করে। উম্মাহকে বীরত্ব শিক্ষাদানে এর চেয়ে বিকল্প কোনো পথ নেই।^{২৭}

১৩. সন্তানের আদর্শগুলো ঐকে দিন

জৈনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেন, একজন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের যুবক তার বাবার নিকট গিয়ে হতাশার সঙ্গে বলতে লাগল, দেখো তো, আমার বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দাড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে, দেখো তো কোন গাড়িটি দিয়ে আজ এসেছিলাম? তুমি বিশ্বাস করতে পারো বাবা? সে অধিক গাড়ির মালিক হওয়ার কারণে এ ব্যাপারটিতে সংশয়ে পড়ে গেছে?!

তারপর যুবক নিঃশব্দ বাবার উপর ফ্রোন্ডের পেয়ালা ঢালতে ঢালতে আরও যোগ করল, কেন তার এ গাড়িবহর আর আমি খুব কষ্টে বাসের টিকিটের মূল্য যোগার করি? কেন আমার বন্ধুর বাবা তার জন্য যা মজুদ করেছে, তুমি আমাদের জন্য তা মজুদ করতে পারো না? তুমি কেন আমার বন্ধুর বাবার মতো নও? বাবা তার উত্তেজিত সন্তানকে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। সুপারিশ ও অনুগ্রহ কামনার মতো চোখের পানি ছেড়ে দিলেন।

এ বাস্তব ঘটনাটিই সে সমস্যাটি স্পষ্ট করে তোলো; উপকরণ, শক্তি ও যুদ্ধের এ যুগে আমাদের সন্তানগণ যার মুখোমুখি হচ্ছে, যা মূল্যবোধ ও অবিচল নীতিগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক আঘাত হানে এবং বাবা হিসাবে আমাদের ঘাড়ের এ আমানত চাপিয়ে দেয় যে, আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য মূল্যবোধ ও নীতি-আদর্শের এক সুপ্রশস্ত পথ ঐকে দিব, যার মাধ্যমে তারা চলতে পারবে, চাই তা যতই কষ্টকর ও কঠিন হোক না কেন। আমাদের সন্তানদেরকে বিশ্বজগতের সর্ববৃহৎ মূলনীতি শিক্ষা দিতে হবে। আর তা হলো,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকি।

এ মূলনীতি। তাহলে এটাই অনেক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিবে, যার মুখোমুখি হয়ে থাকে আমাদের সন্তানরা। আমাদের সন্তানদের শিখাতে হবে যে, ধনাঢ্যতা, দারিদ্র্য পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বিষয়। প্রকৃত সুখ বাস করে প্রশান্ত ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট অন্তরে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের সন্তানদের এমন একটি কম্পাস দিতে হবে, যার মাধ্যমে তারা জীবনপথে চলতে পারবে। আর এটা হবে সেই নীতি-আদর্শ সুস্পষ্ট করে তোলার মাধ্যমে, যার উপর তারা চলবে এবং যা ‘আল্লাহর সন্তুষ্টি’ নামক দু’টি শব্দে নিহিত আছে। আমাদের সমাজে যে সকল অপরাধ দেখা যায়, তন্মধ্যে একটি হলো বাবা সন্তানের মাঝে সামাজিক কপটতার বৈশিষ্ট্যগুলো বপন করে। সন্তান কখনো ভুল করলে তাকে বলে, তুমি এ কাজ করছো, মানুষ তোমাকে দেখলে কী বলবে? অথবা যদি অমুক তোমাকে দেখে ফেলে, তাহলে কী জবাব দিবে?

অথচ তার জন্য অধিক উপযুক্ত হলো, তাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে এবং মহা নজরদারির সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়া। যেমন এভাবে বলবে, তুমি কি এ ভয় করো না যে, আল্লাহ তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন? তুমি কি জানো না আল্লাহ এটাতে সন্তুষ্ট নয়? আমাদের বুঝতে হবে যে, এ বুঝগুলো, তথা সামাজিক কপটচারিতাগুলোই জালিম অবাধ্য ও হিংসুক ব্যক্তিত্ব নির্মাণের প্রথম ইট। শিশুকে তার স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত করে দেওয়াই সুস্থ ব্যক্তিত্ব নির্মাণের বিগুহ পথ ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের সন্তানদের বিকৃতি, ব্যর্থনীতি ও হীন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারবো।

১৪. তার বিবেক তৈরীতে সাহায্য করুন

বিবেক হলো সর্বোচ্চ প্রহরী, যা মানুষকে তার প্রতিটি নড়চড়া, চলাফেরা ও কাজ-কর্মে পরিবেষ্টন করে রাখে। এটাই সত্যের দিকে পথ দেখায়। অন্যায় থেকে বাঁধা প্রদান করে। অপরাধের কারণে ভর্তসনা করে। এ বিবেকও মানুষের সাথে আস্তে আস্তে নির্মিত হতে থাকে। এ নির্মাণে গৃহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সহজ পরিচয়ে বিবেক হলো, মানুষের অন্তরের গভীরে বসবাসকারী সে সকল মূল্যবোধ, আদর্শ, বিশ্বাস, সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি, উপমা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ, যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তির বিবেকে এ সকল উপাদানগুলো যে পরিমাণ সুস্পষ্ট হবে এবং তার সাথে তার যে পরিমাণ মানসিক সামঞ্জস্যতা থাকবে, সে হিসাবেই তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ হবে এবং এগুলোই হবে তার অবস্থান ও নীতির দর্শন।

এখান থেকেই অন্তরের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় যে, চাকচিক্যময় জীবন ও অদম্য আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনো মানুষকে তার কিছু আদর্শ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস থেকে সরে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তার নিকট এগুলোর অবস্থান গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং অর্থহীন ফাঁকা বুলি হয়ে যায়।

কিন্তু এ সময় যে ব্যক্তি সজাগ বিবেকের অধিকারী হয়, সে তার আদর্শগুলোকে অবিচল, তার প্রমাণগুলোকে সুগভীর এবং তার বিশ্বাসগুলোকে অনড় দেখতে পায়। তার উচ্চ আদর্শ উজ্জলতা হারায় না। তার মূল্যবোধগুলো তাকে জীবনের পথ দেখায়। সে পৃথিবীর সকল ধন-ভাগ্যের বিনিময়েও তার নৈতিকতার মূলধনে সামান্য ছাড় দেয় না। কোনো দামাদামি তাকে নড়াতে পারে না। কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে নিয়ে খেলতে পারে না। এমনভাবে সত্য-মিথ্যা, স্বাধীনতা-বিশৃঙ্খলা, ভালো-মন্দ এবং অবিচলতা ও গোড়ামির মাঝের পার্থক্য রেখাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম রেখা, যা কেবল সজাগ বিবেক, ভর্তসনাকারী অন্তর এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হৃদয়ই সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারে।

দ্বীনদারির ক্ষেত্রে পরিষ্কার জটিল স্থানটি হলো, অনেক সময় আমাদের স্বার্থগুলো আমাদের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তখন আমরা সঠিক পথের উপর থাকতে চাইলে এক মুহূর্তের জন্য আমাদের কিছু স্বার্থ ত্যাগ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। পিতামাতাকে অবশ্যই তাদের সন্তানদের সামনে

১৫. আপনার শিশু কি আইনস্টাইন ও চার্চিলের মতো সমস্যায় পড়েছে?

বিচলিত হবেন না। ভয়-আশঙ্কার দরজা উন্মুক্ত করবেন না। যদি বুঝতে পারেন, আপনার শিশুর জন্য লেখা-পড়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে চিন্তিত হবেন না। কারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এমন অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা ভরপুর, যারা জীবনের চিত্র ও মানবতার মোড় পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কাছেও শিক্ষা কঠিন মনে হয়েছিল। যেমন অনুপাত তত্ত্বের জনক আইনস্টাইন, বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবক এডিসন, ইতালিয়ান মেধাবী শাস্ত্রবিদ লিউনার্ড ডেফেন্সি, টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রাহাম বিল, প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ডেজনি খেলার আবিষ্কারক ওয়াল্ট ডেজনি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওয়িলসন প্রভৃতি।

তবে আপনাকে জানতে হবে যে, এ সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিভা ও সামর্থ্যগুলো, তাদের পরিপার্শ্বিক লোকদের সহযোগীতা না থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারত। শিক্ষা কঠিন হওয়ার একটি শাস্ত্রীয় পরিভাষা আছে, তা হলো ডিসলেক্সিয়া। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন একটি অচলাবস্থা, যার ফলে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে লাগাতার অবনতি হতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে বুদ্ধির ঘাটতি কিংবা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পন্দন শক্তির প্রতিবন্ধকতা কিংবা মানসিক অস্থিরতা অথবা পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশগত সমস্যা থাকে না।

এর অর্থ হলো, ডেসলেক্সিয়ার শিশুরা স্বাভাবিক শিশু-ই, তাদের মেধার অনুপাত ৯০ ও ১০০। কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়ালেখার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা। আর এ কারণে তারা দৈনন্দিন শিক্ষা-জীবনে হোচট খেয়ে থাকে।

আরও বিপদজনক ব্যাপার হলো, আমরা সর্বদাই শিশুর মেধা ও তার শিক্ষার্জনকে একসূত্রে গাথি এবং তাকে আরও উন্নত হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকি, যদিও সে কার্যত তার সকল পরিশ্রমই ব্যয় করে ফেলে। আরও আশঙ্কাজনক ব্যাপার হলো, তার সাথে আমাদের আচরণগুলো তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্তরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। উঁচু স্তর হলে ভালোবাসা বেড়ে যায় আর নিচু স্তর হলে ভালোবাসা কমে যায়। এর কারণে শিশুদের, বিশেষ করে যে সকল শিশু শিক্ষার্জনে কাঠিন্যের সমস্যায় ভোগে, তাদের নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো হয়,

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

✓ বিদ্যালয়ে ও বাড়িতে অব্যাহত ব্যর্থতা। এটা মানসিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যেমন সংকীর্ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং আরও বিভিন্ন নেতিবাচক চলাফেরা।

✓ পড়ালেখার মান ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকা। এতে অনেক সময় শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য না থাকার কারণে নিরক্ষর থেকে যেতে হয়।

✓ সামাজিক যোগাযোগের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। এর কারণে আরও অধিক নেতিবাচক চলাফেরা দেখা যায়, যা কখনো অপরাধমূলক আচার-আচরণ এবং আসক্তির কূপে পড়ে যাওয়ায় রূপ নেয়।

✓ সমাজ থেকে ক্রিয়াশীল যোগ্যতা ও উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

বিশ্বের সেরা হিসাবে গণ্য আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে প্রফেসর এডওয়ার্ড বিউ চ্যাম্পের পরিচালিত একটি সমীক্ষায় এসেছে, তিনি বলেন, এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমেরিকান খ্যাতিনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমন শিক্ষার্থীদেরকেও গ্রহণ করে, যারা দুর্বল একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং তাদের বিশেষায়িত শিক্ষা-সেবা, সহযোগীতা ও আর্থিক অনুদান প্রদান করে।

কারণ এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সচেতনতা রাখে, তা-ই তাদেরকে এ সকল শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত করে দিয়েছে, যদিও তাদের শিক্ষামান সুস্পষ্ট নিম্নগামী। এর ফলে এ সকল শিক্ষার্থীদের অনেকেই কিছু চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক সহকর্মীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয়েছে, এমনকি অনেক সময় তাদের থেকে উপরেও উঠে গেছে।

মানবেতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়া ঘটনা

আমাদের গল্পের শিশুটি তার মায়ের কাছে গেল। দুঃখে জড়ানো মন। দু'গাল বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বুক দ্রুত উঠা-নামা করছে। তার ক্রন্দন হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। শৈশবের প্রাণবন্ততা ও আনন্দের দ্যুতি হারা চোখ দু'টো থেকে উথলে পড়া বেদনা ও হতাশা দেখার জন্য কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

ধীরগতিতে ভগ্নাবস্থায় মায়ের কাছে গেল। মা তাকে দেখেই বুকের আগে চোখে এবং কথার আগে ভালোবাসা দিয়ে আগলে নিলেন। কী হয়েছে

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

আমার ছোট্ট সোনা! আমাকে বলো, কে তোমাকে ক্রোধান্বিত করেছে? তোমার মাঝে এক মুহূর্তও দুঃখ-বেদনা থাকলে আমি থাকতে পারি না। শিশু কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলল, আজ শিক্ষক আমাকে বলেছে, তুমি নির্বোধ শিশু। তোমার দ্বারা কোনো উপকার হবে না। আমার ক্লাসের বন্ধুদেরকে শুনিতে তাদের সামনে আমাকে এ কথা বলেছে। আমাকে আমার সাথীদের সামনে অপমানিত করেছে। আমি আর বিদ্যালয়ে যাব না। মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার শিশুর অশ্রু মুছে দিলো। মহানুভতার সাথে তার ছোট্ট গণ্ডদেশ বুলিয়ে দিলো। আর বলল, তোমার কোনো সমস্যা নেই আমার প্রিয়! তারা এখনো তোমার প্রতিভা উপলব্ধি করতে পারেনি। এখনো তোমার মেধা তাদের দৃষ্টিতে পড়েনি। বেশিদিন লাগবে না, তারা তোমার উচ্চতা বুঝতে পারবে।

মা তার সাথে খেলা করলেন। তাকে শান্ত করলেন। সাহস ও উৎসাহ দিলেন। ফলে শিক্ষকের অপমানের কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় শিক্ষাগনে ফিরে এলো। তিন মাস পর মায়ের কাছে এলো। এবার তার দুঃখ, বেদনা ও হতাশা দ্বিগুণ হয়ে গেল। চোখে অশ্রু জমাট বেধে গেছে, আর প্রবাহিত হচ্ছে না। কীভাবে সে সুখী হতে পারে, যখন পরিচালক তাকে স্কুল থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

তার মা তাকে নিয়ে বিদ্যালয়ে গেল, কী কারণ- জানার জন্য। পরিচালক রুক্ষভাবে উত্তর দিলো, সে একজন পিছিয়ে পড়া বন্ধু ছিলে। আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ্যাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

জীবন যখন দাঁত বের করে দেয়, তখন তা কতই তিক্ত হয়ে যায়! আর যখন তার ভ্রু-কুঁচকানি এমন শিশুর চেহারায় ভাসে, যার বয়স এখনো ছয় পেরোয়নি, তখন তীক্ষ্ণতা কতটা কঠিন হয়! যেমন আমাদের এ শিশুটি। মা নিজ শিশুকে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলেন। আর মনে মনে একটি বিষয়ে সংকল্প করলেন, হে আমার ছোট্ট সোনা, যদি সমস্ত মানুষও তোমার মেধা অস্বীকার করে, তবে তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমি তা বিশ্বাস করি। তুমি আমার মেধাবি ছেলে। তারা কী বলে বাদ দাও। আমি কী বলি শোন-

তুমিই পৃথিবীর সর্বাধিক মেধাবী শিশু

প্রতিদিন সকাল উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথেই মা এ কথাগুলো তার কানে আঙড়াতেন। আর শুধু কথার মাঝেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তিনি নিজের ঘাড়ে তার শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নেন। তার জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেন। ফলে তারা তাকে বাড়িতে শিক্ষা দিত। তিনি তার শিক্ষা ও প্র্যাকটিক্যালের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কেনার জন্য নিজের সামান্য অর্থ-সম্পদ থেকেই খরচ করতেন। একটুও ক্লান্ত অবসন্ন হতেন না; বরং তার শিশুর সুখের স্বপ্ন তাকে আরও বেশি বিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ করত।

শিশুটি বড় হলো। এ ঘটনার বিশ বছর পর সমগ্র পৃথিবী, পৃথিবী-আলোকিতকারী এ প্রতিভাবান লোকটির কথা আলোচনা করতে লাগল। আপনারা জানেন, আমাদের এই শিশুটি কে? সে হলো বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কারক এডিসন। হয়ত সে না হলে সারা পৃথিবী আরও যতদিন আল্লাহ চাইতেন অন্ধকারে থাকত।

এডিসন হলেন ইতিহাসে সর্বাধিক নিবন্ধিত পেটেন্টস ধারকদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। এডিসনকে তার স্কুল থেকে এ অজুহাতে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, সে চিন্তাগতভাবে বক্ষ্যা এবং নির্বোধ... শিক্ষার্জন করতে পারবে না। যদি মাও তার শিক্ষকদের কথা বিশ্বাস করে নিতেন, তাহলে কী হতো বলুন তো?!

প্রিয় বাবা! শুধু... আপনার ছেলের ধারণক্ষমতার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস, তার প্রতিভাগুলো প্রকাশের ব্যাপারে আপনার অবিচলতা, এটাই আপনার ছেলে মানবজীবনের গতি বদলানোর প্রথম পদক্ষেপ। এটা আল্লাহর কাছে কঠিন নয়।

দেয়। বাবার উচিত, সন্তানের যেকোনো অগ্রসরমূলক পদক্ষেপে উৎসাহ দেওয়া, চাই তা যতই ছোট হোক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ-যে শিশু ৫০ মার্ক অর্জন করল, অতঃপর তার পরের মাসে ৬০ মার্ক অর্জন করল, সে-ই অগ্রসরমান শিশু, চাই তার সমষ্টি যতই ছোট হোক না কেন। এ কারণে আমাদের কর্তব্য হলো, তার মাঝে এই আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করা যে, সে পারবে, উচ্চ মার্ক লাভ করতে। আর আমাদেরকে তার আত্মবিশ্বাসে সহযোগীতা করতে হবে এবং তার চেষ্টার মূল্যায়ন ও প্রশংসা করতে হবে।

একটি অতিরিক্তি কথা, হে বাবা! সন্তানের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক শিক্ষানীতি অবলম্বন করা থেকে আমি আপনাকে সতর্ক করছি, চাই এ নীতি আদর-সোহাগের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা কঠোরতার কারণে হোক। সন্তানের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ সন্তান তার সিস্টেমে যতই পরিবর্তন আনুক, আমাদের নীতিতে কোনো পরিবর্তন হবে না; এটা সর্বাবস্থায়ই ধ্বংসাত্মক। চাই অতিরিক্ত কোমলতার ঢোক গিলুক, কিংবা কঠোরতার। কারণ, সে যদি যে কাজই করে, সর্বদাই স্থিরকৃত নীতি হিসাবে অতিরিক্ত কোমলতার ঢোক গিলতে থাকে, তাহলে এটাই তাকে বিরোধিতা, আনুগত্যহীনতা ও অনিয়ন্ত্রণের প্রতি প্ররোচিত করবে। এই চিন্তা করে যে, সে তো সর্বদাই কোমল ব্যবহার পাচ্ছে, চাই যতই ভুল করুক এবং তার ভুল যতই গুরুতর হোক। কোনো সন্দেহ নেই এটাই বিশৃঙ্খলা। আর যদি সে যা-ই করে, সর্বদা স্থিরকৃত নীতি হিসাবে অতিরিক্ত কঠোরতার ঢোক গিলতে থাকে, তাহলে এটা তাকে তার প্রতি পিতামাতার অনুভূতি পরিবর্তন করার ব্যাপারে হতাশ করে দিবে। চাই সে তার চলাফেরা যতই পরিবর্তন করুক এবং নিজের দোষগুলো যতই সংশোধন করুক। এটাই তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে এবং ভুলের মধ্যে অলসভাবে পড়ে থাকতে প্ররোচিত করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মসংশোধনের চেষ্টাগুলোর কোনো মূল্যায়ন না পায়, কোনো উৎসাহ না পায়। এমনভাবে এটা তার মনের মধ্যে নিপীড়ন ও জুলুমের উপলব্ধি জন্ম দিবে। ফলে তার মনের ভেতরের সেই ভিত্তিটি ধ্বংস হয়ে যাবে, যার উপর ভবিষ্যতের উন্নত মূল্যবোধ ও আদর্শগুলো নির্মিত হত। কারণ সে তার সবচেয়ে নিকটজন ও তার সাথে সর্বাধিক যুক্ত লোক, তথা পিতামাতার মাঝে মন্দ-নমুনা দেখতে পাচ্ছে। কারণ তারা জালিম।

এমনকি যে বিষয়গুলোকে ছোট, সাময়িক ও গুরুত্বহীন মনে করা হয়, সেগুলোও তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।^{৩২}

১৭. খেলনাগুলো তৈরীই হয়েছে ভাঙ্গার জন্য

এটাই বাস্তবতা, যা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করতে চাই না। শিশুরা ধ্বংসকারী নয়, যেমনটা আমরা তাদেরকে অভিহিত করে থাকি। বরং তারা মিনি আবিষ্কারক। তাদের মাঝে আছে অস্বাভাবিক কৌতুহল। সীমাহীন অনুসন্ধানপ্রেম। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, তারা খেলনাগুলোর আসল রহস্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের জন্য তা ভেঙ্গে ফেলে। আমরা বাবারা এতে রাগান্বিত হই এবং এ কাজের কারণে শিশুকে শাস্তি দেই।

প্রতিটি শিশুই আল্লাহপ্রদত্ত একটি প্রতিভার অধিকারী। আর এ প্রতিভার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন। এটা সম্ভব হবে, যখন আমরা তাদেরকে লাগাতার অভিজ্ঞতার সুযোগ দিব। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে, আমাদের শিশুটিই অংকন শিল্পি হবে, তবে একশ'টি খাতা টুকরো টুকরো করার পর। কিংবা সে ভাঙ্গা-গড়ার মিশ্রি হবে, তবে তার কক্ষকে একটি বিশৃঙ্খল মাঠ বানানোর পর। তাই শিশুকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বাধা দেওয়ার অর্থ হলো, তাকে অগ্রসর হতে ও তার প্রতিভা বিকশিত করতে বাধা দেওয়া। হ্যাঁ, আমরা যখন শিশুর এ ধরনের ভুল ও ব্যর্থ অভিজ্ঞতাগুলোর কারণে শাস্তি দেই, তখন আসলে আমরা শিশুকে শিক্ষা অর্জনের কারণে শাস্তি দিলাম।

একটি বাস্তব স্থিরকৃত বিষয় হলো, শিশুর বিভিন্নমুখী মনোযোগ এবং এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে যাওয়াই তার প্রতিভাগুলো বিকশিত হওয়ার প্রকৃত সূচনা।

খেলার জন্য আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা শিশুদের জন্য শরীয়তসম্মত আনন্দ কী না, যার মাঝে বিরাট উপকারিতাও আছে। যে শিশু খেলায় আসক্ত, তাকে নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়; বরং বিপরীতটাই সঠিক। কারণ এমন শান্ত শিশু, যে খেলতে ভালোবাসে না এবং আনন্দ-মজার প্রতি আসক্ত নয়, তাকে নিয়েই অধিক ভয় ও আশঙ্কা করা উচিত।

ইমাম গাযালী রহ. তার ইহইয়াউ উলুমিদীন-এ খেলার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, মকতব (কুরআন হিফজ করার আসর) শেষ করার পর শিশুকে ভালো খেলা-ধুলার অনুমতি দেওয়া উচিত, যার মাধ্যমে হিফজের ক্লাস্তিগুলো দূর করে দিবে। কারণ শিশুকে খেলতে নিষেধ করা এবং সর্বদাই শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করা, শিশুর অন্তরকে মেরে ফেলে, মেধা নষ্ট করে দেয় এবং জীবন তার নিকট সংকীর্ণ হয়ে যায়।

খেলা-ধুলার মাধ্যমে যে সকল উপকার হয়

তার চাপা শক্তিগুলোকে মুক্ত করা, শিশুর মাঝে বিরাট শারিরিক উদ্যমতা থাকে। যেটাকে শরীয়ত সম্মত খাতে ঢালার প্রয়োজন হয়। আর তা হলো খেলা-ধুলা। আমরা যদি এ শক্তিকে দমন করে রাখি এবং তাদেরকে তা ঢালার স্বাধীনতা না দেই, তাহলে এটা শিশুকে বন্ধ্যা করে তুলবে।

১. তার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দক্ষতা উন্নতি করা, এ দক্ষতাগুলো লাগাতার অভিজ্ঞতা ও বেশি বেশি চেষ্টার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে।

২. সামাজিক চাল-চলনে উন্নতি করা, বিশেষত সামাজিক খেলা-ধুলাগুলোর মাঝে, যেগুলোর মাধ্যমে শিশু বুঝতে পারে যে, সে হলো একজন সদস্য; জামাত বা দলই হলো গুরুত্বপূর্ণ। আর সে তাদের সাথে সহযোগীতামূলক সম্পর্ক ও পালাবন্টন ছাড়া এ মুহূর্তে খেলা করতে পারবে না এবং পরবর্তীতে জীবন কাটাতে পারবে না। এটা আমিত্ব ও আত্মগর্ব ছুড়ে ফেলতেও সাহায্য করে।

৩. তাকে কিছু দক্ষতা শিক্ষা দেওয়া, এটা হবে শিক্ষাকে খেলার সাথে মিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে। যেমন তাকে রুম সাজানো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এটাকে একটি সময়সাপেক্ষ খেলা বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। উদাহরণত যখন সে ৭ মিনিটে রুমটি সাজাবে, তখন তাকে ৫ পয়েন্ট দিলাম। আর যখন সে সপ্তাহে ২৫ পয়েন্ট লাভ করতে পারবে, তখন সে নির্দিষ্ট একটি উপহার পাবে বা তখন তার জন্য এমন কতগুলো খেলনা কিনব, যা তাকে সহজ ও উপভোগ্য পদ্ধতিতে অক্ষর ও নাম্বারগুলো শিক্ষা দিবে।

৪. খেলার মাধ্যমে শিশু তার ক্লাস্তি ও চিন্তা-ভাবনা গুলো থেকে মুক্ত হবে। খেলার মাধ্যমেই বাস্তব জীবনের দুশ্চিন্তা ও সীমাবদ্ধতাগুলো থেকে মুক্ত হবে।

৫. খেলা-ধুলা শিশুকে বস্তু ও প্রকৃতির মৌলিক নীতিগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

এ বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যিক যে, নিজের খেলনাগুলো নিজেই বাছাই করা শিশুর অধিকার। সুতরাং আমরা শুধু এ কারণে তার উপর কোনো খেলনা চাপিয়ে দিব না যে, তার বয়সে আমরা এগুলো পছন্দ করতাম অথবা যেহেতু আমার বন্ধুর ছেলে অমুক এটা পছন্দ করে। কারণ, শিশুদের চাহিদাগুলো প্রত্যেকের আত্ম অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আমাদের উচিত ছোট থেকেই শিশুকে দায়িত্ব বহনে এবং নিজের বস্তুগুলো নিজেই বাছাই করতে সহযোগীতা করা। তবে স্বভাবতই তাকে কোনো গাইডলাইন ছাড়া এভাবে ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদেরকে তার সামনে খেলার মূলতত্ত্ব, উপকারিতা ও দোষগুলো বর্ণনা করতে হবে। তার সামনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তুলে ধরতে হবে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার অধিকারেই থাকবে।

এমনিভাবে এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, দামি খেলনাগুলো সবসময় শিশুদের কাছে প্রিয় হয় না। অনেক সময় আপনি তার জন্য কয়েকশ টাকা দিয়ে একটি খেলনা কিনেছেন, কিন্তু সে সেটা একপাশে ফেলে রেখে একটি সাদা খালি বাক্স নিয়ে আনন্দিত, সেটাকেই রশি দিয়ে গাড়ির ন্যায় পিছে পিছে টেনে আনছে।

এটিই একটি বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের বড়দের সামনে পরিত্যক্ত হিসাবে পড়ে থাকা বস্তুগুলো থেকে সরল-সোজা খেলনাগুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

তার জন্য আরেকটি আকর্ষণীয় বস্তু হলো, যদি আপনি মাঝে মাঝে তার সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এটা তাকে আনন্দিত করে। আর এর মাধ্যমে আপনিও তার উপলব্ধি ছাড়া তাকে দিকনির্দেশ ও নজরদারি করতে পারবেন।

আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি হে বাবা, বেশি বেশি আদেশ-নিষেধ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আপনার সন্তানদের নিকট অবস্থা সংকীর্ণ করে ফেলবেন না বা তার খেলা মাঝখানে বন্ধ করে দিবেন না। আমি আপনাকে আবেদন করবো, আপনি সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনি ছোট ছিলেন, তখন কেউ আপনার আনন্দ নষ্ট করতে চাইলে বা তার লাগাতার শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে আপনার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিলে আপনি কতটা সংকীর্ণতা বোধ করতেন।

শিশুদের কাছে প্রিয় খেলা কোনগুলো?

তিন বছরের নিচের শিশুরা সরল-সোজা খেলাগুলো পছন্দ করে, যেগুলো কাপড় বা প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরী হয়। এমনভাবে তারা এমন খেলনাগুলোর প্রতিও আসক্ত হয়, যেগুলো আওয়াজ করে। এগুলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের মাঝে অনেক কৌতুহল জাগ্রত করে।

তিন থেকে ছয় বছরের শিশুরা অধিক জটিল ও পেচালো খেলাগুলো পছন্দ করে, যা তার দক্ষতা ও চিন্তা-ভাবনাগুলোকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। যেমন ভাঙ্গা-গড়ার খেলনাগুলো। তবে খেলনাগুলো নিরাপদ হওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ছেলেশিশু আর কণ্যাশিশুদের খেলনার মাঝে পার্থক্য করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা আবশ্যিক। যেন প্রতিটি খেলনা শিশুর মনন গঠনে সাহায্য করে। তাই কণ্যাশিশুদের জন্য যুদ্ধের খেলনা কিনা কিংবা ছেলেশিশুদের জন্য বুনন মেশিন বা রান্নার যন্ত্র কিনা উপযুক্ত নয়।

সবচেয়ে উত্তম হবে শিশুকে এমন খেলনাগুলো নির্বাচন করতে সাহায্য করা, যা তার জ্ঞানগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং তার উদ্ভাবন ও আবিষ্কার-শক্তিগুলো বিস্তারিত করবে। আর কণ্যাদের জন্য এমন খেলনাগুলো বাছাই করা, যা তাদের হস্তদক্ষতা ও সুন্দর কোমল প্রতিভাগুলো উন্নতি করে।

১৮. আপনার শব্দগুলোই সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠন করে

জৈনৈক শিক্ষাবিদ আরব দেশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলেন। একটি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের একটি বিরল প্রশ্ন করলেন; তোমাদের মধ্যে কে আছে, নির্বোধ, বুঝে না?

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কিছু ছাত্র হাত তোলে বলল, ‘আমরা’। আর কিছু ছাত্র আওয়াজ করে বলে উঠল, উস্তাদ! অমুক অমুকও আছে, হাত তোলেনি। তখন উল্লেখিত দুই ছাত্রও লজ্জা নিয়ে দাড়াল। তখন শিক্ষাবিদ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আসলেই এমন? তারা বলল, জ্বি।

প্রশ্ন হলো এ বেচারারা কীভাবে জানল যে, তারা নির্বোধ?

উত্তর, কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া, ওই সকল ব্যক্তিগুলো থেকেই, যাদের জন্য অধিক শোভনীয় ছিল এ সকল ছাত্রদের আমানতের ভার বহন করা; তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া নয়। বাবা বলে, তুমি নির্বোধ, বুঝে না। শিক্ষক সেটা ছাত্রদের সামনে পুনরাবৃত্তি করে। ছাত্ররা এ বেচারাকে এভাবে

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

ডাকে। এভাবে এটা তাদের ভিতরের একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে এবং তারা এর উপর ভিত্তি করেই নিজেদের প্রোগ্রামগুলো সাজাচ্ছে।

বাবা মায়ের কথাগুলো এতদূর পর্যন্ত গেছে যে, শিশু সেটা বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করেছে এবং অবচেতনভাবে নিজেকে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

আমি মনে করি, এটা বুঝার জন্য কোনো বিশেষ মেধার প্রয়োজন নেই যে, এ শিশুগুলোই ভবিষ্যতে ব্যর্থতা ও পশ্চাৎপদতার প্রবাদবচনে পরিণত হবে। যতক্ষণ না আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় কিংবা কোনো আমানতদার সচেতন হাত তাদের অভ্যর্থনা জানায়।

একটি বেদনাদায়ক জরিপ বলে, কিশোর বয়সে পৌছা পর্যন্ত একজন শিশু কমপক্ষে ৬০০০ মন্দ শব্দ শোনে। এর বিপরীতে মাত্র কয়েকশ' সুন্দর ও ভালো শব্দ শোনে।

শিশু-শিক্ষাবিদগণের নিকট একটি স্থিরকৃত বাস্তবতা হলো, শিশু নিজের ব্যাপারে যে চিত্রটি অংকন করে, তা তার সম্পর্কে আমাদের শব্দগুলোরই ফল। শিশুর নিজ সত্তার ব্যাপারে অনুভবগুলোর অধিকাংশই তার সাথে আমাদের আচরণ থেকে হয়।

এটা ঠিক যে, শিশু উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র একজন মানুষ, কিন্তু সে এখনো এই মানুষের পরিপূর্ণ প্রকৃতি বুঝে না। এ কারণে যখন আপনি তাকে বলবেন, তুমি ভালো ছেলে, যখন আপনি তাকে নিজের ভালোবাসা বুঝাবেন এবং বুঝাবেন যে, আপনার জীবনে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তখন এটাই তার মনে নিজের সম্পর্কে এ চিন্তা সৃষ্টি করবে যে, সে একজন সম্মানিত এবং এ জীবনে তার একটি মর্যাদা আছে। এর বিপরীতে যখন আপনি তাকে বলবেন, সে 'মন্দ ছেলে' বা 'ভালো ছেলে নয়' বা যখন আপনি তার প্রতি ধৈর্যশীল ও কোমল হবেন না বা যখন আপনি তাকে ভালোবাসা এবং আন্তরিক ও দৈহিক রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থাটি বুঝাবেন না, তখন সে চিন্তা করতে থাকবে যে, তার কোনো মূল্য নেই, তার কোনো মর্যাদা নেই বা সে প্রত্যাখ্যাত ও আকর্ষণহীন।^{৩৩}

৩৩. আওলাদুনা মিনাত তফুলাতি ইলাশ শাবাব : ডক্টর মামুন মাবিয।

তাই কেন আমরা আমাদের অসহায় সন্তানদের প্রতি দয়া করত, আমাদের নেতিবাচক অভিধানটি পরিবর্তন করে আরেকটি ইতিবাচক অভিধান চালু করছি না? কেন আমরা আমাদের যবানগুলোতে নিম্নোক্ত শব্দগুলো সর্বদাই লাগিয়ে রাখি না,

ভালো করেছে... কল্যাণময় হয়েছে... আল্লাহ তোমাকে কল্যাণময় করুন...
তুমি বাহাদুর... তুমিই এর যোগ্য...

কনষ্টান্টিনোপল বিজেতা, যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সে জান্নাতে যাবে। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ বর্ণনা করেন যে, তার মা তাকে সমুদ্রের উপকূলে নিয়ে যেত। অতঃপর তার আঙ্গুল দিয়ে কনষ্টান্টিনোপলের দেয়ালগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলত, তুমি ওই শহরের বিজেতা। এ ধরনের একটি দিনের জন্যই আমি তোমাকে প্রতিপালন করছি।

তিনি রহ.-এর সাথে আরও যোগ করেন, তখন ছোট অবস্থায়ই আমি ঘোড়ায় চড়ে কনষ্টান্টিনোপলের দিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ঝাপ দিতাম। সেই দিনের কথা চিন্তা করে, যেদিন আমি তা বিজয়ের জন্য সৈন্য পরিচালনা করবো। অবশেষ সেই দিন এলো।

কে এই উদীয়মান যুবকটির হৃদয়ে সেই মহান লক্ষের বীজ বপন করেছিল, যার ফলে এটি এমন স্বপ্নে পরিণত হয়, যা সে দিনের পর দিন চর্চা করতে থাকে এবং তারপর তা এক বাস্তবতা ও অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপ নেয়।

তা হচ্ছে মায়ের ইতিবাচক শব্দগুচ্ছ, যা তার অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছিল, তার উদ্দীপনা প্রজ্জ্বলিত করেছিল? এবং তার চেতনাকে জাহ্নত করেছিল?

প্রিয় বাবা! আপনি আপনার শিশুর উদ্দেশ্যে যে শব্দগুলো বলেন, তাকে কখনোই তুচ্ছ মনে করবেন না। তার সামনে কখনোই ইতিচাক ও উত্তম কথা ছাড়া কোনো কথা বলবেন না, যা তাকে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করবে। কারণ আপনার শিশু আপনার মাধ্যমেই বিশ্বকে দেখে। সে আপনার প্রতি এই দৃষ্টিতে তাকায় যে, আপনি তার পথপ্রদর্শক ও তার দুনিয়ার রাহবার। তার প্রতি আপনার ঠাট্টা ও তার সামর্থ্যের ব্যাপারে আপনার তুচ্ছভাবে সে আপনার পক্ষ থেকে এ দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে দেখে এবং এমন নিষ্ঠুরতা হিসাবে দেখে, যার কোনো বৈধতা নেই।

১৯. নীতির সমালোচনা করুন; ব্যক্তির নয়

পূর্বোক্ত শিরোনামে যা আলোচনা করলাম, অর্থাৎ আমাদের শব্দগুলো আমাদের সন্তানদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে, এর উপর ভিত্তি করে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। তা হচ্ছে, আমার সন্তান যে কাজটি করেছে, সে কাজটির সমালোচনা করবো এবং তার মন্দটা প্রকাশ করবো। কিন্তু শিশুর সন্তার সম্মান রক্ষা করবো, তাতে আঘাত করবো না। যেন তার জন্য নিজেকে একজন সুষম মানুষ হিসাবে মেনে নেওয়ার সুযোগ থাকে। এটা তাকে নিজেই নিজের মন্দ আচরণটি সংশোধন করতে সাহায্য করবে।

তাই যখন শিশু একটি মন্দ শব্দ উচ্চারণ করবে, তখন তাকে ‘তুমি মন্দ লোক’ বলার পরিবর্তে বলতে হবে, এটা মন্দ শব্দ। এমনিভাবে যদি সে একবার মিথ্যা কথা বলে, তখন আমরা তাকে মিথ্যাবাদি বলে অভিহিত করার পরিবর্তে তাকে এটা জানাব যে, মিথ্যা হারাম এবং মিথ্যাবাদিরা অপছন্দনীয় লোক।

কখনো দুই বিষয়ের মাঝে পার্থক্য খুব সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা বিশেষ করে সন্তানের উপর অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী। আপনার কাজ হলো, আপনি তাকে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে মনে করতে সাহায্য করবেন। এখান থেকেই এবং নিজেকে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে মনে করা থেকেই শিশু নিজের চলাফেরা ও কর্ম-কাণ্ডের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করবে। আমরা সকলেই মাঝে মাঝে রাগ ও কঠোরতা অনুভব করি। এটা মানবের প্রকৃতি। কিন্তু আমরা কখনো নিজেকে প্রত্যাখ্যান করার এবং নিজেকে অনিষ্ট ও বিকৃতির সাথে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করতে পারি না। এর বিপরীতে আমাদেরকে এই মানবীয় অনুভূতিগুলোর মোকাবেলা করতে হবে এবং শিখতে হবে যে, কীভাবে আমরা আমাদের আশপাশের লোকদের কষ্ট দেওয়া বা সংকটে ফেলা ব্যতিত এগুলো নিয়ন্ত্রণ করবো।

শিশু এগুলো একদিনে বা এক রাতে শিখে ফেলতে পারবে না। বরং তার জন্য এ শিক্ষা কার্যক্রমটি ভালোবাসা ও আত্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর ভর করে আস্তে আস্তে শুরু করা প্রয়োজন। যাতে সে শিখতে পারে যে, কীভাবে প্রথমে

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং তারপর অন্যদের সাথে আচরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি সোনালী মূলনীতি হলো, আপনি সন্তানকে তার অবস্থাতেই গ্রহণ করুন এবং তার নিজের সম্পর্কে ভালো ও ইতিবাচক উপলব্ধিগুলো সৃষ্টি করতে তাকে সাহায্য করুন। এভাবেই আপনার পক্ষে একটি সুখী জীবন গঠনে তাকে সাহায্য করা সম্ভব হবে, যেন সে সমাজের একজন ইতিবাচক, সুখী ও প্রশান্ত লোকে পরিণত হতে পারে, এমন একজন মানুষে পরিণত হতে পারে, যে নিজের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করতে পারে এবং জীবনে প্রজ্ঞাময় বাছাইয়ে দক্ষ হতে পারে এবং এমন একজন মানুষে পরিণত হতে পারে, যে নিজেকে বুঝে ও মূল্যায়ন করে, এমনিভাবে অন্যদেরকেও বুঝে ও মূল্যায়ন করে।^{৩৪}

২০. পুরস্কার

পুরস্কারের উত্তম প্রভাব আছে শিশুর উপর। কখনো শিশু তার পরিশ্রম ও উন্নতির উদাহরণ হিসাবে এটা কামনা করে।

পুরস্কারের দ্বারা আপনি শিশুকে চালাতে পারবেন এবং তার আচার-আচরণ কন্ট্রোল করতে পারবেন। এমনিভাবে এটা আপনাকে সাহায্য করবে তার উদ্দীপনার তপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে, তার আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে এবং তার মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করতে যে, সে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও কাম্য একজন মানুষ।

পুরস্কারের প্রকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হলো মানসিক পুরস্কার। করমর্দন, গুণ-কীর্তন, উষ্ণ প্রশংসা, করতালি ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুদেরকে আনন্দিত করে; বরং বড়দেরকেও।

তাকে নিয়ে গর্বিত হওয়ার কথা প্রকাশ করা এবং বিশেষ করে তার সহপাঠি ও বন্ধুদের সামনে তার প্রশংসা করার অস্বাভাবিক প্রভাব আছে তার মনের উপর। এটা তাকে আত্মবিশ্বাস অর্জনে এবং তার কৃতিত্বের হার বাড়াতে সাহায্য করে।

আর যদি আপনি আপনার সন্তানের সাথে হাটতে বা রাতের ভোজনে বের হন এবং তার সমস্যা ও স্বপ্নগুলো শোনেন, তাহলে এর চেয়ে মনোমুগ্ধকর কিছুই হতে পারে না। তার সমস্যাগুলো সহজ হওয়া সত্ত্বেও এবং তার স্বপ্নগুলো বিরল হওয়া সত্ত্বেও আপনি তা শোনা আপনার শিশুর মধ্যে কঠিন

৩৪. আওলাদুনা মিন তফুলাতি ইলাশ শাবাব : ডক্টর মামুন মাবিয়।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

প্রভাব সৃষ্টি করবে, এটা তাকে সীমাহীন সুখ দিবে। সর্বোপরি কথা হলো মানসিক পুরস্কারগুলো কৈশোরে অনেক ভালো ফল দেয় এবং এমন একটি সময়ে আপনাদের মাঝে বন্ধুত্বের পথ তৈরী করে, যে সময়টি ভয়াবহতার জন্য পরিচিত এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে তেরামি ও অবাধ্যতায় প্রসিদ্ধ।
দ্বিতীয় স্তরে আসবে বস্তুগত পুরস্কারগুলো। যেমন টাকা-পয়সা... মিষ্টান্ন... খেলনা... ইত্যাদি।

এ সবগুলোই বস্তুগত পুরস্কারের নমুনা। শিশুমনে এর সন্তোষজনক প্রভাব আছে। এর ব্যাপারেও উদাস হলে চলবে না।

পুরস্কারটি ইতিবাচক ফল দেওয়ার জন্য তা এমন কোনো কার্য সম্পাদনের অবস্থায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা সম্পাদন করা কাম্য। আর 'মিষ্টান্ন এবং টাকা-পয়সাই শিশুদের সব চাওয়া-পাওয়া' এ ধারণা করে মানসিক পুরস্কারগুলো বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। কারণ একটি চুম্বন এবং একটি উষ্ণ আলিঙ্গন শিশুর জন্য পিতার সবচেয়ে দামি উপহার।

২১. কখন পুরস্কার বিপদজনক হবে?

যদি আপনার সন্তান নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদন করাকে উক্ত কাজের বিনিময় প্রাপ্তির সাথে সম্পৃক্ত করে, তাহলে এর থেকে সাবধান থাকুন। বিশেষ করে যদি কাজটি তার একান্ত দায়িত্বভূক্ত হয়। যেমন সে বলল, আমাকে আমার বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার সুযোগ না দিলে আমি সুপার মার্কেট থেকে অমুক জিনিসটি এনে দিবো না। বা উদাহরণত, সে পত্রিকাটি এনে দেওয়ার জন্য যেতে অস্বীকার করল, তখন আপনি বললেন, যাও, তোমাকে কিছু টাকা দিব।

এটা তার মধ্যে এ অভ্যাস সৃষ্টি করবে যে, তার থেকে কোনো কাজ চাওয়া হলে, মূল্য চুকানো ছাড়া তা করবে না। তার অন্তর থেকে দায়িত্ববোধ ও তা সম্পাদনের আবশ্যিকীয়তা শেষ করে দিবে।

আরও বিপদজনক ব্যাপার হলো, এ পন্থা, অর্থাৎ 'প্রত্যেক জিনিসের জন্য মূল্য' তার ভবিষ্যৎ জীবনেও বাস্তবায়ন করবে। ফলে তার মাঝে নিকৃষ্ট বস্তুবাদি বুঝ সৃষ্টি হবে। অনেক সময় এটা বিভিন্ন গর্হিত আচার-আচরণ, যেমন, ঘুষ এবং প্রত্যেক বস্তুকে বস্তুবাদি চিন্তায় মূল্যায়ন করা-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

তখন পুরস্কার পুরোপুরি মন্দ হয়ে যাবে, যাতে কোনো কল্যাণ নেই। কারণ, এটা দায়িত্বের অনুভূতিকে বাধাগ্রস্ত করে। সে দায়িত্বটি একটি দায়িত্ব হওয়ার কারণে সন্তোষজনকভাবেই পালন করা আবশ্যিক; একারণে নয় যে, তার উপর পুরস্কার আছে। আর এটা মানসিক উন্নতির জন্যও বাধা।

এমনিভাবে এটা ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দেয়। তাই যে মুহূর্তে বঙ্গগত বা মানসিক প্রণোদনাটি কাজ সম্পাদনের জন্য বা তা থেকে বিরত থাকার জন্য শর্ত হয়ে যাবে, তখন তৎক্ষণাৎ প্রণোদনাটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং শিল্পের উপর কোনো পুরস্কার ছাড়াই কাজটি করা বা তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যকীয় করে দিতে হবে। অবশ্য এরপরে কাজটি সম্পাদন হওয়ার পর এবং পরিশেষে শর্তের রূপটি দূর হয়ে গেলে প্রণোদনাটি পুনরায় দিলে কোনো সমস্যা নেই। চাই তা অগ্রিম শর্ত হোক বা পরবর্তীতে যোগ করা শর্ত হোক। মোটকথা, অত্যাবশ্যকীয় কাজ সম্পাদন করা আর মূল্য পরিশোধের শর্ত, এ দুটির মাঝে পরিপূর্ণ ব্যবধান থাকতে হবে।^{৩৫}

তবে যে কাজ সম্পাদন করা তার দায়িত্ব নয়, যদি এমন কোনো কাজে আপনি তাকে বঙ্গগত বা মানসিক পুরস্কারগুলোর কথা বলে উৎসাহ দেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন বিদেশী ভাষা শিখা বা উচ্চতর গণিতে মেডেল পাওয়া বা বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিক্ষাগুলোতে উন্নত স্থান লাভ করা। এতে কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি দায়িত্বভুক্ত না হয়; বরং এ অবস্থায় প্রশংসা করা ও পুরস্কার দেওয়াই ভালো।

২২. সন্তানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন

সবচেয়ে বিপদজনক কাজ হলো, বেশি বেশি প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কিন্তু তা পূরণ না করা। এর ফলে বাচ্চা আপনার প্রতি ও আপনার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আর বাবা নিজ প্রতিশ্রুতির সম্মান না করার কারণে সন্তানের মনের ভেতর প্রতিশ্রুতি পূরা করার মূল্য এমনভাবে কমে যায়, যা ভবিষ্যতে তার আচার-আচরণে বিপদজনক রূপ ধারণ করতে পারে।

সুতরাং আপনি সন্তানকে যে মিষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে, রাতের বেলা নিজের সঙ্গে তা নিয়ে আসবেন, কিন্তু ভুলে বা ইচ্ছাকৃত রাতে তা আনেননি, এটা তার মানসিকতায় বা আপনার কথার প্রতি তার শ্রদ্ধার পরিমাণে কোনোরূপ প্রভাব ফেলবে না, এমনটা মনে করবেন না।

তেমনভাবে আপনি যে পুরস্কারের কথা বলে তার মনোবল শাণিত করেছিলেন, যাতে সে সফলতা ও উন্নতি লাভ করে, কিন্তু আপনি জানতেন যে, আপনি আসলে তা আনবেন না, এটা খুব সম্মানীভাবে তার মন থেকে চলে গেছে এমনটাও মনে করবেন না যে,।

আমাদের কথা, কর্মকাণ্ড ও প্রতিশ্রুতিগুলোর মাধ্যমেই আমাদের সন্তানগণ তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। কথা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধার মানদণ্ডগুলো এবং চারিত্রিক অনুশাসনগুলো এ ধরনের বিষয়গুলো থেকেই তৈরী হয়।

আমি আপনাকে উপদেশ দিব হে প্রিয় বাবা, আপনি যখন আপনার সন্তানকে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিবেন, অতঃপর তা আনতে ভুলে যাবেন, তখন তার নিকট ক্ষমা চান এবং তাকে পুনরায় কাছাকাছি সময়েই এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিন। আপনি নিজ ওয়াদা রক্ষা করার প্রতি অগ্রহি হোন। আপনি যে মিষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি নিজ বাসায় ঢুকে যাওয়ার পর তা স্মরণ হয়, তাহলে তা কিনে আনার জন্য দ্বিতীয়বার ফিরে যান। আর তাকে এটা জানালে কোনো সমস্যা নেই যে, আপনি নিজ ওয়াদা পূরণ করার জন্য ফিরে গিয়েছিলেন। এটাই তার অন্তরের গভীরে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ বদ্ধমূল করে দিবে।

২৩. আপনি কী কারণে সন্তানকে ভালোবাসেন?

এটা কি এ কারণে যে, সে উচ্চস্থান অধিকারকারী, নাকি এ কারণে যে, সে হালকা গড়ন, উজ্জল এবং পড়ালেখায় অগ্রগামী? নাকি তাকে ভালোবাসেন এ কারণে যে, সে-ই আপনার সন্তান; অন্য কেউ নয়।

স্বাভাবিক কথা যে, আপনি তাকে এ কারণেই ভালোবাসেন যে, সে-ই আপনার সন্তান এবং আপনার জমিনের উপর চলমান কলিজার টুকরো। কিন্তু সে কি জানে?

সে কি অনুভব করে যে, আপনি তাকে তার সত্তার কারণেই ভালোবাসেন ও প্রীতি করেন? তার কদর্য, সৌন্দর্য, উন্নতি-ব্যর্থতা- এগুলো তার প্রতি আপনার ভালোবাসার মানদণ্ড নয়; আপনি তাকে ভালোবাসেন শুধু এ কারণে যে, সে আপনার সন্তান? আপনি তাকে ভালোবাসেন সে কৃতকার্য হলেও এবং অকৃতকার্য হলেও। আপনি তাকে ভালোবাসেন সে সফল হলেও এবং ব্যর্থ হলেও, সে অগ্রসর হলে এবং পিছু হটলেও।

সন্তানের প্রতি বাবার ভালোবাসা তার কৃতিত্বের কারণে নয়; বরং এটা বিশুদ্ধ ভালোবাসা, আপনার শিশু যেন এটা বুঝতে পারে। আপনার শিশু অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, সমস্ত বিশ্ব তাকে ছেড়ে দিলেও আপনি তার পাশে থাকবেন, যেদিন সমস্ত মানুষ তাকে ও তার যোগ্যতাগুলোকে অবিশ্বাস করবে, সেদিন আপনি তা বিশ্বাস করবেন। যেদিন সমস্ত মানুষ তাকে তচ্ছল্য করবে, ছোট করবে, তখন আপনি তাকে বড় মনে করবেন।

তাই আপনার সন্তানকে সুখী, প্রশান্ত ও স্বচ্ছ মনের অধিকারী করার জন্য সর্বাধিক সরল মূলনীতি হলো, তার মাঝে এ উপলব্ধি হওয়া যে, সবকিছুর পরও আপনি তাকে ভালোবাসেন।

প্রিয় বাবা, আমাদের বহুল প্রচলিত ভুলগুলোর মধ্যে একটি হলো আমরা সর্বদা আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো বিনিময়ের সাথে আবদ্ধ করি, যা সে বাস্তবায়ন করবে। যেটা শিশুর মনে এ উপলব্ধি সৃষ্টি করে যে, আমরা তার কৃতিত্বগুলোকে ভালোবাসি, তার ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে ভালোবাসি না।

এটা স্বাভাবিক কথা যে, উচ্চস্থান অধিকারী শিশুর কারণে আমরা সুখী হই এবং এটাও স্বাভাবিক যে, অলস শিশুকে আমরা ভর্ৎসনা করি, শাস্তি দেই।

কিন্তু শিশুর মনে এটা স্থির থাকতে হবে যে, তার প্রতি আমার ভর্ৎসনা বা শাস্তি শুধুমাত্র এ কারণেই যে, আমি তাকে ভালোবাসি। শিশুর অবশ্যই এটা

অনুধাবন করতে হবে যে, তার ভুলের সময় তার সাথে আমি যে কঠিন ব্যবহার করেছি, তা ভালোবাসার কঠোরতা। আর আমার শাস্তি প্রদান ছিল তারই শিক্ষা-দীক্ষার জন্য। কিন্তু আমার নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা ও তার প্রতি ভালোবাসা কখনোও পরিবর্তন হয়নি হবেও না।

এ পয়েন্টের গুরুত্ব সে সময় আরও বেড়ে যায়, যখন আপনার সন্তানের মাঝে কোনো ক্রটি বা শারিরিক অসুস্থতা থাকে বা দুর্বল মেধার অধিকারী হয়। তখন আপনি তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার বিষয়টি সে উপলব্ধি করা জরুরি। তার প্রতি আপনার স্নেহের কথা বলছি না...; বরং তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার কথা বলছি।

আমার উপদেশ এটা নয় যে, আপনি শুধু নৈতিক ও মানবিক কারণেই আপনার সন্তানকে স্ব-অবস্থায় গ্রহণ করে নিবেন; বরং এখানে শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি পয়েন্ট হলো, যে শিশুকে তার পরিবার তার দোষ-ক্রটিগুলোর প্রতি খেয়াল না করেই গ্রহণ করে নেয়, সে নিজ দোষ-ক্রটিগুলোর কারণে কষ্টের শিকার হওয়ার পরও জীবনে আত্মবিশ্বাসী, আত্মমর্যাদাশীল ও সুখী হিসাবে বেড়ে উঠে। যে শিশুকে তার পরিবার এ সব বিষয় সত্ত্বেও গ্রহণ করে নেয়, সে এতটা শক্তিশালী আত্মা নিয়ে বড় হয়, যার ফলে নিজ সামর্থ্যের সবটুকু থেকে উপকৃত হতে পারে এবং জীবনে যে সুযোগগুলো আসে, তার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারে। এ সবকিছুর পাশাপাশি, যত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তার মোকাবেলায় বিরাট শক্তি পায়। শিশুর অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষ থেকে তাকে গ্রহণ করে নেওয়া, তাকে সামাজিকভাবে সাপোর্ট দেয়, যা তার জন্য খুবই প্রয়োজন। এ সাপোর্ট তাকে কল্পনাভীত নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস দান করে। এ সবকিছুর বিপরীতে, যে শিশুকে তার পরিবার তার দোষ-ক্রটি এবং বিভিন্ন সাইডের কমতিগুলোসহ আলোচনা করে বা যার এ উপলব্ধি হয় যে, সে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে, তাহলে তারা এর দ্বারা তার শারিরিক ও মানসিক অসুস্থতাগুলোর প্রভাব তার উপর আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।^{৩৬}

২৪. ভুলে যাবেন না আপনি একজন মানুষ

আর মানুষ ভুল করে। এমনভাবে বাবারাও ভুল করেন, যদিও কেউ কেউ এতে আপত্তি করেন। অনেক সময় তারা নিজ সন্তানদের ব্যাপারেও ভুল করেন। বাবা কখনো সন্তানের ব্যাপারে ভুল করে ফেললে সন্তানের নিকট ক্ষমা চাইবেন কি-না, না-কি এটা প্রতিপালননীতির বিরোধী এবং সন্তানের চোখে বাবার ভাব-মূর্তি নষ্ট হওয়া?

প্রিয় বাবা, আপনার বুঝতে হবে যে, আপনার ভুল হলে শিশুর নিকট ক্ষমা চাওয়াই স্বতন্ত্র একটি প্রতিপালন-কৌশল এবং তার অন্তরে সংশোধনের আদর্শ রোপন করার ভারি মাধ্যম। তাই তার নিকট আপনার ক্ষমা চাওয়া এ ব্যাপারে একটি অলিখিত ঘোষণা যে,

➤ তার সত্তার প্রতি আপনার সম্মানবোধ আছে এবং সে একটি সম্মানযোগ্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

➤ তার অধিকার সংরক্ষিত, এমনকি যদি বাবা ভুলকারী হয়, তবুও। এটা তার মনে ন্যায়পরায়ণতার বীজ বদ্ধমূল করবে।

➤ ক্ষমা চাওয়া বাহাদুরদের একটি বৈশিষ্ট্য। কখনো আপনি ভুল করলে বা সঠিক থেকে দূরে সরে গেলে, নির্দিধায় সাহসিকতার সঙ্গে ক্ষমা চাওয়াতে কোনো লাঞ্ছনা নেই।

➤ ‘কখনো বাবা ভুল করলে ক্ষমা চেয়ে নিবেন’ সন্তানের এই নিশ্চিত বিশ্বাস তাকে আপন সিদ্ধান্তগুলোর বিপুলতার ব্যাপারে আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে।

➤ কিন্তু যদি আপনি সন্তানের বিরুদ্ধে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেটা আপনার নিকটই পরিস্কার হয়ে যায় যে, এটা তার প্রতি জুলুম এবং ভ্রান্তি-নির্ভর, তা সত্ত্বেও আপনি নিজ শাস্তির ব্যাপারে পুনঃবিবেচনা না করেন বা নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়া, ক্রোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ার জন্য ক্ষমা না চান; বরং শাস্তি বাস্তবায়ন করতে থাকেন, তাহলে এটা তার প্রতি জুলুম। আপনি তার অন্তরে অহংকার, গোড়ামী ও জুলুমের আদর্শ গেড়ে দিলেন।

২৫. আদেশ-নিষেধ যথাসম্ভব কম করার চেষ্টা করুন

অধিক আদেশ-নিষেধের সমস্যা হলো, এটা সন্তানের মাঝে বিরোধী মনোভাব হতে সাহায্য করে। তাই ক্রমাগত আদেশ-নিষেধ, যা তার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, এটা আপনার সন্তান পছন্দ করবে না। আমরা দেখতে পাই যে, অধিক আদেশ-নিষেধের ফলে অবাধ্যতা ও তেড়ামি করে বসে।

এ কারণে আমাদেরকে আদেশ-নিষেধের পরিমাণ কমাতে হবে এবং আমাদের কিছু দাবিকে প্রস্তাব বা আবেদনের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।

যেমন, ঘুমাতে যাও এর পরিবর্তে আমার প্রিয় সোনা, তুমি যদি এখন তোমার রুমে যাও, যাতে প্রত্যুষে জাগ্রত হতে পারো, তাহলে কেমন হয়? বা খেলা এটুকুই চলবে বা আমি আর আওয়ায গুনতে চাই না এরকম বলার পরিবর্তে আমার প্রিয় সোনা, একটু খেলা অফ করতে পারবে, যাতে আমি কথাটা শেষ করে নিতে পারি?

প্রিয় বাবা, অধিক আদেশ-নিষেধ মনের কাছে অপছন্দনীয়। কোনো ব্যাখ্যা বা বুঝিয়ে দেওয়া ব্যতীত তার উপর আদেশ-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া সঠিক জিনিস নয়। কেননা এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, তার ব্যক্তিত্ব এবং তার বুঝ ও উপলব্ধি করার যোগ্যতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকা। এটা সে কখনোই মেনে নিবে না।

আমরা যদি একদিন আমাদের শব্দগুলোর প্রতি নজর দেই, তাহলে দেখতে পাবো, শিশুদের সাথে আমাদের কথাবার্তার শব্দগুলোর সিংহভাগই দখল করে আছে আদেশ-নিষেধ। এটা ভারসাম্যপূর্ণভাবে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করবে না। তখন সে হয়ত আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, অথবা (নিজস্ব বুদ্ধি খাটানো ছাড়া) শুধু আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। আর আমি মনে করি না যে, এ দু'ধরনের ব্যক্তিত্ব থেকে কোনোটির প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

২৬. প্রতিভার খোঁজে

এ হলো সেই জ্ঞানী বাবা, যিনি উজ্জল চোখ দিয়ে নিজের সন্তানের প্রতিভাগুলো অনুসন্ধান করেন, যেন তা উন্মুক্ত করতে পারেন। যে বাবা বিশ্বাস করেন যে, তার সন্তানকে যতই স্বাভাবিক মনে হোক, কিন্তু তার মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা আছে, যা এখানো প্রকাশিত হয়নি। এটা কখনো অংকন শিল্পে, কখনো মুখস্তশক্তিতে বা কখনো উদ্ভাবনী চিন্তার ক্ষেত্রে হতে পারে। আবার কখনো সুন্দর স্বর বা কবিতার প্রতি টান বা ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রেও হতে পারে।

জ্ঞানী বাবা সুযোগকে কাজে লাগায়। ফলে তাকে দেখতে পাবেন, সন্তানের মাঝে অংকনের প্রতি আকর্ষণ দেখতে পেলে খাতা ও মোছনি কিনতে চলে যাবে। অথবা জানার প্রতি আগ্রহ দেখলে তাকে নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে যাবে। অথবা মিষ্টি সুর দেখলে কুরআন হেফজ করাবে, ইসলামী সঙ্গীত শিখাবে।

এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি ভালোভাবে বুঝেন যে, প্রতিভাকে যখন যত্ন নেওয়া না হয়, তখন তা গলে যায়, স্তান হয়ে যায় বা যেমনটা এই সূত্র বলে, *যে জিনিসই আমরা ব্যবহার করবো না, তা হারিয়ে ফেলব*। ফলে সে নিজের ভেতর কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবায়নের আগ্রহ বৃদ্ধি করে এবং কথা ও থিওরির চেয়ে বাস্তব পদক্ষেপই তার নিকট অধিক শক্তিশালী হয়।

যে বাবা তার সন্তানকে যেকোন বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে এবং চিন্তা-ভাবনা ও প্রতিভাগুলোকে বাস্তব পরিকল্পনায় রূপ দেয়, তিনি-ই এমন বাবা, যিনি তার সন্তানের মূল্য ও মর্যাদা উঁচু করেন এবং তাকে এমন এমন দক্ষতা ও থিওরি আবিষ্কারে সহযোগীতা করেন, যা প্র্যাকটিস ও বাস্তব কাজ ব্যতীত প্রকাশিত হত না।

২৭. সমতা রক্ষা করুন

ঘরের ভিতর ইনসার্ফের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অনেক আগে আমাদের দাদারা বলতেন, *জুলুমের ক্ষেত্রে সমতা করাও একটি ইনসার্ফ*।

শিক্ষাদানের প্রচলিত ভুলগুলোর মধ্যে একটি হলো একপক্ষকে আরেক পক্ষ থেকে পৃথক করা এবং সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা না করা। আপনি কি মনে করেন এটা একটা সহজ বিষয়? আসুন, আমার সাথে সুরা ইউসুফের এ আয়াতটি পাঠ করুন,

إِذْ قَالُوا لْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

(স্মরণ কর,) যখন ইউসুফের (সৎ) ভাইগণ (পরস্পরে) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতার কাছে আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার (সহদোর) ভাই (বিনইয়ামিনই) বেশি প্রিয়, অথচ আমরা (তার পক্ষে) একটি সুসংহত দল। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের পিতা সুস্পষ্ট কোনো বিভ্রান্তিতে নিপতিত।^{৩৭} ইমাম কুরতুবী রহ. অয়াতে কারিমার তাফসিরে বলেন, তারা ধর্মের বিভ্রান্তি বুঝাননি। কারণ, এটা উদ্দেশ্য করলে তো তারা কাফেরই হতেন; বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সকলে সমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি দু'জনকে দশজনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে পরিচালনার সঠিক পথ থেকে সরে গেছেন। কেউ বলেছেন, উদ্দেশ্য হলো ইউসুফ ও তার ভাইকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে স্পষ্ট ভুলের মধ্যে আছেন।

এখানে পিতা আল্লাহর বার্তাবাহক নবী। কিন্তু তার দু'জন সন্তানকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ফলে অন্যরা একটি অযৌক্তিক কাজে প্ররোচিত হয়েছে... আসুন আমার সাথে আয়াতের বর্ণনাটি পড়ুন-

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ.

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে অন্যকোনো স্থানে ফেলে আসো, যাতে তোমাদের পিতার সবটা মনোযোগ কেবল তোমাদেরই দিকে চলে আসে। আর এসব করার পর তোমরা (তাওবা করে) ভালো লোক হয়ে যাবে।^{৩৮}

ইউসুফের ভাইদের সিদ্ধান্তটি কতটা বিস্ময়কর! আমরা তাকে হত্যা করবো, তারপর তাওবা করে পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ইবনে কাসির রহ. তাদের এ কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তারা গুনাহের পূর্বেই মনে মনে তাওবার চিন্তা করেছে। শুধুমাত্র বাবা তার সন্তানদের কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে একজন আরেকজনকে হত্যা করল।

৩৭. সূরা ইউসুফ : ৮।

৩৮. সূরা ইউসুফ : ৯।

এ কারণেই হেদায়াতের নবী এ বিষয়টির ব্যাপারে খুব গুরুত্বশীল ছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই, যখন নুমান ইবনে বশীর রাযি. তাকে জানালেন যে, তিনি তার এক পুত্রকে তার একটি গোলাম দান করেছেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার প্রত্যেক সন্তানকেই কি এরূপ দান করেছো? অর্থাৎ একে যেমন দিয়েছো, তাদেরকেও কি তেমন দিয়েছো? তিনি বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এটা ফিরিয়ে নাও।

বেশি বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ঘোষণা করেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।^{৩৯}

তিনি আরও বলেছেন, তোমরা দানের ক্ষেত্রে তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো।^{৪০}

সম্ভবত একারণেই জৈনিক পূর্বসূরী আল্লাহওয়ালা সতর্ক করে বলেছেন, যেমনিভাবে তাদের উপর আপনার এ অধিকার আছে যে, তারা আপনার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তেমনি আপনার উপরও তাদের এ অধিকার আছে যে, আপনি তাদের মাঝে ইনসাফ ও সাম্য রক্ষা করবেন।

ছোট শিশুরা খুব উদ্বেগজনকভাবে যেকোনো ধরনের বৈষম্যমূলক নড়াচড়া এবং তাদের এক ভাইকে আরেক ভাইয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করে। এমনকি যদি একটি মুচকি হাসি কিংবা একটু উৎসাহমূলক কথার ক্ষেত্রেও হয়।

এ কারণে পথপ্রদর্শক নবীর নির্দেশ ছিল, ইনসাফ ও সাম্য যেমনিভাবে অর্থগত ও বস্তুগতভাবে হবে, তেমনি মানবিক ও মানসিকভাবেও হতে হবে। এমনকি স্পর্শ করা ও চুম্বনের ব্যাপার হলেও।

২৮. তার কল্পনা ও উচ্চাভিলাসের সহযাত্রী হোন

শিশুর বিস্ময়কর কল্পনা-জল্পনা থাকে। তার মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা দেখে থাকে। কখনো বিশেষ করে প্রথম পাঁচ বছর, এ কল্পনা তাকে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেও প্ররোচিত করে। ফলে আমরা দেখতে পাই, সে ঘুমের ঘরে হাতি সম্বন্ধে কথা বলতে থাকে বা যেন একটি

৩৯. মুসলিম শরিফ।

৪০. বুখারী শরিফ।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

সিংহ তাকে তাড়াচ্ছে। এটা হলো শিশুর উপর ভর করা অতিরিক্ত কল্পনার ফল; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

কল্পনার কতগুলো অসীম বৈশিষ্ট্য আছে। যত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে উপকৃত করেছেন, তা আসলে ব্যক্তির মস্তিস্কের কল্পনাই ছিল, যা তার উপর বারবার চেপে বসেছে। এটাই তাকে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করতে বাধ্য করেছে, কেন নয়?

কল্পনাকে যখন আমরা নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করি, তখন এটা আমাদেরকে উক্ত বিষয়টির দিগন্ত উন্মোচনে একটি কার্যকর দূরদৃষ্টি দান করে। অনেক সময় কল্পনার দৈন্যতাই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কারণ হয়।^{৪১}

প্রিয় বাবা, আপনি শিশুর এ অসীম কল্পনাকে ছোট বেলা থেকেই তার উচ্চাভিলাস উন্নত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন আপনি তাকে বীরদের কাহিনী, পরিশুদ্ধ ও সফল মহান ব্যক্তিদের কাহিনী এবং যাদের অনুসরণ-অনুকরণ করা যাবে, যাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে কিছু আহরণ করা যাবে, তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী শোনাবেন।

কারণ সর্বদা বড়দের ঘটনাবলীর সাথে জীবন যাপন করা, শিশুর মনে এমন একটি জগত সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আশা করে এবং এমন উত্তম আদর্শ আবিষ্কার করতে সাহায্য করে, নিজ ভবিষ্যৎ জীবনে যার অনুসরণ করবে সে।

আমরা দেখতে পাই, শিশু কল্পনা করে, সে সাইফুদ্দীন কুতুজ বা সালাহুদ্দীন আইয়ুবী বা মুহাম্মদ আল-ফাতিহ...। এই কল্পনা প্রশংসিত ও কাম্য। এটা এ শিশুর মনে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব গঠনের আশ্রয় সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তার এ কল্পনাটিই তার জগতে পরিণত হবে, যা সে খুঁজছে।

ডক্টর আব্দুল কারীম বাক্কার বলেন, জাহিলী যুগ থেকেই মা ও দাদিগণ শিশুদের কল্পনা জাগিয়ে তোলার গুরুত্ব জানতেন। তাই তারা তাদের নিকট ঘুমের পূর্বে বাহাদুর ও মহান ব্যক্তিদের ঘটনাবলী বর্ণনা করতেন। ফলে সে ভাবগুলো অবচেতনভাবেই তার মধ্যে প্রবেশ করত এবং গোপনে কাজ গুরু করে দিত। তারা ছোটদের রাগ ঠান্ডা করতে গিয়ে সে ধরনের কবিতা

৪১. মা লা নুআল্লিমু আওলাদানা : ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

আবৃত্তি করতেন, যেগুলো শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বিজয় ও সম্মানের তাৎপর্য আছে, যেমনটা প্রসিদ্ধ ও জানাশোনা।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন, একদা আবু সুফিয়ান রাযি.-এর কন্যা হিন্দার সাথে তার পুত্র মুআবিয়া ছিল। মুআবিয়া ছোট ছিলেন। তখন জনৈক মহিলা মুআবিয়ার মাঝে বাদশাহির কল্লনা দেখে বললেন, তোমার এই পুত্র যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তার কওমের নেতৃত্ব দিবে। তখন হিন্দা-যিনি একজন উচ্চাভিলাসি অভিজাত নারী ছিলেন বললেন, আমি সর্বহারা, যদি সে নিজ কওমের নেতৃত্ব না দেয়। আর মনে মনে চিন্তা করলেন, তার পুত্র জাতির নেতা হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কিছুতেই শান্ত হবেন না। অতঃপর বাস্তবেই তিনি নেতা হয়েছিলেন। মুআবিয়া রাযি. ২০ বছর উমাইয়া রাজত্ব পরিচালনা করেন এবং তার পূর্বে বিশ বছর সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।

আমরা ছোট বেলা থেকেই শিশুকে কোনো বড় জিনিসের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করবো এবং তার জন্য এমন বই এনে দিব, যাতে উক্ত বিষয়ের মহান পুরুষদের জীবনী আছে। যাতে সে তাদের জগতে প্রবেশ করে এবং তাদের পথে চলতে পারে। আর মাঝে মাঝে আমরা তাকে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিব, যার আশা সে করত এবং উক্ত বিষয় বাস্তবায়ন করার মতো পরিস্থিতিও তৈরি করে দিব।^{৪২}

২৯. তার প্রশ্নে বিরক্ত হবেন না

জেনে রাখুন, শিশুরা রাগ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকে, কিন্তু এটাও জানুন যে, যে শিশু বেশি বেশি প্রশ্ন করে না, সে অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক শিশু!!

এতটুকুই নয়, শিশু-প্রতিপালন বিশেষজ্ঞগণ উপদেশ দিয়ে থাকেন, যেন আপনি শিশুর প্রশ্ন করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। যেমন আপনি বললেন, তোমার মতে এ বাচ্চটি কীভাবে কাজ করে? বা কীভাবে এ বিমানটি উড়ে? তারপর বলে দিন যে, কেন তাকে এটা বললেন। তা হলো, যেকোনো ফলাফলের সাথে কারণকে যুক্ত করার জন্য এবং যেন সে জানতে পারে, প্রতিটি ফলাফলেরই পটভূমি ও কারণ থাকে, বিশেষত শিশু-শিক্ষা, ধর্ম ও চারিত্রিক ক্ষেত্রগুলোতে।

৪২. পূর্বোক্ত উৎস।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

তারপর তাকে বলুন, তুমি মনে করো, কেন অমুক লোকটি প্রিয়? হয়ত সে বিভিন্ন সাদামাটা উত্তর দিবে। তাতে বিদ্রোপ করবেন না; বরং তাকে ঠিক করে দিন যে, সে প্রিয়; কারণ সে সত্যবাদি, আমানতদার, মানুষকে সম্মান করে, আল্লাহকে চিনে ও তাকে মর্যাদা দেয়। এ ব্যক্তি উন্নত; কারণ সে পরিশ্রম করেছে ও সফল হয়েছে। আর ওই ব্যক্তি ভিক্ষা করে; কারণ সে পরিশ্রম করেনি, কষ্ট করেনি।

এভাবে আমরা প্রথমে শিশুর মাঝে ‘প্রশ্ন’ শাস্ত্রটির উন্নতি ঘটাবো। দ্বিতীয়ত তাকে জানাবো যে, প্রতিটি ফলেরই একটি কারণ থাকে এবং প্রতিটি কারণেরই একটি ফলাফল থাকে। ভাগ্য ও উন্নতি জীবনের অলঙ্ঘনীয় বিধান নয়।

শিশু প্রশ্নবানের মাধ্যমে সেই সমুদ্রকে বুঝতে চায়, যাতে আমরা বসবাস করি। পিতাদের কর্তব্য হলো, তাকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা এবং আমাদের উত্তরগুলো গঠনমূলক হওয়া। আমরা যা জানবো, তার উত্তর দিবো আর যা জানবো না, তা যখন জানবো, তখন উত্তর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিবো।

আর যখন তার কিছুটা পরিমাপ করার মতো জ্ঞান হবে, তখন তাকে বলতে পারি, কারণ এটাও হতে পারে, আবার ওটাও হতে পারে। আবার হতে পারে আমাদের কাছে ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে যে, আসলে কারণ তৃতীয় একটা।

তার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া অর্থ হলো, তার অনুসন্ধিৎসা দমন করা, তার প্রশ্ন করার যোগ্যতা দুর্বল করে ফেলা। অথবা কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে তাকে বুঝ দিয়ে দেওয়া, তারপর সে সমাজে প্রচলিত অলীক কাহিনী এবং কুসংস্কারের সহজ শিকারে পরিণত হওয়া।^{৪৩}

প্রশ্ন উপস্থাপন কাজে শিশুরাই প্রকৃত বীর। হয়ত এ বিষয়টি সেই অল্পকিছু বিষয়ের মধ্যে একটি, যেগুলোতে বড়দেরকে ছোটদের থেকে শিখতে হয়।

পরিতাপের বিষয় হলো, প্রশ্নের দ্বারা শিশুর যে বিরাট উপকার হয় তা না জানার কারণে এ বিষয়টিতে বড়রা অনেক কষ্টদায়ক আচার-আচরণ করেন। শিশুর অনুসন্ধান ও উন্মোচনের প্রাণটাই নিস্তেজ করে দেন। কখনো উত্তরের চিন্তার বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মিথ্যা বলেন। কখনো বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন বানোয়াট উত্তর দেন। কখনো তাকে ধমকি ও ঝাড়ি দেন।

৪৩. মিন আজলি ইনতিলাকাতি হাজারিয়াতিন শামিলাতিন : ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

কখনো তাকে বলেন, অনেক দার্শনিক হয়ে গেছো, এত প্রশ্ন দিয়ে কী করবে? এ সবার ফলে শিশু বড়দের ন্যায় জানার ব্যাপারে নিরাসক্ত এবং সেই সামান্য পরিমাণ শিক্ষা ও তথ্যের অপেক্ষায় থাকে, যা তার পরিবার ও শিক্ষকগণ দিয়ে থাকে।

আমরা যদি সফল লোকদের জীবনীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, তারা এমন জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন করতে পেরেছিলেন, যা তাদেরকে জ্ঞানগর্ভ উত্তর পাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিল, যা তাদেরকে জীবনে উপকৃত করেছিল। আসলে চিন্তা-ফিকরের অধিকাংশ স্তরগুলোই প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। যেমন, এটা কীভাবে হয়? অথবা ভেবে দেখেছেন, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? বা আমরা কী করতে পারি? বা কোন বাধাটি আমাদের কাজে প্রতিবন্ধক হলো?^{৪৪}

এ ছাড়াও শিক্ষাবিদগণ উপদেশ দেন, আমরা যেন শিশুর প্রশ্নগুলোর শাস্ত্রীয় উত্তর দেই; তবে প্রথমদিনেই তার জ্ঞান উন্নত করে ফেলার ইচ্ছায় জটিল উত্তর না দেই। তবে স্বভাবতই উত্তর সঠিক হওয়ার বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে। যাতে কোনদিন শিশু এটাকে ভুল হিসাবে বুঝতে না পারে আর এর ফলে মুরব্বির সব কথা থেকেই আস্থা নষ্ট না হয়ে যায়। এখানে আমি এমন কয়েকটি প্রশ্নের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, অনেক বাবা তার বাচ্চা প্রথম বছরগুলোতে, বিশেষত প্রথম ছয় বছরে যেগুলোর মুখোমুখি হয়ে থাকেন। এগুলো জটিল প্রশ্ন, যা শিশুরা তাদের কানে একের পর এক ঢালতে থাকে। শিশু শিক্ষাবিদগণ শিশুদের এ ক'বছরের প্রশ্নগুলোকে তিনটি রূপে ভাগ করেন:

১. বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন। যেমন, বাব্ব কীভাবে কাজ করে? গাড়ি কীভাবে চলে?

২. সামাজিক প্রশ্ন। যেমন, আমার দুধভাই কোথা থেকে আসল? অথবা আমি কীভাবে জন্ম নিলাম? আমার বাবার কেন বাচ্চা হয় না?

৩. ধর্মীয় প্রশ্ন। যেমন, আল্লাহ কোথায়? তিনি কত বড়? আমরা কেন তাকে দেখি না? তিনি কী খান? তিনি কি আমাদের মতো ঘুমান? তিনি আকাশ থেকে আমাদেরকে কীভাবে দেখেন?

আপনাকে এ সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং ধৈর্যের সাথে। উত্তর দেওয়া থেকে পালাতে চেষ্টা করবেন না। যাতে সে এ

৪৪. মা লা নুআল্লিমুহ লি আবনাইনা : ড. আব্দুল কারিম বাক্বার।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

সম্পর্কে এমন কাউকে না খোঁজতে থাকে, যে অবিশ্বস্ত বা মূর্খও হতে পারে। ফলে তাকে ভুল উত্তর দিবে আর এতে এটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার ধ্যান-ধারণায় আটকে থাকবে।

যখন আপনি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানেন না, তখন কাউকে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। যেমন বলতে পারেন, তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, তুমি একটু চিন্তা করো। বা এশার পরে তোমাকে বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে বলবো। অথবা বলতে পারেন, তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো, সে জানে কি না?

তবে আপনি তার প্রশ্নের কথা ভুলে যাওয়া বা তার ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে সাবধান! আপনি খুব চেষ্টা করবেন, তার অধিকাংশ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য। তাকে এমন বলবেন না যে, আমি জানি না। কারণ তার দৃষ্টিতে, বিশেষত তার প্রাথমিক বছরগুলোতে, আপনিই সবকিছুর উৎস এবং সবকিছু জানেন।

আর এমনকিছু প্রশ্ন আছে, যার বিরলতা ও কাঠিন্যতায় আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। আমি আপনাকে উপদেশ দিব, আপনি তার জন্য উদার হয়ে যান এবং এ ক্ষেত্রে আপনার জ্ঞানকে কাজে লাগান। তাকে কোনো জটিল, দুর্বোধ্য উত্তর দিবেন না। কারণ এটা তার উত্তর জানার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করে দিবে।

ডক্টর আব্দুল কারিম বাক্কারেরই বই ‘কায়ফা তুরকি তিফলান যাকিয়ান’-এ আছে, জন ব্রেক বলেন, আপনি যদি ব্যস্তও থাকেন, তবু তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। যদি বাসে থাকেন আর আপনার শিশু আপনাকে প্রশ্ন করল, এ মহিলার সামনে কী ফুলে আছে (অর্থাৎ গর্ভ)? অথবা এ লোকটির চুল নেই কেন? তাকে কানে কানে বলুন, তোমাকে পরে বলবো। তারপর এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। আপনাকে, তাকে এটা বুঝাতে হবে যে, প্রশ্ন করতে কোনো বাধা নেই। তবে প্রতিটি সময় প্রশ্নের জন্য উপযুক্ত নয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো প্রিয় বাবা, অধিকাংশ শিশু-শিক্ষাবিদগণ শিশুকে প্রশ্ন করতে বাধা দেওয়ার ভুল এবং প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার বিপদটি অত্যন্ত কঠিনভাবে বলেছেন।

অনেক সময় অধিক প্রশ্নের বিষয়টি বিরক্তিকর হয়, কিন্তু আপনি যদি একটি মেধাবী শিশু চান, তবে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৩০. সন্তানের সাথে আপনিও আক্রান্ত হোন

তার সাথে তার নীতিতেই কথা বলুন, তার শব্দগুলোই ব্যবহার করুন। আপনার কল্পনাগুলোকে তার কল্পনার সাথে মিলিয়ে নিন। তার পদ্ধতিটিই অবলম্বন করুন বা আপনার পদ্ধতিটিকে শিশুরা যেভাবে ভালোবাসে, সেরকম পদ্ধতির মতো করুন। এটা আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু নিজে পিঠ ঝুকিয়ে দিতেন, যেন তার দুই নাতি হাসান ও হুসাইন রাযি. তাতে আরোহন করতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম তার নিকট গিয়ে দেখতে পেতেন, তিনি কোনো লজ্জা বা সংকোচ ব্যতীত ঘোড়ার মতো তাদের বহন করে চলছেন।

শিশুরা খুব মজা পায়, যখন দেখে বড়দের জগতের কোনো মেহমান তাদের ছোট জগতে প্রবেশ করেছে এবং তারা যা দেখছে, তিনিও তা দেখছেন, তারা যা শুনছে, তিনিও তা শুনছেন। এ কারণে প্রিয় বাবা, আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনি তাদের সাথে সমান হয়ে খেলা করুন, তাদের সাথে পড়ুন, একসাথে আনন্দদায়ক কার্টুন ছবি দেখুন।

কারণ আমাদের সন্তানদের সাথে মানসিকভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তাদের সামনে নিজেকে মেলে দিব, তাদের কথা শুনবো। আমাদের সন্তানদের সাথে বিশ্বাস ও বোঝাপড়ার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য খুব প্রয়োজন, বিশেষ করে এ যুগে।

যখন শিশু সর্বদা আপনাকে তার সাথে পাবে, আপনার নৈকট্য অনুভব করবে এবং তার কথাগুলো শোনা ও মূল্যায়ন করার জন্য আপনাকে প্রস্তুত পাবে, তখন আপনিই তার জন্য বন্ধুবর বাবা, অথবা বলতে পারেন, বাবারূপী বন্ধুর পর্যায়ে হয়ে যাবেন। তখন সে আপনার নিকট তার অন্তরের কথাগুলো ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো প্রকাশ করবে।

এ প্রকাশ করাটা, আপনার সন্তানের ভুলগুলো সংশোধন করতে এবং যেকোন বিচ্যুতিমূলক পদক্ষেপের প্রতিকার করতে সাহায্য করবে। এরচেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করতে এটা আপনাকে সাহায্য করবে। কারণ স্বাধারণত মানুষ তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়, যারা তাদেরকে ভালোবাসে।

আপনার শিশু যখন তার জগতে আপনাকে উপস্থিত দেখতে পাবে, তখন আপনার দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং সহজে ও স্বাচ্ছন্দে আপনার সাথে ভাব আদান-প্রদান করবে।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

আপনার সন্তানের ছোট বেলা থেকেই তার সাথে বন্ধুত্বের পুল নির্মাণ করা এবং তার জগতে প্রবেশ করা, তাকেও বড়দের জগতে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। সে খুব দ্রুত ও সহজে বড়দের বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলো শিখে ফেলতে পারবে। ফলে তাকে এমন শিশু হিসাবে দেখতে পাবেন যে, বয়সের চেয়ে অগ্রগামী এবং ভালো জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

৩১. তার অনুভূতিগুলো বুঝুন

যখন আপনার ছেলে চিৎকার করবে, তার খেলনাটি ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে বা আপনার কণ্যা কাঁদতে থাকবে তার পুতুলটি হারিয়ে যাওয়ার কারণে, তখন আপনাকেও তার দুঃখের অনুভূতিগুলো গ্রহণ করে নিতে হবে। সামান্য সমস্যা বলে বোকা সাব্যস্ত করবেন না। কারণ তাদের বিবেচনায়, সেই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হারিয়ে গেছে বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, যা তাদেরকে সুখী করে তোলে। তাদের কাউকে দুঃখিত দেখতে পেলে আপনার কর্তব্য হবে তার দুঃখটা গ্রহণ করে নেওয়া, তার অনুভূতিগুলো বুঝা, তার প্রতি সম্মান প্রকাশ করা।

এমনিভাবে অনেক সময় আপনার সন্তান রাগান্বিত হবে, যখন আপনি তাকে তার খেলনাগুলো রেখে ঘুমের জন্য যেতে বলবেন, কারণ তার ঘুমের সময় হয়ে গেছে। অথবা যখন তার পছন্দের কার্টুন ছবির সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসবেন, একটি জরুরি ফরম ক্রয়ের জন্য। এ সময়ও তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনি তার ক্রোধের রহস্যটি এবং তার গোপন অনুভূতিগুলো বুঝেন। তাকে এমনটা বললেও কোনো সমস্যা নেই যে, আমি জানি যে, এটাতে তুমি দুঃখিত হবে, কিন্তু তুমি জানো যে, আমি এ বিষয়টাতে তোমার উপর নির্ভর করি। বা তাকে বলতে পারেন, তোমার মতো আমিও আমার আত্মহের প্রোগ্রামগুলো বা ম্যাচ দেখা ছাড়া পছন্দ করি না, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে, যার কারণে আমরা এগুলো বিসর্জন দেই। শুধু আপনার পক্ষ থেকে তার অনুভূতিগুলো গ্রহণ করে নেওয়া, যদিও শিশুর পক্ষ থেকে সরাসরি এর কোনো ইতিচাক সাড়া না পান, তথাপি এর ফলে সে তার নিজ অনুভূতিগুলো গ্রহণ করে নিবে, নিজ অনুভূতিগুলোকে শান্ত রাখবে এবং তাকে সুপথে পরিচালিত করবে।

বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর বাস্তবতা প্রমাণ করে, মানুষ-চাই ছোট হোক বা বড়, প্রথমত, আবেগতড়িত বা সংবেদনশীল একটি

প্রাণী। তাদের মাঝে বিবেকের দিকটি আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক দুর্বল। মানুষ তাদের অধিকাংশ কাজে আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। শিশুদের অনুভূতিগুলো পরিপূর্ণ, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সীমিত। এ কারণে আবেগজড়িত বিষয়গুলো তাদের মাঝে অত্যন্ত প্রভাব ফেলে।^{৪৫}

মনোবিজ্ঞানীগণ উল্লেখ করেছেন, মানুষের মাঝে প্রধানত ৮ প্রকার প্রতিক্রিয়া থাকে। তন্মধ্যে ৬ টি নেতিবাচক। তা হলো ক্রোধ, ভয়, দুশ্চিন্তা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, বিরক্তি, লাঞ্ছনা ও লজ্জা। আর দু'টি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া, আনন্দ ও ভালোবাসা। এ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলোকে যখন মানুষ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, তখনই এগুলো তার জীবনে ভালো ফলাফল দেয়।

তাই রাগ প্রশংসনীয়, যখন আমাদের অধিকার নষ্ট করা হয়। অন্যথায় একজন মানুষ নির্বোধ হিসাবে বিবেচিত হবে। বিপদের সম্মুখীন হলে ভয় কাম্য। অন্যথায় ক্রম্বেপহীনভাবে প্রাণ শেষ হয়ে যাবে। দুঃখ, আমাদের আত্মসমালোচনা ও আমাদের চিন্তাগুলোকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর একটি উত্তম সুযোগ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রশ্ন ও অনুসন্ধানে প্ররোচিত করে। বিরক্তি, বিকৃত স্বভাব মোকাবেলা করা ও তার থেকে দূরে থাকার জন্য একটি উত্তম মানসিক অবস্থা। লাঞ্ছনা ও লজ্জাই আমাদেরকে দ্রুত মন্দ কাজ থেকে ফিরে এসে সঠিক পথে চলতে এবং মন্দ ও হীন বিষয়ে দ্বিতীয়বার জড়িত না হতে উৎসাহিত করে।

এ সকল চেতনা ও অনুভূতিগুলোকে আমাদের নিজেদের মাঝে ও আমাদের সন্তানদের মাঝে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। যাতে তারা উশৃঙ্খল চেতনার শিকার না হয়। যাতে তাদেরকে দুশ্চিন্তার স্থানে আনন্দিত আর আনন্দ-উৎফুল্লতার স্থানে ভগ্নদশা দেখতে না পাই।

প্রথমত, এটা সম্ভব হবে আমরা তাদের অনুভূতিগুলো বুঝার দ্বারা। দ্বিতীয়ত, তাদের সামনে তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলো ব্যাখ্যা করার দ্বারা। কঠোর হৃদয় ও অনুভূতিহীন মানুষগুলো কিন্তু সেই ভুল শিক্ষারই ফল, যাতে তাদের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতিগুলো বুঝার চেষ্টা করা হয়নি। এ কারণে আপনার সন্তানের অনুভূতিগুলো বোঝা, তার সম্মান করা এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪৫. মা লা নুআল্লিমুহ লি-আবনাইনা।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

৩২. দুঃখিত... আগে আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন

বুঝিয়ে দেওয়া শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যে মানুষ নিজে যা করছে তার দর্শন বুঝে, সে নিজ কাজের ব্যাপারে অধিক বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ হয়। যে সকল সন্তানরা ফেরাউনি পরিবেশে বেড়ে উঠে, যা ‘আমি তো তোমাদেরকে সে পথই দেখাই, যা আমি ভালো মনে করি’ এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা এমন ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব ও অসাড় সংকল্পশীল হয়, যা কোনো স্থির বস্তুকে নাড়াতে পারে না।

কাওয়াকিবী বলেন, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া ভীতি প্রদর্শনের চেয়ে তো বটে; উৎসাহ প্রদানের চেয়েও উত্তম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ফ্রি সম্পর্কের সাথে শিক্ষাদান, গান্ধীর সাথে শিক্ষাদানের চেয়ে উত্তম। পুরস্কার বা এ জাতীয় বিষয়ের লোভে অর্জিত শিক্ষার চেয়ে আত্মহের দ্বারা অর্জিত শিক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বদলা বা শাস্তি খুব কমই উপকার দেয়।

তবে এখানে একটি সংশয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যিক, অনেক পিতাগণ যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তা হচ্ছে, সন্তান কোনো আকিদাগত বা দ্বিনি বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে বলা। যেমন কণ্যা আপনাকে বলল, আমাকে হিজাবের যুক্তি বুঝিয়ে দিন, তাহলে আমি হিজাব পরিধান করবো। অথবা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই হিজাব পরবো এবং তা আর খুলবো না; অন্যথায় নয়। বা ছেলে বলল, নামাজের বিশেষ গুরুত্বটা কী? অথবা উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহর রাসুলের উল্লেখিত হাদিসটি আমাদের সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি না।

অথবা ছেলে এমন কোনো কাজ করতে অস্বীকার করল, তার ক্ষুদ্র জ্ঞান যার হিকমত বা দর্শন বুঝতে পারেনি। বিশেষত যখন তার এ প্রত্যাখ্যান তাকে কষ্টদায়ক পথে নিয়ে যাবে।

এ কারণে শিশুর নিকট আমরা তার যে জ্ঞান ও চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত করতে চাই, তার মাঝে আর অবাধ্যতা ও উশ্জ্বলার মাঝে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিতে হবে।

এটা সম্ভব হবে, যদি আমরা প্রথম দিন থেকেই শিশুকে এই শিক্ষা দেই,

اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

বস্ত্রত আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।^{৪৬}

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার বাকি থাকে না।^{৪৭}

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.

সে তার নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলে না। এটা তো খালেস ওহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়।^{৪৮}

হ্যাঁ, আমাদের সন্তানদের মাঝে সীমাহীন চিন্তা-স্বাধীনতার বীজ বপন করতে হবে, কিন্তু এর পূর্বে তার মাঝে এই বীজ বপন করতে হবে যে, আল্লাহ প্রদত্ত কিছু সীমারেখা আছে, যা জ্ঞান সৃষ্টিকারী ও তাকে মুক্তকারী। হৃদয় সৃষ্টিকারী ও তাকে কোমলকারী এবং মন সৃষ্টিকারী ও তাকে সুষমকারী সত্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সীমারেখাগুলো আবিস্কার ও উদ্ভাবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে না, যদিও ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা এমনটা ধারণা করে ও বলতে থাকে। বরং এগুলো এমন সীমারেখা, যা আপনাকে আল্লাহর একজন বান্দা হিসাবে পথের নিরাপত্তা দিবে এবং পথভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে।

আমাদের মহান উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব রহ. বলেন, শিশুকে যেকোনো কাজের হিকমত ও কারণ শিক্ষা দেওয়া সমস্যা নয়। তবে সে আদেশ বাস্তবায়নের জন্য উক্ত কাজের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তিকে শর্তযুক্ত করা শিশুর জন্য ধ্বংসাত্মক। উপরন্তু এটা সুস্থ জ্ঞানের দাবিগুলোর মধ্যে ন্যূনতম দাবিটিরও পরিপন্থী। অন্যথায় যখন পৃথিবীর সকল বিশেষজ্ঞগণ নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপর একমত, কিন্তু শিশুটি তার যুক্তি বুঝছে না; কারণ তার সীমিত অভিজ্ঞতা এর হিকমত বুঝতে অক্ষম, তখন কী করা উচিত?!

৪৬. সূরা বাকারাহ : ২৩২।

৪৭. সূরা আহযাব : ৩৬।

৪৮. আন-নাজম : ৩-৪।

আমরা সেই অত্যাৱশ্যকীয় জরুরি বিষয়টি কি ছেড়ে দিব, যেটার ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান রয়েছে যে, এটা অত্যাৱশ্যকীয় এবং তা পালন না করা নিশ্চিত ক্ষতিকর... আমরা তা ছেড়ে দিব আর শিশুটির ক্ষতি হয়ে যাবে... পরবর্তিতে আমাদের এই পদক্ষেপে শিশুটি অসম্ভব হবে, হয়ত আর কখনোই সে সম্ভব হবে না?!!

বর্তমানে কথিত সভ্যবিশ্বে যুবকদের মাঝে নব্য জাহিলিয়াহ রূপে যে বিচ্যুতি-বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, তা কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল? এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ, উত্তম গুণাবলী, সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট আদর্শগুলো বুঝতে পারেনি, তারপর তাদের পিতাগণও তাদেরকে আপন অবস্থায়ই ছেড়ে দিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা না বুঝে। কিন্তু তারপর এখনো বুঝেনি, হয়ত মানবজাতি তাদের বুঝার জন্য কেবল অপেক্ষাই করতে থাকবে।

ইসলামি শিক্ষানীতি প্রথমত, আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মসমর্পণ ও বিনাবাক্যে মেনে নেওয়ার উপর। চাই মানুষ তার হিকমত জানুক বা না জানুক। চাই তার যুক্তি বুঝুক বা না বুঝুক।

তাই মুসলিমের এ প্রশ্ন করার অধিকার আছে, এমনকি এটা কর্তব্যও, যে, কেন? অতঃপর যখন জানতে পারবে, এটা আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ, তখন প্রশ্ন শেষ, আনুগত্য আবশ্যিক। অন্যথায় ঈমান শেষ হয়ে যাবে।^{৪৯}

৩৩. জীবনের বিভিন্ন দক্ষতাগুলো শিক্ষা দিন

জীবন এখন আগের মতো নেই। বস্তুর উন্নতি হয়েছে। গতকালের পূর্ণতার বিষয়গুলো আজ মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জীবিকা উপার্জনে সর্বনিম্ন পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না; রবং এমন সচেতন মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়, যা সুযোগ পেলেই শিকার করে ফেলে এবং যখন সুযোগ না থাকে, তখন সুযোগ তৈরি করে।

আরবগণ তাদের মর্যাদার যুগে নিজ সন্তানদের শুধু পড়া-লেখার দক্ষতা শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না, বরং জীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোও শিক্ষা দিতেন। হাজ্জাজ তার ছেলের শিক্ষককে বলেছিল, তাকে লেখা শিখানোর পূর্বে সাতার শিখান। কারণ তারা তার পক্ষ থেকে লিখে দেওয়ার মতো লোক পাবে, কিন্তু তার পক্ষে সাতার কেটে দেওয়ার লোক পাবে না।

৪৯. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. সিরিয়াবাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র মারফত বলেছিলেন, আপনাদের সন্তানদের সাতার, তীর নিষ্ক্ষেপ ও অশ্বচালনা শিক্ষা দিন। কারণ এ সকল বিষয়ের দক্ষ লোকেরা নিজ গোত্রের মাঝে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতেন।

বর্তমানে এমনকিছ বিষয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যিক, যেগুলো আমাদের আধুনিক যুগে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো

➤ ফলাফল বের করা, কল্পনা করা এবং একটির মাধ্যমে আরেকটি প্রমাণ করার দক্ষতা। তাই তার প্রশ্নগুলোর সরাসরি উত্তর দিয়ে দিবেন না; বরং তাকে প্রশ্ন করুন এবং তাকেই উত্তরটি পর্যন্ত পৌছতে সাহায্য করুন। সে যখন আপনাকে বলবে, আমরা যে পানি পান করি, তা কোথা থেকে আসে? তখন আপনি বলে দিবেন না কল থেকে বা নদি থেকে। বরং তাকে বলুন, তুমি কী মনে করো? যদি সে বলে, দেয়াল থেকে। তাহলে তাকে বলুন কীভাবে? এভাবে এক ধাপ এক ধাপ করে তাকে সঠিক উত্তরটির দিকে নিয়ে যান।

আমরা যদি ধারণা করি, আমরা শিশুদের যে তথ্যগুলো দেই, এগুলোই তাদের বুঝ সম্প্রসারণে সাহায্য করে, তাহলে এটা ভুল। সঠিক কথা হলো, ওই সকল তথ্য পর্যন্ত পৌছতে জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে তাদের বুঝ সম্প্রসারিত হয় ও উন্নতি লাভ করে। এ কারণেই আইনষ্টাইন বলেন, কল্পনা বিদ্যা থেকেও শক্তিশালী।

➤ আরেকটি দক্ষতা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। তা হলো, বিকল্প পেশ করা এবং ইতিবাচক চিন্তা করা। অর্থাৎ যখন সে আপনাকে বলবে, আমি বিদ্যালয়ে যেতে চাচ্ছি না, তখন তাকে বলুন, ভালো, তবে আমি চাই তুমি আমাকে কয়েকটি বিকল্প বলে দিবে।

➤ এমনভাবে জীবনের তুলনামূলক লেভেলগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাকে বলুন, কেন অমুক লোকটি ভালো, প্রসিদ্ধ; সকলে তাকে সম্মান করে আর অমুক লোকটি অসম্মানিত; ভিক্ষা করে? এটা আপনার সন্তানের মাঝে এই উপলব্ধি সৃষ্টিতে সাহায্য করবে যে, প্রতিটি কারণের একটি ফল আছে। হঠাৎ পেয়ে যাওয়া ও ভাগ্য লেগে যাওয়া জীবনের স্বাভাবিক পন্থা নয়।

➤ তাকে প্রতিশ্রুতি পূরা করা শিক্ষা দিন। তার থেকে একটি কাজের প্রতিশ্রুতি নিন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন। আর

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

আপনি তার উপর নজরদারি করার চেষ্টা করুন এবং সে যা বলেছে, তা মেনে চলার গুরুত্ব জাগিয়ে তুলুন।

➤ তাকে শিক্ষা দিন, কীভাবে তার সময়গুলোকে পরিচালনা করতে হবে এবং কীভাবে অধ্যয়নের জন্য একটি রুটিন তৈরী করে এবং খেলাধুলা ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময়গুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

➤ এমনভাবে কথা বলার শিষ্টাচার, ভিন্নমতের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নেওয়া, সব বিষয়ের জ্ঞানগত দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি দক্ষতাগুলোও শিক্ষা দিন।

চর্চা ও অভ্যাস করার মাধ্যমে এ বিষয়গুলো এবং এ ছাড়াও সফলতা ও উন্নতিকে ভালোবাসা, উচ্চালিভাসী হওয়া, অন্যদের সাহায্য করা, সংকর্ম করা, সামাজিক কাজ করা ইত্যাদি দক্ষতাগুলো বৃদ্ধি পাবে। কারণ ভালো-মন্দ, উদ্যমতা-নিস্তেজতা এগুলো এমন স্বভাব, যা দীর্ঘ অভ্যাস করার দ্বারা এবং তার পরিপার্শ্বিক লোকদের সুন্দর বাস্তবায়নের দ্বারা অর্জন করা যায়।

৩৪. হে বৎস, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন

এটি এমন এক বুলি, যা কোনো বাবারই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এর বিপরীতে শিশুকে এ ভয় দেখানো উচিত নয় যে, আল্লাহ তাকে পোড়াবেন, তাকে শাস্তি দিবেন... যেন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি ও পদস্থলনগুলোর জন্য অপেক্ষায় বসে আছেন। শিশুদের জন্য ভীতি প্রদর্শন উপযুক্ত নয়, যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে বিশেষ কিছু অবস্থায় ভিন্ন। সর্বাধিক কার্যকর পন্থা হলো তাদেরকে মহা মহিম আল্লাহর ভালোবাসার উপর গড়ে তোলা। যেন তার আল্লাহর ইবাদত আত্মিক উপভোগের বিষয় হয়ে যায়; সেই কর্তব্যের মতো না হয়, যা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আর আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা, তার সন্তুষ্টি ও মেনে নেওয়ার সাথেই হয়।

আল্লাহর ক্রোধ ও তার শাস্তি এবং জাহান্নাম ও তার ভয়াবহতার কথা বেশি বেশি বলে অকারণে শিশুকে ভীত করার জন্য ভয়ের সীমারেখায় ভর করা উচিত নয়; বরং সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং সুখ ও শাস্তির কথা একসাথে মিলিয়ে বলা উচিত, যেমনটা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহর স্বীকৃত নীতি। এমনভাবে প্রথমে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শুরু করা উচিত; ভীতিপ্রদর্শনের

মাধ্যমে নয়। যাতে প্রথমেই শিশুর হৃদয় আশার সূতোয় গেথে যায়। কারণ ছোট্ট সময়ে ভালোবাসারই সবচেয়ে বেশি তার প্রয়োজন।

তবে অপ্রত্যাশ্ভাবে শিশুর মনে ভয় পৌঁছে যাওয়া সমস্যা নয়। যেমন, যখন সে কোনো ভালো কাজ করল, তখন বলা হল, এ কাজের কারণে আল্লাহ তাকে পুরস্কার দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তুমি অন্যান্য ছেলেদের মতো নও, যারা মন্দ কাজ করে এবং যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন...।

এভাবে আমরা তার সামনে শাস্তির বিষয়টি উল্লেখ করলাম, কিন্তু সূক্ষ্ম পছায়। তার মনে কান্ডিত ভয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত হয়ে তার ছোট বয়সে কোনো শিক্ষামূলক কারণ ছাড়া তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না।^{৫০}

যে শিশু আল্লাহর ভালোবাসার উপর বেড়ে উঠে, সে প্রশান্তিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তাওয়াক্কুলের প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজের হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা থেকে মুক্ত করে ফেলে। হাদিসে এসেছে, দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট দুআ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য যেমন ছিলেন, আমার ছেলের জন্যও তেমন হন। তখন আল্লাহ তার নিকট এ মর্মে ওহি পাঠালেন যে, তোমার ছেলেকে বলো, যেন তুমি আমার জন্য যেমন ছিলে, সেও আমার জন্য তেমন হয়, তাহলে আমিও তোমার জন্য যেমন ছিলাম, তার জন্য তেমন হবো। অর্থাৎ তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করো। তাহলে আমি তার বন্ধু, সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হয়ে যাবো।

এখান থেকেই দায়িত্বশীল পিতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়ে যায় তার সন্তানকে আল্লাহর পথ দেখানো, তাকে আল্লাহকে চিনিয়া দেওয়া এবং তার অন্তরে তার ভালোবাসার বীজ বপন করা।

প্রিয় বাবা, আপনার সন্তানের ছোট বয়স থেকেই শুরু করতে হবে। সে যখন তৃতীয় বর্ষে পৌঁছে, তখনই তাকে প্রথমে ছোট ছোট সুরাগুলো এবং কতিপয় সুন্দর কবিতা শিক্ষা দিন। তার নিকট আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে কয়েকটি নামের ব্যাখ্যা সরলভাবে তুলে ধরুন। আর যদি কোনো আনন্দদায়ক গল্পের মাধ্যমে এ ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারেন, তাহলে তো অনেক ভালো। তাকে জানাবেন যে, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য দু'টি হাত

৫০. মানহাজুত তারবিয়াতুল ইসলামিয়া।

সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তার জন্য পিতামাতা সৃষ্টি করেছেন। তাকে সহজ-সরলভাবে বিভিন্ন দু'আ ও ইসলামি শিষ্টাচারগুলো শিক্ষা দিবেন।

সন্তান কুরআনের যে সুরাগুলোর অর্থ জানে না, সেগুলো মুখস্ত করলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করে, মুখস্তের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটিই উত্তম এবং ছোটদের মস্তিষ্কে যা অংকিত হয়ে যায়, তা সে সহজে ভুলে না। কারণ এ বয়সের শিশুরা শূন্যমস্তিষ্কের অধিকারী থাকে, ফলে তার শিক্ষাদানকারী তাতে যা রাখতে চায়, তা ই গ্রহণ করে নেয়।

সৌদি আরবে পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শিশুকে অতি ছোট বেলা থেকেই আল্লাহর কিতাব মুখস্ত করানো উপর খুব গুরুত্বারোপ করা হয়। কারণ এ বয়সে মুখস্ত করা সহজ হয় এবং মস্তিষ্কের দ্রুত আয়ত্ব করা ও স্মরণ করার ক্ষমতা থাকে। উক্ত গবেষণা আরও নিশ্চিত করে যে, জ্ঞানার্জনে উন্নতি ও অগ্রগামিতার ক্ষেত্রে কুরআন হিফজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ফলে অল্পবয়সে কুরআন হিফজ শুরু করা শিক্ষার্থীদের ৭০% শিক্ষার্থী তাদের পরবর্তী পড়াশোনায়ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থানগুলো অধিকার করেছে।

প্রিয় বাবা, যখন আপনার শিশু সপ্তম বছরে পা দিবে, তখন আপনি নিজ ডান হাতে তাকে মসজিদে নিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন ইসলামি শিক্ষামূলক গল্পের বই কিনে দিয়ে তার মাঝে পড়ার আত্মহৃদয় বৃদ্ধি করতে শুরু করবেন। এ ছাড়া বিভিন্নরকম কম্পিউটারের সিডি ও ইসলামিক গানের ক্যাসেটও কিনে দিবেন। এ সবগুলোই আনন্দ ও উৎফুল্লতার ভেতরে থেকে হবে।

যখন আপনার সন্তান দশম বছরে প্রবেশ করবে, (যে বয়সে শিশুর মানসিক ও শিক্ষামূলক কাঠামো পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়। ফলে আমরা তার মাঝে বন্ধুদের প্রতি ঝোক এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা ও অনুশাসন ভঙ্গ করার চেষ্টা দেখতে পাই), তখন আমাদেরকে তার সাথে ঘুরতে বের হয়ে, পর্যালোচনা করে এবং তাকে আল্লাহর মহত্ত্ব ও শক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এ স্তরটিকে শিশুর ঈমানী চেতনা বাড়ানোর কাজে লাগাতে হবে। তাকে জানাতে হবে যে, আমাদের আল্লাহর আনুগত্য তার কোনো কিছু বৃদ্ধি করে না আর আমাদের তার অবাধ্যতা তার কোনো ক্ষতি করে না। আমরাই তার মুখাপেক্ষি, তার দয়া ও করুণার মুখাপেক্ষি। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে এ বার্তা পৌছাতে হবে যে, যত যুদ্ধে বিজয় অর্জন করা সম্ভব, তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ যুদ্ধ হলো, শয়তান ও কুমন্ত্রণাদানকারী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর সর্ববৃহৎ

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

যে লাভটি অর্জন করা সম্ভব, তা হলো আল্লাহর সমৃদ্ধি ও নিজ অন্তরের প্রশান্তি।

এমনিভাবে আমাদেরকে তার সামনে কয়েকটি সংশয় পরিস্কার দিতে হবে, যা শিশুদের মস্তিষ্কে তাড়াতাড়ি এসে থাকে, যেমন অমুক মুমিন ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হলো আর অমুক গুনাহগার সুখে-স্বাচ্ছন্দে গর্বভরে হাটছে। এভাবে পরিস্কার করবো যে, তার সামনে পরীক্ষার দর্শনটি বিশ্লেষণ করবো। তাকে জানাবো যে, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে অনিষ্টের দ্বারা পরীক্ষা করেন, তেমনি কল্যাণের দ্বারাও পরীক্ষা করেন। আর তিনি যেমনিভাবে সম্বলতার দ্বারা সুখ দান করেন, তেমনি সংকটের দ্বারাও সুখ দান করেন।

প্রিয় বাবা, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, আপনি নিজ সন্তানের প্রাথমিক বছরগুলোতে যে শিক্ষার বীজ তার মাঝে বপন করেছেন, তা পরবর্তী স্তরগুলোতেও আপনার জন্য সহজ করে দিবে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী স্তরটিকে, যেটা অধিকাংশ অভিভাবকের মাথা ব্যাথার কারণ হয়, আপনার মাঝে ও আপনার সন্তানের মাঝে ঘনিষ্ঠতার সবচেয়ে সুন্দরতম বছরগুলোতে পরিণত করবে।

৩৫. আমাদের ঘরেই আছে প্রতিভা

মেধাবি প্রতিভাবান সন্তান মহান আল্লাহর দান। তার সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করতে হবে, যেন এ প্রতিভা নষ্ট হয়ে না যায়। প্রতিভা ব্যবহারের আদর্শ পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই,

প্রথমত : বিদ্যালয় যদিও শিশুর উন্নতির জন্য একটি ইতিবাচক সূচক বা প্লাস পয়েন্ট, কিন্তু উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু-শিক্ষাবিদে মতে, বিদ্যালয়ে প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় শিশুকে চিহ্নিত করার প্রতি বেশি ভ্রক্ষেপ করা হয় না। ইতিহাস এমন অনেক মহান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণ, যারা ব্যর্থ ছাত্র ছিলেন। এমনকি ভেনিজুয়েলা রাষ্ট্রীয় মেধা নির্ণয়ের জন্য একজন মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার কাজের পদবির নাম ছিল রাষ্ট্রীয় মেধা উন্নয়ন মন্ত্রী। মন্ত্রীর নাম ছিল আলবার্তো লুইস মাচাডো। তার একটি বক্তব্য ছিল এরকম, উপযুক্ত প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রতিভা সৃষ্টি করা সম্ভব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের এটা শিখায় না যে, তারা কীভাবে মেধাবি হবে।

দ্বিতীয়ত : আমাদের এটা জানতে হবে যে, প্রতিটি শিশু একটি প্রতিভা-প্রকল্প। সৃষ্টিগত, সামাজিক ও মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারতার ফলে প্রতিভার সীমা প্রসারিত হতে থাকে এবং তখন আমরা আরও বড় দৃষ্টিতে সে সকল প্রতিভাগুলো দেখতে পাই, যার প্রতি পূর্বে দৃষ্টিই পড়ত না। যেমন, বক্তৃতা, উপস্থাপন দক্ষতা, সংলাপ ও বুঝানোর শিল্পসমূহ।

প্রতিভাবান শিশুর মাঝে যেসব লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

- যৌগিক বাক্যগঠন করতে পারা এবং তার সমবয়সীদের তুলনায় আগে আগে কথা বলা শুরু করে দেওয়া।
- উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সহজে শিখতে পারা।
- পরিতুষ্টকারী ও যথোপযুক্ত উত্তর না পেলে শিশু অসন্তুষ্ট হওয়া।
- অল্প বয়সেই পড়তে পারা এবং সমবয়সীদের আগে অল্প বয়সেই পড়ায় পাকা হয়ে যাওয়া।
- শক্তিশালী স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া এবং বিস্তারিত বর্ণনা মনে রাখার শক্তি থাকা।
- জানার প্রতি আগ্রহ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ছোঁড়ে দেওয়া। যেমন, কীভাবে? কেন? কখন? কোথায়?
- দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো তार्কিক স্টাইলে চিন্তা করা।
- স্বাধীনচেতা মনোভাব। এমনকি এটা কখনো কম মেনে চলার অবস্থায়ও গড়ায়।
- নতুন নতুন পরিস্থিতির প্রতি নমনীয় হওয়া এবং তার সাথে খাপ খাওয়া।
- ভাগ্যানির্ভর খেলার তুলনায় সে সকল খেলায় অধিক জড়িত হওয়া, যা ভাঙ্গা-গড়া এবং খোলা ও বাঁধার উপর নির্ভরশীল।
- জটিল সিনথেটিক খেলায় উচ্চক্ষমতা প্রকাশ করা।
- তার মনোযোগের ক্ষেত্রটিতে দীর্ঘ সময় কাজ করা।
- আগে আগে ডান বাম নির্ণয় করতে পারা।
- কার্যকর ধারণাগুলো অল্পবয়সেই উপলব্ধি করতে পারা এবং এ ধারণাকে ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিসের যুক্তি, পরিমাণ, সময় ও তুলনা বুঝতে পারা।
- স্থান মনে রাখার তীব্র শক্তি এবং সূক্ষ্মভাবে দিক নির্ণয়ের ক্ষমতা।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

- দশ ও বিশের উপরের সংখ্যাগুলো অল্পবয়সেই গণতে পারা।
- গণিতের সমস্যাগুলো অল্প সময়েই সমাধান করে ফেলা।

এমনিভাবে এমন কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক মানসিক বৈশিষ্ট্যও আছে, যা প্রতিভাবান ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন লোকদের মাঝে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। আমরা তন্মধ্যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে উল্লেখ করবো।

- নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করার দক্ষতা।
- তার থেকে যে কাজ চাওয়া হয়, তা দ্রুত বাস্তবায়ন করে ফেলা।
- গুরুত্ব ও মন দিয়ে কাজ করা।
- জানা ও উদঘাটন করার আগ্রহ। সর্বদা তথ্যের পিছনে ছোটা। তার আশপাশে কী হচ্ছে, তার ব্যাপারে তীক্ষ্ণ মনোযোগ থাকা এবং এ সকল ঘটনাবলী থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।
- অন্যদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার তীব্র অনুভূতি।
- বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং নিজের বিভিন্ন মতামত দিয়ে তাকে সমৃদ্ধশালী করা।
- বাহ্যিক অবস্থাগুলোকে কার্যকরণের সাথে যুক্তকারী সম্পর্কগুলো বা তার মাঝে প্রতিক্রিয়াকারী উপাদানগুলো দ্রুত বুঝতে পারা।
- পাঠ-দক্ষতা কাজে লাগানোর উচ্চ ক্ষমতা। আনন্দ ও উৎফুল্লতার পরিবেশ সৃষ্টি ও অন্যদেরকে আনন্দিত করার জন্য নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত অর্জন করা।

এছাড়া কিছু নেতিবাচক মানসিক সমস্যাও থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো,

- কারও সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তাতে নিয়ন্ত্রণ খাটানোর জোর চেষ্টা করা।
- নিজ কাজকর্মে এক পর্যায়ে থেকে আরেক পর্যায়ে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য কম থাকা।
- নির্ভেজাল তথ্য-উপাত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন বড় বড় ঘটনাগুলোকে বেপরোয়াভাবে উল্লেখের সম্ভাবনা।

- সামাজিক কর্মকাণ্ড ও অন্যদের সাথে মিশে থাকার উপর পড়াকে প্রাধান্য দেওয়া।
- নিয়ম-নীতি, শিক্ষা ও মানদণ্ডগুলোর বিরোধিতা ও তা লঙ্ঘন করা।
- দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ডে যুক্তি না থাকা বা যুক্তি লঙ্ঘন করার ফলে হাতাশায় ভোগা।
- দীর্ঘসময় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখায় বিভোর থাকা, যা তাকে তার আশপাশের বাস্তবতা থেকেও দূরে সরিয়ে দেয় এবং সচেতনতা ও মনোযোগ দেওয়ার পথে বাধা হয়।
- পর্যালোচনার সময় আলোচ্য বিষয় থেকে বের হয়ে এমন দিকে চলে যাওয়া, যার আলোচ্য বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
- কোনো সূত্র, অতি সাধারণ চিন্তারাধারাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কথা পুনরাবৃত্তি বা দীর্ঘায়িত করার কারণে বিরক্তি অনুভব করা।
- কৌতুক বা রম্যরস বর্ণনায় সীমালঙ্ঘন করা।
- সময়ের ভিত্তিতে নির্মিত রুটিন বা নিয়ম মেনে চলার বিরোধিতা করা, তবে কাজের ভিত্তিতে রুটিন হলে নয়।
- বিভিন্ন কাজ ও শখের গুরুত্ব দ্রুত হারিয়ে ফেলা।
- বানান ভুল করা এবং লেখা খারাপ হওয়া।
- অতিরিক্তি দূরন্তপনামূলক তৎপরতায় জড়িত হওয়া। যেমন একটি অসম্পূর্ণ কাজ রেখে আরেকটিতে চলে যাওয়া। বিশেষত, যখন তা তার আগ্রহের সাথে সম্পর্কিত এবং তার উচ্চ মেধার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে তার মেধাশক্তি ঢালার মতো ক্ষেত্র না পায়।
- এলোমেলো ঘুম ও অস্থিরতায় আক্রান্ত হওয়া।
- আত্মপ্রবঞ্চনা অনুভব করা এবং তার কারণে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অবহেলার শিকার হওয়া, যার ফলে সহজ কর্মকাণ্ডেও ব্যর্থতা দেখা দেয়।

তবে এর সাথে আমাদের জানতে হবে যে, যার মাঝেই এ সকল লক্ষণগুলো পাওয়া যায়, সে-ই প্রতিভাবান নয়। আর যার ক্ষেত্রেই এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলো না মিলে, সেই প্রতিভাহীন নয়। এ জন্য এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে শুধু প্রতিভা থাকার ইঙ্গিত হিসাবে গ্রহণ করলে আমাদের জন্য উপকার হবে। যেন আমরা দ্রুত এর যত্ন নিতে পারি এবং তা আরও বেশি আবিষ্কার করতে

পারি। এমনকি সেবা পারফরমেন্স সৃষ্টির জন্য যেগুলো নতুন করে বপন করা সম্ভব, এমনকিছু বপনও করতে পারি।^{৫১}

প্রিয় বাবা, আপনাকে আরও জানতে হবে যে, শিশুর প্রতিভা একেবারে মূল্যহীনও হয়ে যেতে পারে, যদি আপনি গুরুত্বের সাথে তার পরিচর্যা না করেন। শিশুর উদ্ভাবন ক্ষমতা তার তৃতীয় বর্ষে বৃদ্ধি পায় আর চতুর্থ বর্ষে সর্বোচ্চ উন্নতি লাভ করে। আর বিদ্যালয়ে ভর্তির সাথে সাথে নেমে যায়। যেহেতু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি ও উদ্ভাবনহীন পাঠদান-কর্ম চলে।

মেধাবি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ প্রতিভাবানদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রতিভাবানদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ধনী-গরীবের সন্তানরা সমানভাবে শিক্ষার্জন করতে পারত। সেখানে তাদের ভর্তির মানদণ্ড ছিল তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচক্ষণতা।

আমি আমাদের আরব ঐতিহ্যের ব্যাপারে একটি সুন্দর ঘটনা পড়েছি। ঘটনাটি হলো মাহান ইবনে যায়েদা তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াযিদ আশ-শায়বানির মাঝে প্রতিভা দেখতে পেলেন। তাই তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিলেন। এ কারণে তার স্ত্রী তাকে ভৎসনা করল এবং বলল, নিজ সন্তানদের প্রতিই এই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তখন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, আমি আজ রাতেই তোমাকে এর কারণ দেখাবো। তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি গোলামকে বললেন, আমার ছেলেদের আমার কাছে ডেকে আনো। তাদের ডাকা হলে, তারা সবাই গায়ে ঘুমের পোষাক নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলো।

অতঃপর মাহান ইবনে যায়েদা গোলামকে বললেন, ইয়াযিদকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাকে ডাকা হলে সে একটুও কালবিলম্ব না করে দ্রুত গায়ে যুদ্ধাঙ্গ জড়িয়ে বের হয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই বেশ কেন? ইয়াযিদ জবাব দিলো, আমি ভেবেছি, এ সময় বড় কোনো ব্যাপার ছাড়া আমাকে ডাকবেন না। এটা দেখে তার স্ত্রী বললেন এখন আমার নিকট আপনার কারণটি স্পষ্ট হয়েছে।

তাই প্রতিভাবান শিশুর যত্ন নেওয়া, তাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তার মেধা বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, যেমন বই, খেলনা, কম্পিউটারের সিডি ইত্যাদি সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫১. নাফিন আব্দুল্লাহ : ইসলাম অনলাইন ডট নেট।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

প্রিয় বাবা আরও লক্ষ্য করুন, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. ইসলামের মহান আলেমদের একজন। তিনি বলেন, আমার দশ বছর বয়সে আমার মা আমাকে ইলমের মজলিশগুলোতে বসিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে সুফিয়ান, তুমি এ সকল আলেমদের মতো হও, আমি তোমাকে বুননশিল্পের মাধ্যমে সাহায্য করবো।

ইমাম রাযি রহ.-এর বাবা যখন তার মাঝে ইলমের প্রতি ভালোবাসা লক্ষ্য করলেন, সে সময়ের একটি ঘটনা ইমাম রাযি রহ. বর্ণনা করেন, আমার বাবা আমাকে আবু হাতিমের মজলিসে নিয়ে আসলেন, আমি তখন পাঁচ বছরের বাচ্চা। আমি ঝিমুচ্ছিলাম, তখন আমার বাবা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, এ শায়খের দিকে দেখো, তুমিও আগামিকাল তার মতো হবে। বাস্তবেও তিনি তেমনিই হয়েছিলেন।

যে উপদেশগুলো আপনাকে প্রতিভাবান সন্তানের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে

১. শিশুকে মেধাবীদের খেলা খেলতে, ধাঁধা সমাধান করতে এবং বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করা।
২. তাকে বই-পুস্তক ভালো করে পড়তে শিক্ষা দেওয়া এবং সে সকল বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক বই পড়তে সাহায্য করা, যা জ্ঞানগত মান উন্নত করবে।
৩. যখনই ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখনই তাকে বারবার চেষ্টা করতে উৎসাহ দেওয়া। কারণ, যেমনিভাবে সে হাটা শিখেছে হোচট খাওয়া ও পড়ে যাওয়ার মাধ্যমে, তেমনি বারবার বিবিধ কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে ভালো ফলাফল অর্জন করা শিখবে।
৪. তাকে হৈচৈ, ঝগড়া-বিবাদ ও সহিংস ফিল্ম থেকে দূরে রাখা আর চিন্তা ও আবিষ্কারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করে দেওয়া।
৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামাল ও উপকরণ সরবরাহ করা, যা তাকে প্রয়োজন হলে কোনো কিছু তৈরি করতে সাহায্য করবে।
৬. তাকে যৌক্তিক সমাধান ও ফলাফল বের করতে অভ্যস্ত করা এবং সরবরাহকৃত তথ্য-উপাত্তের উপর চিন্তা করে কিছু কিছু বিষয় সৃষ্টির আশা করা।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

৭. তাকে গঠনমূলক চিন্তা করতে শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও দোষগুলো অনুসন্ধান করার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৮. তাকে এটা বুঝানো যে, সে যে ফলাফল অর্জন করেছে, তাতে আমরা মুগ্ধ এবং তার প্ল্যান ও পরিকল্পনাগুলোতে আমরা তাকে সহযোগীতা করবো।
৯. কতিপয় উচ্চস্থান অর্জনকারী পুণ্যবান মেধাবীদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে উৎসাহিত করা।
১০. তাকে তার উচ্চ শিক্ষা পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করা এবং সে যেসকল গবেষণা চালায়, তাতে অর্থায়ন করে তাকে সহযোগীতা করা।^{৫২}

সাম্প্রতিক গবেষণা

একটি অস্বাভাবিক গবেষণা। ডক্টর ব্রুম ও একদল গবেষক ছয়টি বিষয়ে ৩৫ বছরের পূর্বেই আন্তর্জাতিকভাবে কৃতিত্ব অর্জনকারী ২৫ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। উক্ত ছাঁটি বিষয় হলো, গণিত, নিউরোসায়েন্স, পিয়ানো, ভাস্কর্য, অলিম্পিক সাতার এবং টেনিস। তারা তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী, তাদের পরিবেশগত প্রভাবক বিষয়সমূহ এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার স্তরগুলো জানার জন্য তাদের সাথে এবং তাদের পিতামাতা ও কতিপয় শিক্ষকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন। ডক্টর ব্রুম যে প্রভাব বিস্তারকারী ফলাফলটি বের করেছেন, তা হলো পরিবার ও কতিপয় শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা এবং কখনো একদল সহপাঠীর সহযোগীতা। যার ফলে এ সকল যুবক আন্তর্জাতিক তারকায় পরিণত হয়েছেন।

উক্ত গবেষণা আরও নিশ্চিত করে যে, যদি তাদের শৈশবের ১০ বছরের অধিককাল পর্যন্ত পিতামাতার সহযোগীতা ও শিক্ষার সহযোগী পরিবেশ না থাকত, তাহলে কখনোই তারা এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারত না। গবেষণায় ধারণা করা হয়েছিল, হয়ত প্রথমে এ সকল মহানদের মাঝে প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে, তারপর এ প্রতিভাকে অধিক পাকাপোক্ত করার জন্য যত্ন ও পরিচর্যা করা হয়েছে। কিন্তু হতবাক করা বিষয় হলো, এর উল্টোটিই নিশ্চিত হয়েছে। কারণ এটাই পাওয়া গেছে যে, প্রথমে উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তারপর শিশুর প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে! এ

৫২. আবাবু ইউরক্সুনা : ড. আব্দুল কারিম বাক্বার।

বাবা : “আদর্শ সন্তানের কারিগর

সকল ব্যক্তিগণ এমন গৃহগুলোতে বেড়ে উঠেছেন, যেখানে পিতামাতা এ বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতেন, যেগুলোতে তারা উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। যদিও কোনো পিতামাতা এ অঙ্গনে প্রকাশিত হননি। পিয়ানোবাদকগণ তাদের জন্মলগ্ন থেকেই তাদের চারপাশ বাদ্যকরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সাতারুগণ তিন-চার বছর বয়স থেকেই পানিতে নামা ও পানির কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। গণিতবিদগণ প্রশ্ন করতেন এবং যৌক্তিক সম্পর্কগুলোর সাথে উত্তরটিকে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। ডক্টর ব্রুম স্পষ্ট করেন যে, এ বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুদের নিকট স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু শিক্ষকের সচেতন দিকনির্দেশনা ও তার শিক্ষা তাকে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করতে সহযোগীতা করেছে।^{৫৩}

এ সাম্প্রতিক গবেষণাটি যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি দেয়, তা হলো, শিশুর বিকাশ ও তাকে যোগ্য করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিতামাতা ও গৃহের পরিবেশের প্রকাশ্য ভূমিকা রয়েছে। এ দু’টির মাধ্যমেই তারা আপন আপন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তারকায় পরিণত হতে পারেন।

৩৬. সন্তানকে কারও সাথে তুলনা করবেন না

একবার আমার জনৈক বন্ধু আমাকে বলল, আল্লাহ আমার বাবাকে ক্ষমা করুন! আমি যখনই আমার উচ্চমার্ক সজ্জিত সার্টিফিকেট নিয়ে আনন্দের সাথে আমার বাবার নিকট আসতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করতেন, অমুকের কী রেজাল্ট? তখন যদি আমার মার্ক তাদের চেয়ে কম হত, তখন আমাকে ধমক দিতেন এবং আমার সফলতা ও উচ্চতার আনন্দটা নষ্ট করে দিতেন। আমি আপনাকে গোপন করবো না, (কথাটি আমার বন্ধুর) এটা আমার মনে উচ্চস্থান অধিকারকারী সহপাঠীদের প্রতি কিছুটা ঘৃণা ও হিংসার বীজ বপন করে দিয়েছে এবং এ অনুভূতি সৃষ্টি করেছে যে, তারা আমার আনন্দ চুরি করে নিয়ে গেছে।

তাই আমি বলবো, সর্বাধিক মন্দ জিনিস হলো, আপনি আপনার সন্তানকে অন্যের সাথে তুলনা করা এবং তার কানে এ কথা বারবার দেয়া যে, তোমার বন্ধু আহমদের দিকে তাকাও, সে কীভাবে উপরে উঠে গেল, খালিদ কীভাবে কথা বলে, ইবরাহিমকে দেখ, তার পোশাক কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

৫৩. ‘ওয়ালাদি’ ম্যাগাজিন, কুয়েত- সংখ্যা ৫৮।

বরং আপনার সন্তানকে তার নিজের সাথেই তুলনা করতে হবে। হ্যাঁ... আপনার সন্তানকে সফলতার পর্যায়গুলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। তাকে সুযোগ দিতে হবে, যেন সে নিজের জন্য একটি ইতিবাচক চিত্র অংকন করতে পারে। সে কোনো ভুল বা অবহেলা করে ফেললে তাকে উদাহরণ স্বরূপ এভাবে তুলনা করতে পারেন, যেমন, যখন কোনো সাময়িকে তার শিক্ষামান কমে গেলে, তখন তাকে তার সফলতার সময়গুলোর সাথে তুলনা করুন এবং তা স্মরণ করিয়ে দিন। যখন সে আপনার কাছে এমন কোনো বিষয় গোপন করে, যা আপনাকে জানানো উচিত ছিল, তখন আপনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, তুমি যখন সরাসরি বলে দিয়েছিল, তখন কত প্রশংসিত হয়েছিল। তাকে শিক্ষা দিন যে, ভুল ও অলসতা হলো পদস্থলন ও ক্রটি, তার থেকে এটা কাম্য নয়, এটা তার স্বভাবও নয়। তাই তাকে এটা তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে হবে।

অমুকের পরিচ্ছন্নতার দিকে তাকাও বলার পরিবর্তে তাকে বলুন, তুমি তো সর্বদাই পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিচিত, তোমার পোষাক কীভাবে এমন ময়লা হয়?

অমুকের মান ও উচ্চস্থানের দিকে দেখ, সে তো তোমার থেকে ভালো স্থান অর্জন করেছে, বলার পরিবর্তে তাকে বলুন, আমি মনে করি না যে, এ মান তোমার প্রকৃত মান। এখানে কোনো ভুল আছে...

যেকোনো মানুষই তুলনার পন্থাটি মেনে নেয় না। আপনি যদি তাদেরকে বলেন যে, তারা ব্যর্থ, নির্বোধ, তাহলে তারা এটাকে গলা টিপে ধরার মতো অনুভব করবে। ছোটদের ক্ষেত্রে লাগাতার তুলনা, তাদের মনের মধ্যে অন্যদের সফলতার ব্যাপারে হিংসা জন্ম দেয়।

৩৭. অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো

তা হলো, প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রথম ছয় বছর। কারণ এ বছরগুলোতে তার মাঝে প্রশস্ত রেখা তৈরী হয়। অনেক বাবা যেগুলোকে মনে করে শুধু খেলাধুলার বছর। শিশু-শিক্ষাবিদগণের প্রায় ঐকমত্যই আছে এ বিষয়ের উপর যে, এ ক'টি বছর, যা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে, এগুলোই শিশুর মননে গভীর রেখা সৃষ্টি করে এবং বাকি জীবনের উপর তার ছায়া ফেলে। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ তো প্রথম তিনটি বছরকে শিশু-জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বছর বলেছেন।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

ডক্টর আব্দুল কারিম বাক্কার বলেন, প্রথম তিন বছর, যেটাকে অনেকে খেল-তামাশা ও অনুপলব্ধির বছর মনে করে, এগুলোই শিশুর দ্বিতীয় জন্ম। এ সময়ই সামাজিক রীতি-নীতির ভিত্তি ও নিদর্শনগুলো গঠিত হয়, যা দীর্ঘ জীবন পর্যন্ত বহাল থাকে।^{৫৪}

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলটন আর্লস মনে করেন, শিশুর বয়স চার বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে চিন্তাগত ভিত্তি ও যৌক্তিক সম্পর্কগুলো গঠিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে এর মধ্যে বড় কোনো পরিবর্তন হয় না। যদিও শিক্ষার বৃহদাংশটি চার বছরের পর থেকেই শুরু হয়, কিন্তু যে মস্তিস্কের উপর শিক্ষা গড়ে উঠে, তার প্রাথমিক ভিত্তি ও ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ চার বছরের পূর্বে যে প্রাথমিক ভিত্তি ও ফাউন্ডেশন তৈরী হয়ে গেছে, তা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।^{৫৫}

এ কারণে আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে, শিশুর মনে যত প্রতিক্রিয়া জাগে এবং সে যত কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে- যেমন আনন্দ বা সন্তুষ্টির অভিজ্ঞতা, অথবা ভয়, উৎকণ্ঠা, বেদনা ও অস্থিরতার অভিজ্ঞতা, এগুলো শিশু-মনের কোমল পৃষ্ঠার উপর খোদাই হয়ে যায় এবং গভীরভাবে রেখাপাত করে। এমনকি পরিশেষে একের পর এক অভিজ্ঞতা ও একের পর এক প্রতিক্রিয়ার ফলে তাতে একটি সুস্পষ্ট পরিষ্কার রেখা হয়ে যায়।^{৫৬}

আরেকটি বিরল গবেষণা তো এ বিষয়টির গুরুত্ব ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়, যাতে বলা হয়েছে, মানবজীবনের প্রথম পাঁচ বছরে যে সকল সমস্যা, ভুল বিশ্বাস ও মন্দ চিন্তাধারা ধারণ করে, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করতে করতে জীবনের ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়স চলে যায়।

শিশুর সরল প্রকাশ মাধ্যমগুলো দ্বারা আপনি একজন বাবা হিসাবে আপনার সন্তানের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করতে পারবেন না বা তার ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে ওই স্তরের গুরুত্বও অনুধাবন করতে পারবেন না। তবে আপনাকে এখন জানতে হবে যে, এ সময়গুলোতে আপনার সন্তানের সাথে আপনার আচরণরীতির উপরই তার ব্যক্তিত্বের চিহ্নগুলো নির্ধারিত হবে।

মাউন্টকোম্পি বলেন, আজকের শিশুই ভবিষ্যতের পুরুষ। তার সাথে যত কার্যকলাপ হয় তার উদ্দেশ্য হতে হবে তার চরিত্র গঠন করা, যেন উপযুক্ত

৫৪. হাকায়ী তাকুনুল উম্মাহাত।

৫৫. আতফালুনা ওয়াত তাফকিরুল ইবদাই : ড. আলী আল হামাদি।

৫৬. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

সময়ে সেও অন্যদের সেই দিকে প্রভাবিত করতে পারে, যাতে কল্যাণ আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে এ বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, শিশুর চরিত্র নির্মাণের ভিত্তিটি সে সময়ই স্থাপন করে ফেলা আবশ্যিক, যখন সে জীবনের ষষ্ঠ বছরে পা দেয়।

হযরত সাইয়িদা সাফিয়া রাযি. যুবাইর রাযি.-কে ছোট বেলায় ধরে নিয়ে বিভিন্ন অন্ধকার স্থানে প্রবেশ করতেন, যেন তিনি তাতে অভ্যস্ত হয়ে যান। অন্ধকারকে ভয় না করেন। তিনি তাকে একাকি ছেড়ে দিয়ে অনুপ্রেরণা দিতেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, যখন তিনি ছোট তরুণ, ইসলামের দাওয়াত প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তিনি তরবারি উত্তোলন করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি উদ্বেগের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাকে বলা হয়েছে, আপনাকে নাকি গ্রেফতার করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তাতে তুমি কী করতে?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি এর মাধ্যমে যে আপনাকে ধরেছে তাকে আঘাত করতাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু যুবাইরের জন্য ও তার তরবারির জন্য দুআ করলেন। আর এটাই ছিল আল্লাহর পথে কোষমুক্ত করা প্রথম তরবারি...

ইমাম মালেক রহ. বলেন, ছোট অবস্থায় মা আমাকে পাগড়ি পরিয়ে দিয়ে বলতেন, যাও, রবিআর নিকট গিয়ে তার ইলমের পূর্বে তার আদব শিক্ষা করো।

ইমাম মুজাদ্দিদ হাসান আল-বান্না, বিংশ শতাব্দির সবচেয়ে বড় ইসলামিক দায়ী, তিনি তার ব্যক্তিত্ব গঠনে আত্মিক প্রশিক্ষণের প্রভাব এবং কীভাবে এটা তার শৈশবেই তার মনে গেথে গিয়েছিল, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের ভাই আমাদের সামনে খোলা কবরের ফটো মেলে ধরতেন। অতঃপর আমাদেরকে সেখানে যাওয়ার কথা বলে এবং তার অন্ধকার ও ভয়াবহতার কথা বলে উপদেশ দিতেন। তিনি কাঁদতেন, আমরাও তার সাথে কাঁদতাম। তারপর আমরা অত্যন্ত বিনয়, আবেগ, বিস্ময়কর মনোযোগ, অনুশোচনা ও দৃঢ়তা নিয়ে নতুন করে তাওবা করতাম।^{৫৭}

৫৭. মুযাকারাতুদ দাওয়াতি ওয়াদ দায়িয়া।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

আমাদের ছোট বাচ্চাদের মাঝে একটি অসাধারণ শক্তি চলমান আছে। আমরা যখন তাকে জাগিয়ে তোলা ও তার মাঝে ইতিবাচক প্রাণসত্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ না করি, তখন তা গলে যায়, দুর্বল হয়ে যায়। কত প্রতিভা ধ্বংস হয়ে গেছে, কারণ তা যত্ন নেওয়ার মতো লোক পায়নি। কত প্রখর মেধা ধ্বংসাত্মক রুটিন-পদ্ধতি মেনে নিয়েছে, কারণ তা জীবনের গুরুলগ্নেই কতগুলো নির্বোধ মস্তিষ্কের সাথে আঘাত খেয়েছিল, যারা নিজেরাও বিকশিত হয়নি আর অন্যকেও বিকশিত হতে দেয়নি।

৩৮. তাকে আত্মবিশ্বাস গঠনে সাহায্য করুন

কোন জ্ঞানীই এ ব্যাপারে সন্দেহ করবে না যে, মানুষের আত্মবিশ্বাসই তার জীবনে বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর অন্যতম। যেকোনো নড়বড়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠে, সে দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযোগ্য হয়। আত্মবিশ্বাস মানুষের সাথে জন্ম নেয় না; বরং এটা তার সাথে সাথে উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং সমাজের মানুষ তাকে গ্রহণ করার অনুপাতে রূপ ধারণ করতে থাকে।

তারপর এটা নিজে নিজেকে গ্রহণ করায় রূপ নেয়। সুতরাং অব্যাহত ধর্মিক ও তিরস্কার, ভয়, সর্বদা তার সাথে ও তার সমবয়সীদের মাঝে তুলনা করা, পিতামাতার মাঝে সৃষ্টি হওয়া ঝগড়া এবং শিশু যে সকল শারিরিক ও মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হয়, তা শিশুর আত্মবিশ্বাসে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং তাকে অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনে আক্রান্ত করে, যা কোনো কোনো সময় আর কখনোই সেরে উঠে না।

এর বিপরীতে আমরা যদি তাকে এ উপলব্ধি দেই যে, আমরা তার প্রতি আস্থাশীল। তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ছোট-বড় দায়িত্ব তাকে প্রদান করি। তার সাথে এমন সংলাপ করি, যার মাধ্যমে এটা প্রকাশ পায় যে, আমরা তার জ্ঞান, চিন্তা ও স্বপ্নগুলোর সম্মান করি। তাহলে এটা তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং তাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, যেমন দায়িত্বভার গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

দেখুন, পথপ্রদর্শক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি ছোট-বড় সকলকেই শিক্ষা দিয়েছেন এবং একদল পবিত্রাত্মা সৃষ্টি করেছেন। তিনি শিশুর মাঝে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানের বীজ বপন করেছেন, (এমন একটি চিত্র, যা কোনো মহান ব্যক্তিই করতে পারে), যা শিশুর মর্যাদা উঁচু করে

দেয়, তার মাঝে আত্মসম্মান ও নিজ অধিকার গ্রহণ করার শক্তিশালী অনুভূতি সৃষ্টি করে।

সাহল ইবনে সাআদ রাযি. থেকে বর্ণিত, হেদায়াতের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পানীয় নিয়ে আসা হলো। তিনি তার থেকে পান করলেন। তার ডান পাশে এক বালক ছিল আর বাম পাশে কয়েকজন বয়স্ক লোক ছিলেন। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি আমাকে অনুমতি দিবে, এটা তাদেরকে দিতে? বালক বলল, না, আল্লাহর শপথ, আমি আপনার থেকে আমার যে অংশ প্রাপ্য, তাতে অন্যকে প্রাধান্য দিব না। অগত্যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই পানীয় দান করলেন।^{৫৮}

প্রিয় বাবা, দেখুন, আল্লাহর রাসুল একটি শিশুর কাছে অনুমতি চাচ্ছেন। উপরন্তু কৃত্রিম অনুমতি চাওয়া নয়; বরং কার্যকরী অনুমতি চাওয়া। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশুর আত্মহ মেনে নেওয়াই এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। কেউ বলবে না যে, এ শিশু আল্লাহর রাসুলের নির্দেশের বিরোধিতা করেছে। এ বিচক্ষণ বালক হয়ত পানির ক্ষেত্রে নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু কখনো আমাদের সম্মানিত রাসুলের ঠোটের স্থানের ব্যাপারে ছাড় দিতে পারে না। আল্লাহর শপথ, আমি আপনার থেকে আমার যে অংশ প্রাপ্য, তাতে অন্যকে প্রাধান্য দিব না এ কথার মাধ্যমে তিনি এটাই বুঝিয়েছিলেন। দেখুন আরেকটি উদাহরণ, সম্মানিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখাচ্ছেন, আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের মাঝে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করবো। আমরা দেখি, তিনি ষোল বছর বয়সী উসামা রাযি.-কে সেনাবাহিনীর প্রধান করে পাঠালেন, যার টার্গেট হচ্ছে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে যা বলেছিলেন, তা হলো উসামা বাহিনীর যাত্রা বহাল রাখো।

প্রিয় বাবা, এর চেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এ বাহিনীতে অনেক বড় বড় সাহাবীগণ ছিলেন। তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.ও। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবু বকর রাযি. রাসুলুল্লাহর অন্তিম উপদেশ কার্যকর করলেন। তারপর তিনি উসামা

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

রাযি.-কে বললেন, আমি চাচ্ছি, তুমি উমরকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দাও।
আমি তার থেকে পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করবো।

মুসলমানদের খালিফা, যার বয়স ষাটে পৌছে গেছে, তিনি ষোল বছর বয়সের এক বালকের কাছে অনুমতি চাচ্ছেন তার একজন সৈনিককে রেখে যাওয়ার। তাই প্রিয় বাবা, আমরা যদি এদের জীবনীতে চরম বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো এবং আমাদের সীমিত জ্ঞানে তাদের অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসের অবস্থাগুলো দেখি, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এভাবেই শিক্ষা দিতে হবে। যদি আমরা এমন সন্তান চাই, যারা নববী আদর্শের অনুসরণ করবে এবং রিসালাতের চিরস্থায়ী শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হবে।

৩৯. শিশুকে পাঠে অভ্যস্ত করুন

একজন সভ্য মানুষ যে সকল অভ্যাসে গুণান্বিত হবে, তন্মধ্যে পাঠ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। যে জ্ঞানের পথে চলতে চায়, তার জন্য এটাই প্রথম দরজা। পাঠ কোনো আসক্তি নয়, যেমনটা আমরা শুনে থাকি। কেউ এটা পছন্দ করে, কেউ করে না। শুধু তাই নয়, এটা এ উম্মাহর পথ। দলিল হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম আয়াত ছিল, اقرأ (পড়)। কিন্তু এ নীতি থেকে আমরা কোথায় আছি?! জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতা বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) প্রচারিত একটি লাঞ্ছনাকর জরিপে এসেছে, আরব বিশ্বে পাঠের গড় হলো, প্রতি ব্যক্তির বছরে ৬ মিনিট।

এ লজ্জাজনক রিপোর্টের ব্যাপারে আমি কোনো উপযুক্ত মন্তব্য পাচ্ছি না, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে আমাদের মন্দ অবস্থা এবং মানবিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের শাস্ত্রগুলোতে আমাদের উৎপাদন স্বল্পতা এ অত্যধিক সাংস্কৃতিক নিরক্ষরতারই স্বাভাবিক ফল, যা আমরা ভোগ করছি!! এ কারণে সন্তানের মনে পাঠের মূল্য গেথে দেওয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যিক। কারণ, পাঠ এমন একটি অভ্যাস, যাতে আমাদের শিশুরা ছোটবেলায় অভ্যস্ত হলে, বড় হলেও এর আগ্রহ বহাল থাকবে। আর যদি শৈশবে অবহেলা করে এবং এর উপর অভ্যস্ত না হয়ে উঠে, তাহলে বড় হলে এটা কঠিন মনে হবে। যখন কোনো বই পড়ার সংকল্প করবে, তখন তন্দ্রা ও অলসতা তার মেহমান হয়ে যাবে।

এ কারণে প্রিয় বাবা, আমি আপনার সন্তানের জন্য পাঠের অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছি। আপনি চাইলেই তার মাঝে পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলতে পারেন। তার জন্য সুন্দর গল্পের বই কেনা, তা তাকে পড়ে শোনানো এবং তাকে পড়তে সাহায্য করা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের মহান শায়খ উস্তাদ ডক্টর যাগলুল আন-নাজ্জার উল্লেখ করেন, ছোটবেলায় তার পিতা তাদের খাবারের সময় তাকে ও তার ভাইদেরকে নবীজীবনী, বিভিন্ন গল্প ও চারিত্রিক ঘটনাবলী শোনাতেন। এ কারণে তারা খাবারের সময় অপেক্ষায় থাকতেন তাদের বাবার আকর্ষণীয় বর্ণনামূলক ও মূল্যবান তথ্য শোনার জন্য।

এমনিভাবে ঘুমের পূর্বে গল্প বলা, যেটা এ টেলিভিশনের যুগে অচল হয়ে গেছে, এরও বিরাট গুরুত্ব আছে শিশুর জীবনে। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো মূল্যবোধ ও আদর্শগুলো শিশুর মাঝে বপন করতে পারি। বিশেষ করে ঘুমের সময় এটা তার স্মৃতির গভীরে চলে যায় এবং মস্তিষ্কে বসে যায়। তাই আমরা যদি এক গাতি গল্পের বই কিনি এবং প্রতি রাতের ঘুমের পূর্বে তাকে একটি করে গল্প শোনাই, তাহলে এর কারণে সে সর্বদা এ ধরনের ঘটনাবলী পছন্দ করবে ও ভালোবাসবে। এমনিভাবে যদি ঘরের ভিতর একটি লাইব্রেরি থাকে এবং ছোটবেলা থেকেই তার উপর তার চোখ পড়ে, তাহলে এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এসবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি আপনার সন্তান আপনাকে পড়তে দেখে। তখন সে পাঠের মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দর পদ্ধতি হলো, আপনি পড়ার মাঝখানে আপনার সন্তানকে ডাকলেন, অতঃপর এইমাত্র পঠিত একটি অংশ বা একটি ঘটনা তার কানের কাছে বর্ণনা করলেন। এর ফলে সে ওইসব বই পছন্দ করবে, যাতে আনন্দ ও বিনোদন আছে।

প্রিয় বাবা, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা জানা আবশ্যিক, শিশু যা পড়বে, তাতে যদি মজা ও আনন্দ না পায়, তাহলে কখনো পড়বে না। অনেক বাবা অভিযোগ করেন, তারা তাদের সন্তানদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তানরা সেগুলোকে বিরক্তির সাথে একপাশে ফেলে রাখে। চিন্তিত বাবা জানে না যে, তার শিশু উপদেশমূলক গল্প ততটা চায় না, যতটা চায় আনন্দদায়ক গল্প।

এর দ্বারা সেসকল বাবাদের আপত্তিও ক্লিয়ার হয়ে যায়, যারা মিকি মাউস ও ওয়াল্ট ডেজনির উদ্দেশ্যহীন গল্পগুলোর প্রতি তাদের সন্তানদের আগ্রহ, আর শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ গল্পগুলোর প্রতি তাদের অনাগ্রহ মেনে নিতে

পারছেন না। এর কারণ আসলে এটাই যে, পশ্চিমারা তাদের শিশুদের সাথে বুদ্ধিদ্বীপ্ত আচরণ করে এবং তাদের আনন্দ ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাগুলো উপলব্ধি করে আর আমাদের কেউ কেউ সন্তানদের প্রয়োজনগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞতাসুলভ আচরণ করে এবং মনে করে, শুধু মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পন্ন ঘটনাগুলোই সফল ঘটনা।

আমি পরিতাপের সাথে এদেরকে বলবো, কোনো গল্পের স্বার্থকতার মাপকাঠি হলো, শিশু সেটা গ্রহণ করে নেওয়া। তাই যখন শিশু সেটা এক পাশে ফেলে রাখে, তাহলে এটা ব্যর্থ গল্প। এমনকি যদি এতে সকল উন্নত বিষয়াবলীর সমাবেশ ঘটে, তবুও।

এজন্য প্রিয় বাবা, আমি আপনাকে উপদেশ দিব, আপনি আপনার সন্তানকে লাইব্রেরিতে নিয়ে যান। তারপর সে নিজেই যা পড়তে চায়, তা নির্বাচন করুক। আপনার ভূমিকা হবে দিকনির্দেশনামূলক; নির্দেশমূলক নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আপনি আপনার সন্তানকে এমন কুসংস্কারপূর্ণ ও অলীক ঘটনাবলী থেকে দূরে রাখবেন না, যা অনেক ভ্রান্ত মূল্যবোধ ও মন্দ চিন্তা-ভাবনা ছড়ায়, তাদের কাছে হ্যাকিং ও হুমকিকে প্রিয় করে তোলে এবং ডাকাত ও চোরদেরকে তাদের সামনে সুন্দর করে তোলে। আমার উপদেশ হলো, আপনি তার সমানে অর্থপূর্ণ ঘটনাগুলোকে পেশ করুন, তারপর সে নিজেই যা ইচ্ছা নির্বাচন করুক। সর্বদা তার সামনে লক্ষ্যহীন ঘটনাবলীর বিপরীতে একাধিক অপশন এবং অনেক বিকল্প পথ প্রস্তুত রাখুন।

লক্ষ্যপূর্ণ গল্পেরও কিছু মানদণ্ড আছে

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার হওয়া। নির্দিষ্ট একটি অর্থ বা মূল্যবোধ প্রচার করা। চাই সেটা প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক।

১. শিশুর মনে ভয়, সন্দেহ, হতাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী না হওয়া।
২. সুস্পষ্ট, যৌক্তিক, ধারাবাহিক, বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা থেকে মুক্ত, দুর্বোধ্য জটিলতা থেকে মুক্ত এবং শব্দ, অর্থ ও প্রেক্ষাপট বোধগম্য হওয়া।
৩. যা শিশুদেরকে কল্যাণ, মহত্ব, সভ্যতা ও ঈমানের দিকে নিয়ে যায়। তাদের কাছে অশুভ এর উপর শুভ এর বিজয়, কুফরের উপর ঈমানের বিজয় এবং হতাশার উপর আশার বিজয় তুলে ধরে।^{৫৯}

৫৯. আদাবুল আতফাল ফি জওইল ইসলাম : ড. নাজিব কিলানী।

বয়সের বিভিন্ন ধাপ শিশুর বাছাইয়ে প্রভাব ফেলে। প্রত্যেক বর্ষের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, শিশুরা চতুর্থ বর্ষে খেলাধুলা অত্যন্ত ভালোবাসে। অন্যদের সাথে যৌথভাবে থাকার প্রতি বুকো পড়ে। সামান্য জটিলতাপূর্ণ ঘটনাগুলো গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। তার মাঝে চিন্তা-ভাবনাগুলোকে পরস্পর যুক্ত করা এবং পারস্পরিক সম্পর্কগুলো হালকাভাবে বুঝার সামর্থ্য হয়। আর সে মনে করে, প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি বস্তুই তার মতো বিভিন্ন প্রেরণা ও আগ্রহ আছে।

পঞ্চম বর্ষে সেসকল গল্পগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়, যা তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। এমনিভাবে সেসকল চিরাচরিত গল্পগুলোও উপভোগ করে, যা তার অনুভূতিগুলো ব্যাখ্যা করে। ষষ্ঠ বর্ষে তার মাঝে অনুসন্ধানপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, তার পরিবেশের বাইরে কী আছে। তার নিকট পড়া-লেখা সহজ হয়ে যায়। বেশি বেশি প্রশ্ন করে। প্রকৃতির বাইরের একটি জগত বা অদৃশ্যের বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তা করে।

অষ্টম ও নবম বর্ষে শিশু মনোযোগ প্রদান ও সতর্ক হওয়ার উপর অধিক সামর্থ্যবান হয়। অধিক অনুভূতিশীল হয়ে যায়। অন্যদের সাথে সহযোগীতামূলক কাজ করতে অধিক আগ্রহি হয়। এমনিভাবে তার উপলব্ধি বা যেটাকে বিবেক বলা যায়, তার উন্নতিও লক্ষণীয় হয়। ধাঁধা, কৌতুক, রহস্য ও ভূতের গল্পগুলোর প্রতি আসক্ত হয়। বীরত্ব ও জীবনীর ঘটনাগুলো পছন্দ করে। বিশেষ করে যদি বর্ণনা সুন্দর হয় এবং ঘটনাবলী একের পর এক ঘটে। বয়সের পরবর্তী বছরগুলোতে বৈজ্ঞানিক গল্পসমূহের প্রতি ভীষণ আগ্রহি থাকে। আর তন্মধ্যে কাল্পনিক বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ কমে যায়। এমনিভাবে দুঃসাহসিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পুলিশি ঘটনাবলীও পছন্দ করে। আর তার পার্সোনাল ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে একটি অবস্থান গ্রহণ করতে চেষ্টা করে।^{৬০}

বয়সের বিভিন্ন স্তর এবং এ স্তরগুলোতে আপনার শিশুর চাহিদাগুলো বুঝা, আপনাকে তার সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতে এবং তার নির্বাচনগুলোকে পরিমার্জিত করতে সাহায্য করবে।

৪০. আচরণবিধি নির্ধারণে সন্তানকেও শরিক করুন

সাতটার পরে টেলিভিশন নিষিদ্ধ। আটটায় ঘুমিয়ে পড়তে হবে। শুধুমাত্র সপ্তাহের শেষদিন ব্যতীত খেলা নিষিদ্ধ।

প্রিয় বাবা, গৃহাভ্যন্তরে শৃঙ্খলা আরোপের জন্য এ অবশ্যপালনীয় নির্দেশনাগুলো জারি করতে পারেন। তবে অনেক সময় এগুলোর ফল পাবেন না। চুপিসারে শিশু তা ভেঙ্গে ফেলেছে বলে অবাকও হতে পারেন, কিংবা অন্ততপক্ষে আপনার সন্তানের দিক থেকে জটিলতা ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হতে পারেন।

যেটা আমরা পূর্বেও বলে এসেছি যে, অধিক আদেশ-নিষেধ শিশুর অবাধ্যতা বাড়িয়ে দেয় এবং এক প্রকার বিরোধিতার ভাব সৃষ্টি করে।

এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, যদি একটি আচরণবিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশুকেও শরিক রাখেন, তাহলে এর দ্বারা ব্যাপক সাড়া পাবেন। বিশেষ করে, যদি সে নিজেই এ নীতির প্রস্তাবকারী হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমাদের সমানে টেলিভিশন দেখা, ফুটবল খেলা ও গার্ডেনে যাওয়ার মতো কয়েকটি বিষয় থাকে, তখন এ বিষয়গুলোর জন্য ছেলের সামনে অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে এককভাবে কতগুলো সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার পরিবর্তে আপনার জন্য ভালো হবে, যদি আপনি তাকে নিয়ে বসেন, অতঃপর দু'জনে মিলে এ প্ল্যানগুলোর জন্য নীতি নির্ধারণ করেন।

তাকে বলতে পারেন, যদি আমরা টেলিভিশন ও কম্পিউটারের জন্য দিনে এক ঘন্টা নির্ধারণ করি, তাহলে তোমার মত কি? হয়ত সে বলবে, বরং দু' ঘন্টা। এক্ষেত্রে তার সাথে সমঝোতা করতে কোনো বাঁধা নেই। তারপর যখন আপনারা একটি ঐকমত্য পদ্ধতিতে উপনীত হবেন, তখন এটা বিশাল উপকার দিবে। গুরুত্বপূর্ণ উপকারটি হলো, আপনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার সাথে সংলাপ করার মাধ্যমে তার নিকট সংলাপ ও অন্যকে গ্রহণ করার মূল্য বড় করে তোলেন। তার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করলেন। দ্বিতীয়ত, এটাই মূলত উদ্দেশ্য, আপনি একটি ইতিবাচক ও তার নিকট গ্রহণযোগ্য পন্থায় তার খেলাধুলায় সময় অপচয় করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন।

এক্ষেত্রে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়, শিশু এ লক্ষ্যটি না বুঝার কারণে যে, কী কারণে এটা নিষেধ করা হলো আর ওটার অনুমোদন দেওয়া হলো। প্রিয়

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

বাবা, কখনো সে মনে করতে পারে যে, আপনি শুধু তার উপর সংকীর্ণতাই আরোপ করতে চান। তবে আপনি যদি তার সাথে পরামর্শ ও সংলাপ করেন এবং তার নিকট এটা প্রকাশ করেন যে, আপনি তার খেলা, বিনোদন ও কম্পিউটার নিয়ে বসার প্রয়োজনীয়তা বুঝেন। কিন্তু এগুলো তার পড়ালেখার পথে বাধা হয় কি-না বা তার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে কি-না এ আশঙ্কা থেকেই আপনি এ নিয়ম তৈরী করছেন। তাহলে এটা তার চিন্তা-ভাবনায় এমন দিকগুলো আলোকিত করবে, যা তার বুকের ত্রুটি ও অস্পষ্টতার কারণে ঢাকা ছিল।

৪১. স্ক্রিনের সাথে তার সম্পর্ক কমান

টেলিভিশন, কম্পিউটার ও প্লে স্টেশন, এগুলো এমন জিনিস, যার সাথে শিশু কঠিনভাবে জড়িয়ে যায় এবং এটা তার সময়ের বিশাল অংশ নিয়ে নেয়। আমরা দেখি, সে তার সামনে সম্পূর্ণ যাদুঘরের মতো বসে থাকে। আরেক স্থানে টেলিভিশনের ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। তবে এখানে সকল প্রকার ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের ক্ষতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তার ব্যবহারবিধি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাবনা রাখা প্রয়োজন মনে করছি।

প্রথমে এ মাধ্যমগুলোর কিছু ক্ষতি উল্লেখ করবো। আমরা তা কয়েকভাগে দেখতে পাই। তন্মধ্যে কয়েকটি হল,

১. স্বাস্থ্যগত ক্ষতি। যেমন, মোটা হয়ে যাওয়া, স্নায়বিকতা, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা।
 ২. আরেকটি মানসিক। যেমন, মানসিক পিছুটান, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, অস্থিরতা, ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা, পরিবার ও সমাজের সাথে মিলে থাকতে না পারা, অলসতা, জীবনে যে সকল জটিলতার সম্মুখীন হবে, তার সমাধানে সহিংস পন্থা গ্রহণ ও ব্যবহার করা। এমনভাবে এটা উদ্ভাবনী শক্তি অকার্যকর করে দেয়। তাৎক্ষণিক অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে যায়।
 ৩. চারিত্রিক ক্ষতি। যেমন নেতিবাচক মূল্যবোধ গ্রহণ করা, সময়ের আগেই জৈবিক উদ্দীপনা জাহ্নত করে দেওয়া আর তার কারণে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মতো বিভিন্ন হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া।
- বর্তমান বিশ্বে কতগুলো কণ্ঠ এই দাবিতে উচ্চকিত হয়েছে যে, ভিডিও ও প্লে স্টেশনের প্রোডামগুলোর জন্য প্রশিক্ষকদের পক্ষ থেকে কতিপয় নীতিমালা

তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক ও ১২ এর নিচে বয়সের কিশোরদের মাঝে সহিংসতার ঘটনাগুলো বিস্তার লাভ করার পর।

সম্ভবত এ বিষয়টির গুরুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রমাণ হলো, সেই সংবাদটি, যা ২০০৫ এর মার্চ মাসে সংবাদ-প্রতিবেদনগুলো তুলে ধরেছে। ১৭ বছরের এক তরুণ ১৪ বছরের এক শিশুকে কুড়াল ও ছুরি ব্যবহার করে হত্যা করেছে। তার স্বীকারজ্ঞিতে বলেছে যে, সে এ পদ্ধতিটি প্লে স্টেশন-২ এর প্রোগ্রামগুলোতে অনেকবার দেখেছে এবং সে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ আক্রান্ত শিশুকে খেলায় যা দেখেছে, তার অনুকরণ করত, কৌশলে একটি লোকালয়হীন স্থানে নিয়ে যায়। তারপর তাকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে অত্যন্ত নির্মমভাবে, যার বিস্তারিত বর্ণনা আদালতের সামনে সে দিয়েছে।^{৬১}

যেহেতু সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করার নীতিটি পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তাই জিনের সামনে বসাকে সুশৃঙ্খল করার জন্য আমাদের কতগুলো শর্ত নির্ধারণ করতে হবে। যেহেতু জিন শুধু খারাপই নয়; বরং আপনি যদি সঠিক মূল্যবোধ ও ভালো তাৎপর্যপূর্ণ প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে শিশুর মাঝে কতিপয় যোগ্যতা বিকাশের ইচ্ছা করেন, তাহলে এটা তার একটা উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে। এ ছাড়া তাতে কিছু উপভোগ্য বিষয় আছে, যা শিশুকে আনন্দ ও উৎফুল্লতা দান করে।

এ ব্যাপারে সহায়ক কিছু প্রস্তাবনা^{৬২}

১. এ সকল আধুনিক উপকরণ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার নীতিমালা সুস্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। অর্থাৎ এ সকল উপকরণগুলো ক্রয় করার পূর্বে আপনি আপনার শিশুর সাথে ওই সকল নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করবেন, যা এগুলো ব্যবহারের সুযোগ লাভের জন্য মেনে চলা আবশ্যিক।
২. এ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের শিশুদের যুক্ত রাখবো। তাদের সাথে আলাপ করবো, তাদেরকে যুক্তি বুঝাবো, কারণ বুঝাবো। শিশু যখন নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তার কারণ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবে, তখন অধিক সাড়া দিবে।

৬১. 'ওয়ালাদি' ম্যাগাজিন- সংখ্যা ৭৬, লন্ডন সংবাদ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

৬২. 'আল-উসরা' ম্যাগাজিন, সংখ্যা ১৫১-১৫২, পরিমার্জিত।

তার জন্য অনেকগুলো খাতা ও বিভিন্ন ধরনের রং কিনুন। আর যদি সে সাতারের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে তাকে সাতারের পোষাক কিনে দিন... এভাবে।

২. একটি পারিবারিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিন চালু করুন, যা লিখবে শিশু। অতঃপর প্রতি সপ্তাহে পরিবারের সদস্য, যেমন চাচা ও মামাদের মাঝে তা বিতরণ করুন। শিশু সপ্তাহব্যাপী যত রম্যকাহিনী, জ্ঞান ও তথ্য পাঠ করেছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠগুলো এ পত্রিকায় স্থান পাবে।

৩. তাকে গবেষণায় উৎসাহিত করুন। সে যখন কোনো কিছু প্রশ্ন করবে- আর শিশুর প্রশ্নের তো অন্ত নেই, তখন আপনি তাৎক্ষণিক উত্তর দিবেন না। বরং তাকে বলুন, আসো আমরা দেখি, বই কী বলে। তারপর উভয়ে অনুসন্ধান করুন। তাকে অধ্যায়টি দেখিয়ে দিন। তারপর তাকে ছেড়ে দিন, যেন সে নিজেই তার কাজিত বিষয়টি খুঁজে নেয়।

৪. আপনার শিশুকে তার পর্যালোচনাগুলো লিখে রাখতে অভ্যস্ত করুন। তার জন্য একটি নোটবুক বা ডায়েরি ক্রয় করুন এবং তাকে শিখিয়ে দিন, কীভাবে সারা দিন যা যা ঘটেছে, তা লিখবে। এটা তাকে চিন্তা করতে এবং লেখার যোগ্যতা সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। এমনভাবে একটি ইতিবাচক পন্থায় তার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতেও সাহায্য করবে।

৫. উভয়ে বের হন। আপনার কোনো কোনো ভ্রমণে তাকে সঙ্গে রাখার চেষ্টা করুন। সকল মানুষ থেকে দূরে আপনাদের কিছু বিশেষ বৈঠক হোক।

প্রিয় বাবা, এ প্রস্তাবনাগুলো এবং এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়, যা কখনো আপনার মনে আসতে পারে, তা আপনার শিশুকে টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসা কমাতে এবং তা থেকে যে ক্ষতিগুলো হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকদূর সাহায্য করবে।

৪২. আমাদের গৃহে একজন কিশোর

আমি শিশু নই... আমি একজন পুরুষ। প্রিয় বাবা, যখন এ কথাটি শুনতে পাবেন, তখন বুঝবেন, আপনার গৃহে একজন কিশোরকে স্বাগতম জানানোর সময় এসেছে। সাধারণ প্রতিপালন নীতিতে কৈশোরকে একটি সংকট হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অথচ ইসলামী নীতিতে শৈশবের অন্যান্য ধাপগুলোর মতো এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যদিও এর জন্য বিশেষ

আচরণবিধির প্রয়োজন হয় এবং এ ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হয়।

এ ধাপের সাথে সাথে যে মানসিক ও দৈহিক বিস্ফোরণ ঘটে, তার ফলে অনেক সময় এ স্তরটিকে সর্বাধিক আশঙ্কাজনক ও সংকটপূর্ণ মনে হয়। মনে হয় যেন, সে হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হলো, অতঃপর এমন বন্যার ন্যায় হয়ে গেল, যা ব্রিজ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলার উপক্রম করে। আমরা যদি সূচনা থেকেই এ বন্যার জন্য অপেক্ষায় থাকি, তারপর তার গতিপথ সাজিয়ে রাখি, তারপর ব্রিজটিকেও শক্তিশালী ক্ষমতাসম্পন্ন করি, তাহলে আমরা বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকতে পারব, যদিও আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরেই সদা জাগ্রত থাকতে হবে।^{৬৩}

কৈশোরের প্রকৃতি ও লক্ষণগুলো বুঝাই তার সাথে আচরণে সহায়তাকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটা আপনাকে সেসকল সংঘর্ষ ও জটিলতা থেকে রক্ষা করবে, যা এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ স্তরের উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলোর

১. তার সাথে শিশুসুলভ আচরণকে মেনে না নেওয়া এবং স্বাধীনতার প্রয়োজনবোধ করা। এ সমস্যার সমাধান অতি সহজ। তা হলো, আমরা তাকে বুঝাবো, আসলেই সে একজন পুরুষ।

তরুণ-তরুণীরা কিছু কিছু বিধি-নিষেধের অবাধ্যতা করতে শুরু করে অবাধ্যতায় উৎসাহি হওয়ার কারণে নয়; বরং এ স্বীকৃতি বের করার আশায় যে, তারা এখন আর শিশু নেই।

উত্তম সমাধান হলো, আপনি এ বিষয়টি স্বানন্দে মেনে নিবেন এবং পূর্বে শিশুর সাথে যে আচরণবিধি অনুসরণ করা হত, তা পরিবর্তন করতে থাকবেন, যেন এখন একজন পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। আপনি এ পরিবর্তনে এ কারণে নিজের আনন্দ ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করুন যে, আপনার সন্তান একজন পুরুষে পরিণত হয়েছে। তার দায়িত্বে এমন কিছু কাজ অর্পণ করুন, যা পূর্বে তাকে করতে দেওয়া হত না। কিছু কিছু বিষয়ে তার থেকে পরামর্শ চান এবং তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করুন।

৬৩. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া : মুহাম্মদ কুতুব।

কখনো এটাও উত্তম হতে পারে যে, আপনি প্রতিদিনের খরচ প্রতিদিন না দিয়ে মাসিক খরচ দিন, যা সে মাসের শুরুতে নিয়ে নিবে। তাকে সামাজিক ও শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য স্বাধীনতার সাথে তার প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ও পোষাকাদি নির্বাচনের অধিকার দিন।

এই ইতিবাচক আচরণ এবং তাকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করা যে, সে একজন পুরুষ এবং আপনি তার উপর আস্থাশীল, এটা আপনার সন্তানের হৃদয় শীতল করবে এবং এ সময় যেসকল হঠকারি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচার-আচরণ হতে পারত, তা অনেকাংশে কমিয়ে আনবে।

২. অনেক বন্ধুত্ব তৈরী করা। কৈশোরের অন্যান্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হলো তার সমবয়স্কদের সাথে অনেক সম্পর্ক গড়ে তোলা। যেখানে পূর্বে সে একাকি খেলা করত এবং তার খেলা ও খেলার উপকরণগুলোতে কারও অংশগ্রহণ মেনে নিত না, সেখানে এখন সে নিজের গ্রুপ তৈরী করবে এবং তার প্রতি ব্যাপক আকৃষ্ট হবে। এমনভাবে আমরা তাকে দেখতে পাবো, এক বা একাধিক বন্ধু নির্বাচন করে তার বা তাদের সাথে নিজের গোপন বিষয়াবলী ও সমস্যাগুলো শেয়ার করছে। তবে প্রিয় বাবা, আপনাকে জানতে হবে যে, তার বন্ধু কারা এবং তাদের নৈতিক শৃঙ্খলাবোধের ব্যাপারে আপনি আশ্বস্ত কি না। তবে আপনার শিশু যেন টের না পায় যে, আপনি তার উপর নজরদারি করছেন। সুতরাং সে তার বন্ধুদেরকে ঘরে ঢেকে আনলে নিষেধ করবেন না, যাতে আপনি নিকট থেকে তাদেরকে জানতে পারেন। প্রিয় বাবা, আপনি যদি তার বন্ধুদের মাঝে কাউকে উশৃঙ্খল দেখতে পান, যার ব্যাপারে আশঙ্কা হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ জারি করতে হবে। আর তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আপনি তার বন্ধু থাকার বা সে স্বাধীনভাবে নিজের বন্ধু নির্বাচন করার বিরোধী নন, কিন্তু নির্দিষ্ট এই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কারণে বাদ দিতে হবে।^{৬৪}

৩. সংবেদনশীলতা। কিশোর বয়সটি মানসিক প্রতিক্রিয়া ও উপলব্ধির দিক থেকে সংবেদনশীলতার জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অনেক সময় সে তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের কারণে উত্তেজিত হয়ে যাবে, যেমনটা শিশুদের বৈশিষ্ট্য। এমনভাবে কৈশোরের প্রথম সময়টিতে নিজের মানসিক অবস্থার কারণে নিজের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে যখন রাগান্বিত বা

৬৪. পূর্বোক্ত উৎস।

উদ্বেজিত হবে, তখন চিৎকার করবে, লাথি মারবে, জিনিসপত্র দাঙ্গানবে, খাবারের ঢাকনা ও পানির গ্লাস মাটিতে ফেলে দিবে... আবার আনন্দানুভূতির সময়ও এ ধরনের কিছু দেখা যাবে। যেমন, এমন নড়াচড়া করতে থাকবে, যা মানসিক ভারসাম্যতা বুঝায় না।^{৬৫}

৫. অতিরিক্ত আদর্শবাদিতা। এ সময় শিশু জীবন সম্পর্কে কম অভিজ্ঞতার কারণে আদর্শবাদিতার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। কারণ সে কোনটা আবশ্যকীয় দায়িত্ব আর কোনটা সম্ভাব্য, তার মাঝে ব্যবধানকারী সীমা জানে না। এ প্রবণতা অন্যের কার্যকলাপের উপর সমালোচনা ও আপত্তির একটি বিকৃত যোগ্যতার উন্নতি ঘটাবে। এতে অন্যের মর্যাদা ও অবস্থান যতই উঁচু হোক না কেন। এ কিশোররা অনেক সময় পিতামাতা, নিকটাত্মীয় ও শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড এবং সমাজের সাধারণ অবস্থার উপরও আপত্তি করবে। সে অনেক সময় পিতামাতার পোষাক, বা ঘরের আসবাব-পত্র বা শিক্ষকদের কথা বলা ও ব্যাখ্যা করার ধরনের উপরও আপত্তি করবে।

সে নিজের অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে কিছু আচার-আচরণ ও বিষয় থেকে আদর্শ গ্রহণ করবে, সেটাকে পছন্দ করবে এবং অন্যরাও সেটা পছন্দ করুক ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করুক-এমনটা চাইবে।^{৬৬}

এ লক্ষণগুলোকেই কৈশোরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এগুলো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আপনি নিজ সন্তানের ব্যাপারে এটা মনে করবেন না যে, সে অবাধ্য, বেআদব বা আপনার আদেশ-নিষেধ মানতে চাচ্ছে না। বরং সে যে অবস্থাটি অতিক্রম করছে, তা বুঝুন এবং তাকে এটা বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আপনি তার অগ্রহ-অনুভূতি ও প্রয়োজনগুলো বুঝেন।

আমি আপনাকে উপদেশ দিব, তাকে কী পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করবেন, এ বিষয়ে প্রজ্ঞা ব্যবহার করুন। তাই তার উপর এতটা সংকীর্ণতা আরোপ করবেন না যে, সে বিস্ফোরিত হয়। আবার তার রশি তার ঘাড়ের ছেড়ে দিবেন না, যাতে সে সকল বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দু হয়। আপনাকে আরও উপদেশ দিচ্ছি যে, তার সাথে বন্ধুত্ব করুন। আমি পিতা ও তার শিশুর মাঝে যে বন্ধুত্ব করার আবেদন করছি এবং পিতা ও তার কিশোরের মাঝে যে বন্ধুত্ব করার জোর তাগিদ দিচ্ছি, তা তার অনেক দুশ্চিন্তা ও সংকট নিরসন

৬৫. মা লা নুআল্লিমুহ লি-আবনাইনা।

৬৬. পূর্বোক্ত উৎস।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

করে দিবে এবং তখন সে নিজেই উপদেশ কামনা করবে এবং সমস্যাগুলোকে সহজভাবে গ্রহণ করবে।

৪৩. সাবালকত্ব

যৌনপ্রবৃত্তি... কিশোর মনের সেই অবিচ্ছেদ্য ভাবনা, যা নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক সময় আমরা অক্ষম হয়ে বলি, কী হবে?!

উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব বলেন, মানবদেহের অন্যান্য জীবনীশক্তিগুলোর মতো যৌনপ্রবৃত্তিও আল্লাহর একটি সৃষ্টি, যা তিনি কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য মনের ভিতরে বিভিন্ন অনুভূতি বিন্যাস ও প্রস্তুত করেছেন, যা দৈহিক শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এবং সামঞ্জস্যতা রেখেই চলে, যেন উভয়টি আনুপাতিক হারে ও ভারসাম্যপূর্ণ গতিতে চলে, যেমন অন্যান্য জৈবিক সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি তার অবতীর্ণ ব্যবস্থায় অনেক শৃঙ্খলা, দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধান সাজিয়েছেন, যা সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করে, যেমনটা সর্বক্ষেত্রে ইসলামের নীতি।^{৬৭}

ইসলামী ব্যবস্থা যৌনপ্রবৃত্তিকে অবজ্ঞা করেনি। মানব মনের সেই বাসনাকে নিষিদ্ধও করেনি; বরং বিষয়টি সুশৃঙ্খল করেছে ও তার বিভিন্ন সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তার জন্য বিভিন্ন নীতি ও সূত্র স্থির করেছে। ইসলামী নীতিমালা বহির্ভূত শিশু শিক্ষানীতিতে যে সমস্যাগুলো তৈরী হয়েছে এবং এ অবস্থাটির মোকাবেলায় যে দুর্বলতা দেখা গেছে, তার কারণ হলো যৌনতার পরিচয় ও প্রকৃতির ব্যাপারে অজ্ঞতা আর ফ্রয়েডের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী ও দমন-তত্ত্বগুলোর মাঝেই সাতার কাটতে থাকা।

যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাপারে তার যে তত্ত্বগুলো সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে পরিচালিত করছে, সেটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দলিল যে, এ গুরুতর বিষয়টির প্রতিকারে এ শিক্ষা দিশাহীন।

যৌনপ্রবৃত্তি ইসলামে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, আপনি এ শক্তিকে কলঙ্কজনক পথে পরিচালিত করা। ইসলামে এ যৌনপ্রবৃত্তি সমস্যাটির মোকাবেলা করা হয়, বিষয়টির সকল দিক লক্ষ্য করে, তথা নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক দিকসমূহ।

৬৭. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া।

আমরা প্রতিপালন কর্মসূচির সূচনাটি খুঁজি। তাতে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম পূর্বেই শিশুকে একদিক থেকে আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয় এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণক্ষমতার উপর বড় করে তোলেছে। সে যখন থেকে আল্লাহর পরিচয় পেয়েছে এবং স্রষ্টার অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই আল্লাহর ভালোবাসা ও ভয়ের উপর প্রতিপালিত হয়েছে। তখনই তার প্রশিক্ষক তাকে আল্লাহর পথ দেখিয়েছে এবং তার সাথে তার অন্তর যুক্ত করে দিয়েছে।

আর নিয়ন্ত্রণক্ষমতার অভ্যাস করেছে শৈশব থেকেই এবং দীর্ঘকালব্যাপী। অবশেষে আজ সে সাবালকত্বের স্তরে পদার্পণ করেছে।

আসলেই এটি একটি ক্ষিপ্ত উন্মত্ত নতুন তাড়না। এটাকে যদি আপনি আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাহলে কখনো কখনো তার পূর্বের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও পূর্ব হতে পেয়ে আসা আল্লাহর ভয়কেও ঝঞ্ঝাবায়ুর ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

তরুণ-তরুণীরা আকস্মিকভাবে তাদের সাধ্যাতীত চাপসহ যে যৌন তাড়নার শিকার হয়, তা মোকাবেলা করতে গিয়ে ইসলামী শিক্ষানীতি একেবারে শুরু পয়েন্টের দিকে ফিরে যায়। আল্লাহর ভালোবাসা ও তার ভয় আর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এতদিন যে নামাজ রোজা শুধু অভ্যাস হিসাবে গড়ে তোলা হত, এখন তা ফরজ হয়ে গেছে। এটা তরুণ-তরুণীদের আল্লাহর পক্ষ থেকে বাস্তবিক দায়-দায়িত্ব এবং বাস্তবিকভাবেই পুরস্কার ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার উপলব্ধি দেয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতিমালার মধ্যে একটি নীতি। যেহেতু আমাদের শিশুটি এখন পুরুষে পরিণত হয়েছে এবং তার ভেতরে এক শক্তি টগবগ করছে, তাই প্রিয় বাবা, আপনার উপর এমন কোনো পথ অনুসন্ধান করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে, যার মাধ্যমে আপনি এ শক্তিটি ঢালতে পারবেন। ব্যায়াম বৈধ উত্তোরণ-পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি। আর তার উপর বিভিন্ন দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া আরেকটি উত্তোরণ-পদ্ধতি, যার গুরুত্বও কম নয়। তার সময়গুলোকে এমন উপকারী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে রাখতে হবে, যা তার শারিরিক ও মানসিক গঠনে সাহায্য করবে। তাকে অবসরের সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিবেন না।

উসামা রাযি. কি ষোল বছর বয়সে যৌবনের তীব্রতা ও তারুণ্যের শীর্ষ চূড়ায় ছিলেন না? কিন্তু এটার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

তাকে একটি সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি বানানো থেকে বিরত থাকেন নি।

কৈশোর এক দুর্দান্ত শক্তির অধিকারী। যদি সে এটাকে কল্যাণের পথে ব্যয় না করে, তাহলে মন্দ পথে ব্যয় করবে। অথবা আমরা আরও সুন্দর ভাষায় বলতে পারি, তখন এটাকে হীন ও তুচ্ছ কাজকর্মে ব্যয় করবে।

আসুন আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসি। ঠিক যে সময়ে যৌনপ্রবৃত্তির চার্জ বিস্ফোরণ ঘটে, একই সময়ে আত্মিক চার্জেরও বিস্ময়কর, স্বচ্ছ ও উজ্জল বিস্ফোরণ ঘটে। সাবালকত্বের স্তরে বিস্ফোরিত এ আত্মিক চার্জই বিভিন্নরূপী স্বচ্ছ, মনোমুগ্ধকর ও নির্মল উপলব্ধি হিসাবে রূপ ধারণ করে।

ফলে আমরা দেখতে পাই... সে আল্লাহকে ভালোবাসে, আদর্শ, মূল্যবোধ ও নীতিবোধকে ভালোবাসে এবং বিপরীত লিঙ্গকে ভালোবাসে ও তার প্রতি ঝুকে পড়ে।

প্রিয় বাবা, এটাই আপনার জন্য সুবর্ণ সুযোগ। আপনি এ বিশাল আত্মিক চার্জকে তার মাঝে আপনার ইচ্ছেমতো কল্যাণের বীজ বপন করে দেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

তার ঈমানের পিপাসা নিবারণ করুন। তাকে রাসুল চিনান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে পর্যাপ্ত কথাবার্তা হোক। ইসলামের বীরদের জীবন্ত নমুনাগুলো আলোচনা করুন। সত্ত্বাগতভাবেই এ সময়টি বীরত্বের প্রতি ভীষণ আকৃষ্টতার সময়।

কিশোরের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ঝুকে পড়া ও তাকে ভালোবাসা একটি প্রাকৃতিক বিষয়। আর বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি হওয়া মেনেই নিতে হবে। যাতে ওই শক্তিটিকে কাজে লাগানো যায় এবং তা তার স্বাভাবিক পথে চলে।

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথাও বাস্তবায়িত হয়,

হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা ভরণ-পোষণের সামর্থ্য

রাখে, তারা যেন বিয়ে করে ফেলে। যদি সামর্থ্য না রাখে,

তাহলে তাকে লাগাতার রোযা রাখতে হবে।

কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যা বিবাহের বিষয়টিকে যুবকগণ ও তাদের পরিবারের জন্য অনেক কঠিন বানিয়ে ফেলেছে। তাই এখন বিবাহের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ আবেগটিকে সুশৃঙ্খলন করে, প্রশংসিত পথে পরিচালিত করার পথ খুঁজতে হবে।

তাই প্রিয় বাবা, আপনি আপনার ছেলের মাঝে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার অগ্রহ এবং সফলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উদ্ভাবনের ভালোবাসা আলোকিত করতে পারেন। তার জন্য এমন কোনো স্থানীয় কল্যাণসংস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার পথ তৈরী করে দিতে পারেন, যা তার উদ্বেলিত আবেগকে অন্যের উপকার ও সাহায্য করার মধ্যে কাজে লাগাবে।

জেনে রাখুন, আপনার ছেলের সামনে অনেক যৌন প্ররোচক বিষয় আসবে। ম্যাগাজিন, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং সমাজের মন্দ আদর্শগুলো। এরা আপনার সকল কর্ম ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা জীবন... চেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টের নাম। এ এমন মূল্য, যা পরিশোধ করা আপনার উপর অবধারিত। আপনি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য এ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত কোনো পথ নেই।

আপনার চারপাশ বেষ্টন করে রাখা এ মন্দ পরিস্থিতি পরিবর্তন করার কোনো উপায় নেই আপনার। আপনার একটাই মুক্তির পথ। তা হলো, আপনার সন্তানের মানসিক কাঠামো মজবুত করা। যাতে সে এ স্তরের জটিলতাগুলো এবং তার তাড়নাগুলো অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হয়।

আপনার উপায় হলো, আপনার সন্তানের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান গভীর করবেন। তার অন্তরে তার স্রষ্টা ও তার রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, সমাজের যৌন প্ররোচকগুলোর চেয়ে ভারি হবে।

আপনার উপায় হলো, আপনি আপনার সন্তানের বন্ধু হবেন এবং আপনাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধার পরিমাণ অনেক বেশি হবে।

আপনার উপায় হলো, তার সময়গুলোকে বিভিন্ন প্রকার ইবাদত, সাওয়াবের কাজ ও উপকারি অধ্যয়নে ব্যস্ত করে রাখবেন, যা তাকে জাহিলি নিম্নতা ও তার ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখবে। এ উদ্যমতাকে এমন কাজে ব্যবহার করা, যা শরীরকে কষ্ট সহ্য করতে এবং আত্মাকে বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করতে সামর্থ্যবান করবে।

আপনার উপায় হলো, সমাজের বহু নোংড়ামি তার আত্মার সাথে যুক্ত হয়ে তার একটি অংশ হয়ে যাওয়া বা তার চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা হিসাবে, সে নিজেই তার একটি অংশ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতাকে অক্লান্তভাবে পরিস্কার করতে থাকবেন।^{৬৮}

৬৮. মানহাজুত তারবিয়াতিল ইসলামিয়া : উস্তাদ মুহাম্মদ কুতুব।

বড়দের উপদেশ

১. এ কঠিন যুগে যে শিশুকে আমরা স্বাবলম্বি হিসাবে জীবন-যাপন করার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে না পারবো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অবস্থা হবে সমাজের এক কোণে প্রভাবিত হিসাবে জীবন যাপনকারীদের ন্যায়, যারা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। যারা শুধু গ্রহীতা হতে পারে, দাতা হতে পারে না। এমনকি হতে পারে এভাবে আমরা এমন একটি প্রজন্ম তৈরী করবো, যারা অন্যের নিকৃষ্ট আহারে পরিণত হবে।-ডক্টর আব্দুল কারিম বাক্কার।

২. একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশয়, যা অনেক বাবার মাঝেই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা হলো, তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলা। কারণ আমার সন্তানকে আমার তত্ত্বাবধান করার অর্থ হলো, তার পোষাক, খাবার ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনোপকরণ যোগান দেওয়া। পক্ষান্তরে আমার তাকে প্রতিপালন করার অর্থ হলো, তাকে ভুল-সঠিক, হালাল-হারাম এবং কোনটা করা সঠিক নয় আর কোনটা করা তার কর্তব্য তা শিক্ষা দেওয়া।

৩. শিক্ষাদান হলো মানবজাতির জন্য অবধারিত পরিশ্রমের একটি অংশ, যা আপনাকে পৃথিবীতে করতেই হবে। কিন্তু এ পরিশ্রমটি মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে যখন মানুষ তার কুড়ানো ফলগুলো দেখতে পায় এবং তা হাতের নাগালেই পেয়ে যায়, তখন তো কোনো সন্দেহই নেই।-মুহাম্মদ কুতুব।

৪. যে প্রশিক্ষক চিন্তা-ভবনা, ব্যবহার, সমালোচনা মেনে নেওয়া, নতুনের সাথে খাপ খাওয়া এবং যখনই সঠিক থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তখনই ফিরে আসা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে না পারে, সে তো এমন প্রশিক্ষক, যে অনুভূতিশক্তি হারানোর স্তরে পৌঁছেছে।

-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

৫. আপনার শিশুর জীবনের গতিপথ আপনি নির্বাচন করবেন না; বরং আপনি তার জন্য তার পথটি আলোকিত করে তুলুন, তার সামনে অনেকগুলো অপশন তুলে ধরুন, তারপর তাকেই নির্বাচন করতে দিন।

-ডগপেইন।

৬. আমরা যখন সন্তানদের দায়িত্ব প্রদান করি, তখন তাদের মস্তিষ্ক থেকে আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও নিম্ন উপলব্ধির ধারণাগুলো দূর করি। আর এটা তখনই হবে, যখন তাকে নখের কোমলতা থেকেই দায়িত্ব প্রদান করব এবং অবশেষে তা উচ্চস্তরের দায়িত্বানুভূতি পর্যন্ত পৌঁছবে।-তারিক সুওয়াইদান।

৭. শাস্তির উদ্দেশ্য হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। তাই এটা যখন তার ইতিবাচক ফল না দিবে, তখন আমাদের জন্য এর নেতিবাচক ফল জন্ম করবে। শিশু কখনো কখনো শাস্তির ইতিবাচক দিকটি দেখে না। তাই উত্তম হবে, আমরা শাস্তি দেওয়ার পর একটু বিরতি দিয়ে তার সাথে কথা বলে তার ভুলটি স্পষ্ট করে দিবো এবং একটি নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচন করবো, যাতে সে নিজের ভুলটি জানতে পারে এবং তার শাস্তির কারণ বুঝতে পারে।
৮. যে শিশু বিধ্বস্ত পরিবেশে বেড়ে উঠে, তার মাঝে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, সে নিজ ঘরের যে রূপ দেখেছে, এটাই প্রতিটি ঘরের স্বাভাবিক রূপ এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া, ঘৃণা ও ধাক্কা-ধাক্কি সব ঘরেই চলে। আর এ বিশ্বাস তার মাঝে অবিচ্ছেদ্যভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে বিয়ে করে নিজ ঘরেও এরকম আদর্শ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।
৯. একটি বিরল গবেষণা নিশ্চিত করেছে যে, যারা সন্তানদেরকে মারে, তাদের ৯৫%-ই কোনো গ্রহণযোগ্য শিক্ষামূলক কারণে মারে না; বরং তাদেরকে মারে নিজেদের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য।
১০. আমাদের সন্তানদের ভুলগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কর্মনীতি হওয়া উচিত ফাইল ভাজ করার ন্যায়। যখন সে জীবনের কোনো পর্বে একটি ছোট বা বড় ভুলে পতিত হবে, অতঃপর তা থেকে ফিরে আসবে, তখন আমাদেরকে অবশ্যই এ ভুলগুলো ভুলে যেতে হবে। বরং তাকেও ভুলে যেতে সাহায্য করতে হবে।
১১. সংলাপ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলোর উন্নতি ঘটনায়। নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে সংলাপই জীবন চলার পথ হতে হবে।
১২. আমাদের সন্তানদের সাথে আমাদের ব্যবহার হবে তাদের চেষ্টার পরিমাণ অনুসারে; মেধার পরিমাণ অনুসারে নয়।-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।
১৩. একটি আমেরিকান জরিপ বলে, কিশোর বয়সে পৌছা পর্যন্ত একজন শিশু কমপক্ষে ৬০০০ মন্দ শব্দ শোনে। এর বিপরীতে মাত্র কয়েকশ' সুন্দর ও ভালো শব্দ শোনে।
১৪. মা, শিশুর প্রতি সর্বাধিক কোমল। আর বাবা তার ভালো-মন্দ বিষয়ে সর্বাধিক বুঝমান। আর আল্লাহ তাআলার অনন্য দয়া হলো, তিনি তার জন্য একসাথে উভয়টিরই ব্যবস্থা করেছেন।-ড. মুস্তফা সিবায়ি।
১৫. যাকে তার পিতামাতা শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়নি, তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যুগের দুর্বিপাক।

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

১৬. আপনি নিজের প্রতি যতটুকু দয়াশীল, আপনার সন্তানের প্রতি তার চেয়ে অধিক দয়াশীল হতে হবে।-আলী ইবনে আবি তালিব রায়ি।

১৭. একটি স্বীকৃত সূত্র হলো মহান ব্যক্তিগণ তাদের মহত্বের উপাদানগুলো তাদের মায়েদের থেকেই লাভ করেছিলেন।

১৮. সন্তান প্রতিপালনে অধিক কঠোরতা সন্তানকে অবাধ্যতায় প্ররোচিত করে। আর সন্তান প্রতিপালনে অধিক আদর তাকে লাগামহীনতা শিখায়। আর উভয়টি একসাথে থাকলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করে।-মুস্তফা সিবায়ী।

১৯. শিশুকে দমন-পীড়ন তার মাঝে উপদেশের প্রতি বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। আর তার সম্মান হরণ তাকে মন্দ কাজে পরিচালিত করে।

-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

২০. সমাজ, চরিত্র ও প্রতিপালন বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, যুক্তি বুঝিয়ে দেওয়া ভীতি প্রদর্শনের চেয়ে তো বটে; উৎসাহ প্রদানের চেয়েও উত্তম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ফ্রি-সম্পর্কের সাথে শিক্ষা প্রদান, গাভীর সাথে শিক্ষা-প্রদানের চেয়ে উত্তম। পুরস্কার বা এজাতীয় বিষয়ের লোভে অর্জিত শিক্ষার চেয়ে অগ্রহের দ্বারা অর্জিত শিক্ষা অধিক পূর্ণাঙ্গ। মনকে নিরস্ত করার ক্ষেত্রে বদলা বা শাস্তি খুব কমই উপকার দেয়।

-কাওয়াকাবি।

২১. বড়দেরকে বাহাদুর হিসাবে দেখাই ছোটদেরকে বাহাদুরে পরিণত করে। উম্মাহকে বীরত্ব শিক্ষাদানে এর চেয়ে বিকল্প কোনো পথ নেই।

-মুস্তফা সাদিক আর-রাফিয়ী।

২২. অনেক পিতাকে দেখেছি, তারা তাদের সাথে তাদের পিতা-মাতার কঠোরতার পাল্টা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নিজেদের সন্তানদের অতিরিক্ত ডিল দেয়। এভাবে শিক্ষাদানে প্রজ্ঞাহীনতা দুই বা ততোধিক প্রজন্মকে কষ্টে ফেলে।

-মুস্তফা সিবায়ী।

২৩. আপনার সন্তানের কোনো অগ্রসরমূলক চেষ্টাকেই থামিয়ে দিবেন না, চাই তা যতই ধীরগতির হোক।-প্লেটো।

২৪. আপনি আপনার সন্তানের জন্য যত সম্পদ রেখে যান, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপকারি সম্পদ হলো, তাকে উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া। আর আপনার মৃত্যুর পর আপনার যে সকল স্মৃতি দ্বারা তারা উপকৃত হবে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী স্মৃতি হলো, আপনার ইলম ও আপনার মানব সেবা।-ড. মুস্তফা সিবায়ী।

২৫. আল্লাহ তাআলা মাকে দু'টি মহান বস্তু দান করেছেন, যার দ্বারা তিনি প্রকৃতিতেই সবচেয়ে বড় প্রতিপালনকারী হওয়ার যোগ্য হয়েছেন। সে দু'টি বস্তু হলো, সীমাহীন মহানুভবতা এবং অনিঃশেষ ধৈর্য।

-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

২৬. তোমরা নিজেদের উপর বদ-দুআ করো না। তোমাদের সন্তানদের উপর বদ-দুআ করো না। তোমাদের খাদেমদের উপর বদ-দুআ করো না। তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করো না... কারণ, কখনো কবুল হয়ে যেতে পারে।-হাদিস শরীফ

২৭. আপনার সন্তানের মাঝে আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করার জন্য তাকে এমনকিছু সহজ কাজের দায়িত্ব দিন, যা সে পালন করতে পারবে। তারপর যা করেছে, তার প্রশংসা করুন।

২৮. আপনার সন্তানকে অসৎ বন্ধু থেকে সেভাবে দূরে রাখুন, যেভাবে সংক্রামক রোগ থেকে দূরে রাখেন। এটা তার শৈশবেই শুরু করুন, অন্যথায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে; ঔষধ কাজে আসবে না।-ড. মুস্তফা সিবায়ী।

২৯. শিশু কোনো ভুল কাজ করলে আপনি মন্দ কাজটির সমালোচনা করবেন; শিশুর নয়। এতে সে মন্দ কাজটিকে অপছন্দ করবে, আর আত্মবিশ্বাস হারাতে না।

৩০. পিতামাতাকে তাদের সন্তানের সামনে এটা পরিষ্কার করতে হবে যে, যে মুসলিম আপন আদর্শের উপর অটল থাকে, সে কখনো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু স্থায়ীভাবে সেই লাভবান। আর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি মানে আত্মহনন।-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার

৩১. সন্তান প্রাকৃতিকভাবেই অনুকরণপ্রিয়। আর তার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হলো তার পিতার অনুকরণ করা, অতঃপর মায়ের। তাই ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আপনাকে ঘরে তার সাথে ও তার মায়ের সাথে কেমন দেখছে এবং আপনাকে তার সাথে ও অন্যান্যদের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কেমন দেখছে।-ড. মুস্তফা সিবায়ী।

৩২. জ্ঞানের শক্তির কথা স্বীকার করি, সংস্কৃতির শক্তির কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমি তারচেয়েও অধিক স্বীকার করি প্রতিপালনের শক্তির কথা।

-সায়িদ্ কুতুব।

৩৩. যখন আপনার থেকে এমনকিছু ঘটে যায়, যা আপনার সন্তানের সচ্ছতা নষ্ট করে দিবে, তখন দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিন। এতে কোনো সমস্যা নেই। এটাই অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি কৌশল।

৩৪. আপনার সন্তানকে সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করুন। কারণ, সভ্যতাই তার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সহায়ক এবং অনন্যতা ও সফলতা লাভের নিকটবর্তী পথ।

৩৫. আপনার সন্তান কী পছন্দ করে তার প্রতি সর্বদা গুরুত্ব দিন। তার প্রিয় বিষয়গুলোতে তার সাথে অংশগ্রহণ করুন এবং তাকে এটা উপলব্ধি করান যে, আপনার হৃদয় ও মনে তার জন্য বিশেষ স্থান আছে।

৩৬. শিশু তার মায়ের গর্ভে থেকে অশ্লীল শব্দগুলো শিখে নি। তাই আমাদের শিশুরা যে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে, তা হয়ত আমাদের কেউ অথবা অন্য কেউ তার সামনে উচ্চারণ করেছে।

৩৭. যখন সন্তান ভুল করে, তখন সর্বোত্তম পন্থা হলো, তাকে প্রথমবার ধমক না দেওয়া এবং এটা প্রকাশ না করা যে, সে এ ভুলটা করেছে বা করতে উদ্যত হয়েছে। অতঃপর যদি দ্বিতীয়বার করে, তাহলে গোপনে ধমক দেওয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সতর্ক করা। কারণ আপনি যদি তাকে ধমক ও অপমানে অভ্যস্ত করে ফেলেন, তাহলে আপনি তাকে নির্লজ্জতায় প্ররোচিত করলেন এবং যে জিনিসটাকে সে পূর্বে মন্দ মনে করত, আপনি তার প্রতি তাকে উৎসাহিত করলেন। আর তার জন্য ভর্ৎসনা শোনা সহজ হয়ে গেল।-জৈনিক আরব জ্ঞানী

৩৮. পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ কাজ হলো, পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে কাউকে বিশেষভাবে বেশি ভালোবাসা, আদর করা ও ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা। এর থেকেও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, পিতা-মাতা কর্তৃক একজনকে অপছন্দ করা ও অন্যজনকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যে বলা। তাহলে এটাই ভাই-বোনদের মাঝে শত্রুতার বীজ, যা তাদের বুঝ হওয়ার পর ফল দিবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে স্বেচ্ছাচারি হয়ে জুলুম ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, যা কখনো অপরাধ সংঘটন পর্যন্ত গড়াবে।

-ড. মুস্তফা সিবায়ি।

৩৯. ঈগলরা তাদের বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার একটি অভিনব পদ্ধতি জানে। তাদের দেখবেন, তাদের বাচ্চাদেরকে অনেক উঁচু থেকে ফেলে দেয়, অতঃপর বাচ্চাটি পড়তে পড়তে যখন মরে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন দ্রুত তাকে পিঠে উঠিয়ে নেয়। অতঃপর পুনরায় অনুরূপ করে। এভাবে বাচ্চা উড়া শিখে যায়। এখানে কঠোরতা শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি। কখনো শিক্ষাদানকারী সন্তানকে সোজা করার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। কিন্তু শর্ত হলো, শিশু এ বাস্তবতাটি বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে,

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

কঠোরতা তাকে সোজা করার জন্য; তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নয়।

৪০. কতই না কল্যাণময় সে আল্লাহ, যিনি মায়ের জন্য তার নিজ সৃষ্টির একটি জগত এবং তার সন্তানদের সৃষ্টির একটি জগত বানিয়েছেন। কতই না কল্যাণময় সে সন্তা, যিনি মাকে তার কষ্টের পুরস্কার দান করেছেন। ফলে তার আনন্দকে তার সন্তানদের আনন্দেরই একটি বড় প্রতিচ্ছবি বানিয়েছেন।-মুস্তফা সাদিক আর-রাফিয়ী

৪১. পৃথিবীতে মায়ের কোল থেকে আরামদায়ক বালিশ এবং তার হাসিমাখা দাঁতের চেয়ে সুন্দর গোলাপ আর পাওয়া যাবে না।-শেখপিয়র।

৪২. আমাদের সন্তানদের সেসব মহা পুরুষদের জীবনী পাঠে অভ্যস্ত করে তোলা হবে, যারা সর্ববৃহৎ সফলতাগুলো অর্জন করেছিলেন। যেহেতু বড় বড় সফলতাগুলোর পিছনে ছিল দৃঢ় সংকল্প।-ড. আব্দুল কারিম বাক্কার।

৪৩. শিশুদের আহরণ ক্ষমতা অনেক বেশি, চাই বুঝমান হোক অথবা অবুঝ। আমরা সাধারণত যা ধারণা করি, তার থেকেও অনেক বেশি। আমরা তার ব্যাপারে ভাবি, সে তো একটি ছোট্ট অস্তিত্ব, কিছু জানে না, কিছু বুঝে না।-মুহাম্মদ কুতুব।

৪৪. সন্তানকে শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য হলো, তাকে এটা শিক্ষা দেওয়া যে, কীভাবে সৌন্দর্যকে আপনরূপে অনুভব করবে ও ভালোবাসবে। আর তার মানসিক ঝোক ও রুচি গেড়ে দেওয়া। তার প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরে নেমে যাওয়া থেকে বারণ করা। এটা যখন সম্পন্ন হবে, তখন সে সুখের পথ প্রস্তুত দেখতে পাবে।-রুশো।

৪৫. জেনে রাখুন, শিশু সন্তান পিতামাতার নিকট আমানত। তার পবিত্র হৃদয় একটি নরম পদার্থ। তা যেকোনো চিত্র ধারণ করতে পারে। তাই যদি তারা তাকে ভালোতে অভ্যস্ত করায়, তবে সে তার উপরই বেড়ে উঠে। আর তার পিতামাতা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারী শিক্ষক তার সওয়াবে অংশীদার হয়। আর যদি তারা তাকে মন্দে অভ্যস্ত করায়, তবে সে তার উপরই বেড়ে উঠে আর তার বোঝা তার অভিভাবকের ঘাড়ে বর্তায়। তাই উচিত হলো, তাকে হেফাজত করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, সভ্যতা শিক্ষা দেওয়া, উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া এবং অসৎ বন্ধুদের থেকে হেফাজত করা।

-আবু হামিদ আল-গায়ালী

৪৬. শিশুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাহিনী গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী। কাহিনী তাকে সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক জ্ঞান দান করে। তার সামনে অনেক

বাবা : আদর্শ সন্তানের কারিগর

করবে। কত স্বাভাবিক মানুষ উপরে উঠে গেছে, কারণ তারা এমন কাউকে পেয়েছিল, যে তাদের অল্প পূজিকেই সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে। এভাবেই প্রতিপালনকারী কখনো সৃজনশীলতাকে ধ্বংসকারী হয়, আর কখনো হয় তার নির্মাতা।

৫৩. যখন একজন শিশু তার পিতামাতার নিকট প্রিয় হয়, তাদের সম্বন্ধের বাঁধনে জড়িয়ে থাকে, তখন তার অনুভূতির মধ্যে ঘরের প্রভাব রাস্তার প্রভাবের চেয়ে বেশি হয়। তখন রাস্তা তার যা কিছু নষ্ট করে দিয়েছিল, ঘর তা সংশোধন করতে পারে। আল্লাহ তাওফিক দিলে পুরোটা আর কমপক্ষে কিছুটা।-মুহাম্মদ কুতুব।

৫৪. শিশুদের কল্পনাগুলো রোগাক্রান্ত হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশনের আসর, সুপারম্যানের দুঃসাহসিক চিত্র ইত্যাদির কারণে। এ ছাড়া বড়দের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মিথ্যা কল্পনা দেওয়া ও তাকে বিক্ষিপ্ততায় রূপান্তর করার কারণে।-জনৈকি মার্কিন শিক্ষাবিদ।

৫৫. যখন গৃহকর্তা দফ বাদক হয়, তখন গৃহের সব সদস্যদের বৈশিষ্ট্য তো নৃত্যই হবে।

৫৬. ইয়াতিম সে নয়, যার পিতামাতা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং তাকে দুর্বল অবস্থায় রেখে যাওয়া সত্ত্বেও মাতা-পিতার বিকল্প হিসাবে প্রজ্ঞার জগত ও যুগের উত্তম শিক্ষা লাভ করেছে, বরং ইয়াতিম তো সে, যে দায়িত্বহীন মা ও ব্যস্ত বাবা পেয়েছে। শৈথিল্যকারী নির্বোধ মস্তিস্কের অজ্ঞতার ফলে কখনো সুযোগ দেখে, কিন্তু বাস্তবে তুমি কখনোই সুযোগ দেখবে না।

৫৭. আল্লাহ সে পিতার প্রতি রহম করুন, যিনি তার সন্তানকে পুণ্যকর্মে সহযোগীতা করেছে।-আলী ইবনে আবি তালিব রায়ি।

৫৮. আপনার সন্তানের জন্য এমন একটি উপাধি ব্যবহার করুন, যা তার প্রতিভা ও মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যেন তার সংকল্প আরও ধার করতে পারেন। যেমন, প্রতিভাবান আর্টিস্ট, আমাদের অন্যান্য গায়ক।

-আবকারিনো।

৫৯. তোমার নিকট এমন অটেল সম্পদ থাকতে পারে, যার সমান অন্য কোনো সম্পদ নেই, তুমি তার দ্বারা অনেক ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারবে, কিন্তু তুমি কখনো আমার থেকে ধনী হতে পারবে না। কারণ আমার মায়ের নীতি ছিল, তিনি নিয়মিত আমাকে পাঠ করে শোনাতেন।

-জনৈক ইংরেজ কবি।

করবে। কত স্বাভাবিক মানুষ উপরে উঠে গেছে, কারণ তারা এমন কাউকে পেয়েছিল, যে তাদের অল্প পূজিকেই সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে। এভাবেই প্রতিপালনকারী কখনো সৃজনশীলতাকে ধ্বংসকারী হয়, আর কখনো হয় তার নির্মাতা।

৫৩. যখন একজন শিশু তার পিতামাতার নিকট প্রিয় হয়, তাদের সম্বন্ধের বাঁধনে জড়িয়ে থাকে, তখন তার অনুভূতির মধ্যে ঘরের প্রভাব রাস্তার প্রভাবের চেয়ে বেশি হয়। তখন রাস্তা তার যা কিছু নষ্ট করে দিয়েছিল, ঘর তা সংশোধন করতে পারে। আল্লাহ তাওফিক দিলে পুরোটা আর কমপক্ষে কিছুটা।-মুহাম্মদ কুতুব।

৫৪. শিশুদের কল্পনাগুলো রোগাক্রান্ত হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশনের আসর, সুপারম্যানের দুঃসাহসিক চিত্র ইত্যাদির কারণে। এ ছাড়া বড়দের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মিথ্যা কল্পনা দেওয়া ও তাকে বিক্ষিপ্ততায় রূপান্তর করার কারণে।-জনৈকি মার্কিন শিক্ষাবিদ।

৫৫. যখন গৃহকর্তা দফ বাদক হয়, তখন গৃহের সব সদস্যদের বৈশিষ্ট্য তো নতাই হবে।

৫৬. ইয়াতিম সে নয়, যার পিতামাতা জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং তাকে দুর্বল অবস্থায় রেখে যাওয়া সত্ত্বেও মাতা-পিতার বিকল্প হিসাবে প্রজ্ঞার জগত ও যুগের উত্তম শিক্ষা লাভ করেছে, বরং ইয়াতিম তো সে, যে দায়িত্বহীন মা ও ব্যস্ত বাবা পেয়েছে। শৈথিল্যকারী নির্বোধ মস্তিস্কের অজ্ঞতার ফলে কখনো সুযোগ দেখে, কিন্তু বাস্তবে তুমি কখনোই সুযোগ দেখবে না।

৫৭. আল্লাহ সে পিতার প্রতি রহম করুন, যিনি তার সন্তানকে পুণ্যকর্মে সহযোগীতা করেছে।-আলী ইবনে আবী তালিব রাযি।

৫৮. আপনার সন্তানের জন্য এমন একটি উপাধি ব্যবহার করুন, যা তার প্রতিভা ও মানসিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যেন তার সংকল্প আরও ধার করতে পারেন। যেমন, প্রতিভাবান আর্টিস্ট, আমাদের অন্যান্য গায়ক।

-আবকারিনো।

৫৯. তোমার নিকট এমন অটেল সম্পদ থাকতে পারে, যার সমান অন্য কোনো সম্পদ নেই, তুমি তার দ্বারা অনেক ধনভাগ্য পরিপূর্ণ করে ফেলতে পারবে, কিন্তু তুমি কখনো আমার থেকে ধনী হতে পারবে না। কারণ আমার মায়ের নীতি ছিল, তিনি নিয়মিত আমাকে পাঠ করে শোনাতেন।

-জনৈক ইংরেজ কবি।

৬০. আমি যখনই টেলিভিশনহীন একটি পৃথিবী কল্পনা করি, তখনই লাভে পরিপূর্ণ একটি জগতের চিত্র কল্পনা করি। আমরা যা হারাবো, তার বিনিময়ে তার থেকে অনেক বেশি পাবো। আর তা হবে সর্ববৃহৎ মানব গবেষণা এবং অনুসন্ধান ও স্ব-উদ্যোগের নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে।

৬১. আপনি যত মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে জানেন, যারা যুগের সূর্যকে পোষ মানিয়েছে এবং কালের দুর্বিপাক যাদের অনুগত হয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই নিজ ঐতিহ্য ও চরিত্রে এক মহান মায়ের দ্বারা প্রভাবিত।

-ড. ইসমাইল।

৬২. অতি সাম্প্রতিক একটি গবেষণা নিশ্চিত করেছে যে, শিশুর জন্মের বছর থেকে পাঁচ বছর, অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তাদের উদ্ভাবনী শক্তির অনুপাত থাকে ৯০%। যখন তারা সপ্তম বছরে পৌঁছে, তখন তাদের অনুপাত ১০% এ নেমে আসে। অবশেষে অষ্টম বছরে ২% এ নেমে আসে। অতঃপর এ অনুপাতই তাদের সাথে চলতে থাকে।

পরিশিষ্ট

প্রিয় বাবা, শিশুদের সুন্দর জগতে তাদের সুবিধা, অসুবিধা ও চাহিদাগুলো নিয়ে পথ চলার পর এখানেই আমরা আমাদের সওয়ারির লাগাম টানবো।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এ কথাগুলো দ্বারা উপকৃত করুন। তার মহান দরবারে আরও প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে আপনার সন্তান প্রতিপালনে সাহায্য করুন। কারণ তার পবিত্র সত্তাই এর উপর সমার্থ্যবান। আমাদের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, ক্লাস্তি ও অধ্যাবসায় তো উপকরণ মাত্র। যদি আমরা সকল বিষয়কে সেই সত্তার হাতে সোপর্দ না করি, যার হাতে সকল ক্ষমতা, তাহলে আল্লাহর শপথ, আমরা এ পরিশ্রম দ্বারা ব্যর্থতা ও সুস্পষ্ট ক্ষতি ছাড়া কোনোই ফসল পাবো না।

কবি হাসিফ কতই না চমৎকার বলেছেন, যখন আল্লাহর পক্ষ হতে যুবকের জন্য সহযোগীতা না থাকে... তখন সর্বপ্রথম তার চেষ্টাই তার উপর অন্যায় করে।

এ ছিল আমাদের কথা। প্রিয় পাঠক ভাই ও বোন, আপনারা আন্তরিকভাবে যোগাযোগ করলে আমি আনন্দিত হবো। এমনিভাবে আপনাদের কোনো সংশোধনী, আপত্তি ও প্রস্তাবনা পেলেও আনন্দিত হবো। মুমিন তো আপন সত্তায় দুর্বল হলেও, তার মুসলিম ভাইদের দ্বারা শক্তিশালী।